মূল সংস্কৃত হইতে

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

কলিকাতা।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রে মুদ্রিত

সভ্যতা ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিবরণ।

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
পঞ্চজন, ইত্যাদি	৬	১১	১
	৬	৪৬	১
	৬	৫১	২
		৬১	৩
মনুষ্যের পরমায়ু	৫	৫৪	৩
	৬	৪	১
	৬	১০	২
	৬	৪৮	১
নারী স্বামীর সহিত যজ্ঞ সম্পাদনে সক্ষম	৫	৪৩	১
নারী ঋগ্বেদের ঋষি এবং যজ্ঞের ঋত্বিক্ ও মন্ত্র উচ্চারণকারিণী।	৫	২৮	১
রাজকন্যাদিগের ঋষিগণের সহিত বিবাহ	৫	৬১	১
বিবাহের সময় বরের বেশ	৫	৬০	১
কণ্ঠে পরিধেয় নিষ্ক	৫	১৯	১
ধাতু গলান	৬	২	১
কর্ম্মকারের ভস্ত্রযন্ত্র	৫	৯	২
মুদ্রার প্রচলন	৫	২৭	১
	৫	৩৩	২
লৌহ কলস	৫	৩০	২
ধান্য বীজ ও ধান্য	৫	৫৩	৩
	৬	১৩	১
	৬	২৯	১
স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকা	৫	৬২	১
তন্তু ও ওতু (টানা ও পড়েন)	৬	৯	১
ত্রিধাতু গৃহ	৬	৪৬	২
গাভী সম্পত্তি	৬	[illegible]	১
কূপ বা উৎস	৬	৪৪	[illegible]
দধি, সুরা প্রভৃতি রাখিবার চর্ম্মের আধার	৬	৪৮	[illegible]

ধর্ম্মসম্বন্ধে ও কোন কোন দেবসম্বন্ধে বিবরণ।

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	ঋকের সংখ্যা।
ঐশ্বরিক বলের একতা, এক ঈশ্বরের অনুভব	৫	৮৫	১
স্বর্গ লাভের কথা।	৫	১৮	২
	৫	৬৫	১
	৫	৬৬	২
	৬	১	২
	৬	৪৭	৩
	৬	৫১	৩
ইন্দ্রে শ্রদ্ধারহিত লোক, ইন্দ্রের অস্তিত্বে সন্দেহ।	৫	৩	১
	৫	৩৪	৩
	৬	১৮	২
ন্দ্র সূর্য্যের রথচক্র হরণ করেন	৫	৩১	১
গু সপ্ত মরুৎ	৫	৫২	৪
পূষা	৬	৫৪	১
দিতি ও অদিতি	৫	৬২	২
ত্বষ্টু ও ঋভুগণ	৬	৪৫	২
পথ্যা ও রেবতী দেবী	৫	৫১	১
উর্ব্বশী	৫	৪১	২
সূর্য্যগ্রহণ	৫	৪০	২
স্বর্গ ও পৃথিবীর একবার মাত্র সৃষ্টি	৬	৪৮	৫
অথর্ব্বা ও তৎপুত্র দধীচিকর্ত্তৃক অগ্নিপূজা প্রচার	৬	১৬	২
ঋষিগণের ও জনসাধারণের সোমপ্রিয়তা	৫	৪৪	১
ঋষিগণের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা।	৬	৫২	১
ঋষিগণ সংসারী ও যুদ্ধকালে যোদ্ধা ছিলেন	৫	২৩	১
	৬	২০	১
ঋষিগণ বংশানুক্রমে অভ্যাস ও উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রগুলি রক্ষা করিতেন।	৫	১৮	১
গর্ভস্রাবিণ্যুপনিষৎ	৫	৭৮	২
সয়ের পুত্রকে ইন্দ্র বধ করেন	৬	৬১	১
“শম্বর”	৫	১২	১
“[illegible]”	৫	৬৬	১

ভূমিকা।

ঋগ্বেদের এই চতুর্থ অষ্টকে পঞ্চম মণ্ডলের প্রথম সূক্ত হইতে শেষ পর্য্যন্ত এবং ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬১ সূক্ত আছে। পূর্ব্বের ন্যায় এই অষ্টকে ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে স্থানে স্থানে যে টীকা দিয়াছি তাহার দুইটী সূচী দেওয়া হইয়াছে। সূর্য্যগ্রহণের প্রথম উল্লেখ, ঋষিগণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় অনেক কথা, নারীদিগের যজ্ঞ সম্পাদনের ক্ষমতা ও ঋষি পদলাভের কথা, রাজকন্যাদিগের ঋষিগণের সহিত বিবাহ তৎকাল প্রচলিত, শস্য কার্য্যের বর্ণনা, অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ কথা এবং গঙ্গা, যমুনা, গোমতী প্রভৃতি অনেক নদীর প্রথম উল্লেখ পাঠক এই অষ্টকে পাইবেন।

প্রথম অষ্টকের ভূমিকায় আমি লিখিয়াছিলাম যে লাংলোয়া কৃত ফরাসি অনুবাদ ভিন্ন ঋগ্বেদ সংহিতার সম্পূর্ণ অনুবাদ আর কোনও ভাষায় নাই। ঋগ্বেদ সংহিতা জর্ম্মান ভাষায়ও সম্পূর্ণরূপে অনুবাদিত হইয়াছে, তাহা আমি তখন জানিতাম না। লড্ উইগ্ এবং গ্রাসমান এই দুই জন জর্ম্মান পণ্ডিত অনুমান দশ বৎসর হইল ঋগ্বেদ সংহিতার দুই খানি উৎকৃষ্ট অনুবাদ জর্ম্মান ভাষায় প্রচার করেন। তাঁহারা উভয়েই সায়ণের টীকা অবলম্বন না করিয়াই এই অনুবাদ করিয়াছেন। গ্রাসমান্‌কৃত অনুবাদ খানি আমি সংগ্রহ করিয়াছি, লড্ উইগকৃত অনুবাদ খানিও অচিরে সংগ্রহ করিবার অভিলাষ আছে।

কলিকাতা, ২০ বিডন ষ্ট্রীট;
১লা বৈশাখ, ১২৯৩ সাল।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

চতুর্থ অষ্টক।

প্রথম অধ্যায়।

৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য গয় ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিমান্, মর্ত্ত্যগণ হোমসাধন দ্রব্য লইয়া তোমার স্তব করে। তুমি সর্ব্বভূতজ্ঞ, আমিও তোমাকে স্তব করিতেছি। তুমি নিরন্তর হোমসাধন হব্য বহন কর।

২। যজ্ঞ সকল যে অগ্নির সহিত অবস্থান করে, যজমানের কীর্ত্তি বর্দ্ধক হব্য সকল যে অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, সেই অগ্নি হব্যদাতা কুশচ্ছেদক যজমানের (যাগার্থ) দেবগণকে আহ্বান করেন।

৩। মনুষ্যলোকের পোষণকারী ও যজ্ঞশোভা বিধানকারী যে অগ্নিকে নব শিশুর ন্যায় অরণিদ্বয় উৎপাদন করিয়াছে।

৪। হে অগ্নি! বক্রগতি (সর্প) শিশুর(১) ন্যায় তোমাকে কষ্টে ধারণ করা যায়। তৃণমধ্যে পরিত্যক্ত পশু যেরূপ তৃণ ভক্ষণ করে, তদ্রূপ তুমি সমগ্র বন সকল দগ্ধ কর।

৫। ধূমবান্ অগ্নির শিখা সকল সর্ব্বত্র সুন্দররূপে ব্যাপ্ত হয়। কর্ম্ম-কার (ভস্ত্রাদি দ্বারা) অগ্নিকে যরূপ সংবর্দ্ধিত করে, সেইরূপ ত্রিত(২) স্বয়ং

---

(১) মূলে "হ্বার্য্যাণাং" আছে। অর্থাৎ কুটিলগতি সর্প অথবা বক্রগতি অশ্ব। সায়ণ।

(২) মূলে "ত্রিত" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন তিন স্থানে [illegible] অগ্নি। এই শব্দ [illegible] পাওয়া যায়।

[illegible] অরণীকে অধিক বৰ্দ্ধিত করে, তখন অগ্নি কর্ম্মকারদ্বারা সন্ধুক্ষিত অগ্নির ন্যায় তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয়।

৬। হে অগ্নি! তুমি সকলের মিত্রস্বরূপ, তোমার রক্ষাদ্বারা এবং তোমাকে স্তব করিয়া মর্ত্ত্যগণের শত্রুস্বরূপ পাপ সকল হইতে উত্তীর্ণ হইব।

৭। হে অগ্নি! তুমি বলবান্ এবং হব্যবাহক, আমাদিগের নিকটে প্রসিদ্ধ ধন আহরণ কর; (আমাদিগের শত্রুদিগকে) পরাভূত করিয়া আমাদিগকে পোষণ কর ও অন্ন প্রদান কর এবং যুদ্ধে আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর।

---

১০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। গয় ঋষি।

১। হে অগ্নি! আমাদের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট ধন আহরণ কর; তুমি অপ্রতিহতগতি, তুমি আমাদিগকে দিগন্তব্যাপ্ত ধন প্রদান কর এবং অন্নলাভের নিমিত্ত আমাদিগের পথ পরিষ্কার কর।

২। হে অগ্নি! তোমার শক্তি অতি আশ্চর্য্য; তুমি আমাদিগের (যাগাদি) ক্রিয়ায় প্রীত হইয়া আমাদিগকে দক্ষের বল প্রদান কর; তোমার অপূর্ব্ব বল আছে, তুমি মিত্রের ন্যায় যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন কর।

৩। হে অগ্নি! প্রসিদ্ধ স্তবকারী মনুষ্যগণ তোমার [illegible] উৎকৃষ্ট ধন লাভ করিয়াছেন; আমরাও তোমার স্তব [illegible] দিগের ধন ও পুষ্টি বৰ্দ্ধিত কর।

৪। হে আনন্দদায়ক অগ্নি! যে সকল লোক সুন্দররূপে তোমার স্তব [illegible] তাঁহারা অশ্বধন লাভ করেন, [illegible] স্বর্গ হইতেও মহতী [illegible]
[illegible]

৫। হে অগ্নি! তোমার উজ্জ্বল দীপ্তিমান শিখাসকল দিগ্ব্যাপী বিদ্যুতের ন্যায়, শব্দায়মান রথের ন্যায় এবং অন্নার্থীর ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে।

৬। হে অগ্নি! শীঘ্র আমাদিগকে রক্ষা কর, ধন দান করিয়া দারিদ্র্য দুঃখ দূর কর; আমাদিগের পুত্র মিত্রাদিগণ তোমার স্তব করিয়া পূর্ণকাম হউন।

৭। হে অঙ্গিরা! লোকে (পূর্ব্বকালে) তোমার স্তব করিয়াছে এবং (এক্ষণেও) স্তব করিতেছে, লোকে যে ধন বশতঃ মহৎ ব্যক্তিগণকেও পরিভূত করে, আমাদিগের জন্য সেই ধন আহরণ কর। হে দেবগণের আহ্বান-কারী! আমরা তোমার স্তব করিতেছি, তুমি আমাদিগকে স্তব সামর্থ্য প্রদান কর এবং যুদ্ধে আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর।

---

১১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য সুতম্ভর ঋষি।

১। লোকরক্ষক সদাপ্রবুদ্ধ সমধিকবলশালী অগ্নি, [illegible] নূতনতর মঙ্গল বিধানার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আহুতি [illegible] পবিত্র অগ্নি অভ্রভেদী শিখাদ্বারা চতুর্দ্দিক্ প্রদীপ্ত করিয়া ঋত্বিগণের [illegible] প্রজ্বলিত হয়েন।

২। অগ্নি যজ্ঞের কেতুস্বরূপ, যজমানগণ অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করেন, অগ্নি ইন্দ্রাদি দেবগণের সমকক্ষ; ঋত্বিগ্‌গণ সর্ব্বাগ্রে তিন স্থানে [illegible] স্থাপন করিয়াছিলেন। শোভনকর্ম্মা দেবগণের আহ্বানকারী সেই অগ্নি কুশযুক্ত সেই স্থানে যজ্ঞার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

৩। হে অগ্নি! তুমি নির্ব্বিঘ্নে জননী স্বরূপ অরণিদ্বয় হইতে [illegible] হও; তুমি পবিত্র, কবি ও মেধাবী; তুমি যজমান হইতে উত্থিত হইয়াছ; (পূর্ব্বে যজমানগণ) ঘৃতদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। হে হবির্বাহক! ধূমরাশি হয় তোমার কেতুস্বরূপ।

করিয়া থাকে। যখন তুমি তুষ্ট হও, তখন সর্ব্বপ্রকার অন্ন জীর্ণকর, অতএব হে বিশ্বরূপ অগ্নি! সমস্ত বিশ্ব তোমরই অন্তর্ভূত।

৫। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! সুমহৎ কামনাপূরক অর্থোৎপাদক হব্য তোমার প্রকৃষ্ট বল বিধান করুক; তস্কর যেরূপ গুহামধ্যে অপহৃত দ্রব্য গোপনে রক্ষা করে, তদ্রূপ তুমি প্রচুর ধন লাভার্থ উৎকৃষ্ট পথ প্রকাশিত করিয়া অত্রি মুনির প্রতি দয়া প্রকাশ কর।

---

১৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য পুরু ঋষি।

১। মনুষ্যগণ প্রকৃষ্ট স্তব করিয়া বন্ধুর ন্যায় যে অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করে, দীপ্তিমান্ সেই অগ্নিকে প্রচুর হব্যরূপ অন্ন প্রদান কর।

২। যে অগ্নি দেবগণের নিকট হব্য বহন করেন, বাহুবলের দীপ্তিদ্বারা (স্থিত) সেই অগ্নি যজমানগণের জন্য দেবগণকে আহ্বান করেন এবং সূর্য্যের ন্যায় বাঞ্ছিত ধন প্রদান করেন।

৩। সমস্ত (যজমানগণের) হব্য ও স্তোত্রদ্বারা যে সামর্থ্যযুক্ত এবং শব্দায়মান অগ্নির বলাধান করিয়া থাকে, আমরা অতি তেজস্বী ধনাধিপতি সেই অগ্নির স্তব করিব ও তাঁহার সহিত মিত্রতা করিব।

৪। হে অগ্নি! তোমরা এই সকল উপাসকগণকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বল প্রদান কর, স্বর্গ এবং পৃথিবী সূর্য্যের ন্যায় সেই অগ্নিকে জ্যোতিঃ পূর্ণ করিয়াছেন।

৫। হে অগ্নি! আমরা তোমার পূজা এবং স্তব করিতেছি, হব্য প্রদান করিয়া তোমার সংবর্দ্ধনা করিতেছি, তুমি শীঘ্র আগমনপূর্ব্বক আমাদিগকে অভিলষিত ধন প্রদান কর এবং যুদ্ধে আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর।

---

১৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। পূরু ঋষি।

১। হে দীপ্তিশীল অগ্নি! তুমি তেজস্বী, যজমান ঋত্বিক্‌রূপে তোমাকে তর্পণ করিবার নিমিত্ত স্তবোচ্চারণপূর্ব্বক আহ্বান করিতেছে; পূরু যজ্ঞসম্পাদন কালে রক্ষার জন্য অগ্নির স্তব করিতেছে।

২। হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যশস্বিপ্রবর! যে অগ্নির স্থান নাই, যাহার তেজঃ অতি বিচিত্র, যিনি স্তবার্হ এবং বুদ্ধি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তুমি বাক্যদ্বারা সেই অগ্নির স্তব করিতেছ।

৩। যে অগ্নি বলশালী, লোকে যে অগ্নির স্তব করিয়া থাকে, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশীল যে অগ্নির প্রভা সকল প্রকাশিত হয়, সেই অগ্নির তেজঃ প্রভাবে (সূর্য্য প্রভান্বিত হয়েন)।

৪। সুবুদ্ধি ঋত্বিক্‌গণ সৌম্যমূর্ত্তি অগ্নিকে পূজা করিয়া আপনাদিগের রথ ধনদ্বারা (পূর্ণ করেন); উৎপত্তি মাত্রেই তাবৎ লোক আরাধ্য অগ্নির স্তব করিয়া থাকেন।

৫। হে অগ্নি! ধার্ম্মিকগণ তোমার স্তব করিয়া যে ধন লাভ করেন, শীঘ্র আমাদিগকে সেই বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর। হে শক্তিপুত্র! আমাদিগের অভিলাষ (পূর্ণ কর); আমাদিগকে রক্ষা কর, আমাদিগের মঙ্গল বিধানে তৎপর হও এবং যুদ্ধে আমাদিগকে বিজয়ী কর।

---

১৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য দ্বিত ঋষি।

১। অগ্নি অনেকের প্রিয়, মনুষ্যের অথিতি এবং স্বয়ং অবিনশ্বর হইয়াও নশ্বর যজমানগণের নিকট হব্য কামনা করেন; যজমানগণ প্রাতঃকালে অগ্নির স্তব করে।

২। হে অবিনশ্বর অগ্নি! দ্বিত বিশুদ্ধ হব্য বহন করিতেছে, তোমার স্তব করিতেছে এবং নিরন্তর তোমার নিকট সোমরস আনয়ন করিতেছে, অতএব তুমি তাহাকে তোমার নিজবল (প্রদান কর)।

৩। হে অগ্নি! তুমি অতিশয় দীপ্তিশীল, তুমি অশ্ব দান কর। আমি ঋত্বিগণের জন্য তোমাকে স্তব করিয়া আহ্বান করিতেছি, তাহাদিগের রথ যেন (যুদ্ধে) অপ্রতিহতভাবে গমন করে।

৪। যে সকল ঋত্বিক্ বিবিধ যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করে, যাহারা পঠন-দ্বারা উক্থ সকল রক্ষা করে(১) সেই সকল ঋত্বিক্ মনুষ্যের স্বর্গসাধনের উপযুক্ত যজ্ঞে(২) কুশের উপর হব্য স্থাপন করে।

৫। হে অবিনশ্বর অগ্নি! আমি তোমার স্তব করায়, যে সকল ধনী আমাকে পঞ্চাশটী অশ্ব প্রদান করিয়াছেন, তুমি সেই সকল ব্যক্তিকে দীপ্তি-শীল প্রচুর অন্ন এবং পরিচারকবর্গ প্রদান কর।

১৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য বব্রি ঋষি।

১। যে অগ্নি জননীর (পৃথিবীর) ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া তাবৎ বস্তু দর্শন করিতেছেন, সেই হব্যগ্রাহী অগ্নি, বব্রি অতিশয় দুরবস্থাগ্রস্ত, ইহা অবগত হউন।

২। যে সকল ব্যক্তি তোমার প্রভাব অবগত হইয়া নিরন্তর তোমাকে আহ্বান করে এবং হব্য ও স্তোত্রদ্বারা তোমার বল রক্ষা করে, তাঁহারা যে পুরীতে বাস করেন, তাহা শত্রুগণের দুর্গম্য।

৩। স্তোত্রকুশল অন্নার্থী জীবিত মনুষ্যগণ কণ্ঠে নিষ্ক ধারণপূর্ব্বক(১) স্তোত্রদ্বারা অন্তরীক্ষবর্ত্তী বৈদ্যুত অগ্নির প্রদীপ্ত বল বর্দ্ধিত করে।

---

(১) মূলে আছে "আসনু উক্থা পান্তি যে।" অর্থাৎ "আসন্ ... স্তোত্রাণি পান্তি রক্ষন্তি।" সায়ণ। "Who perpetuate the sacred hymns by their recital."

(২) মূলে "স্বর্ণরে!" স্বর্গং নরং ... নয়তি ইতি স্বর্ণরো যজ্ঞঃ।" সায়ণ। অতএব যজ্ঞদ্বারা মনুষ্য স্বর্গলাভ করে, এ বিশ্বাস বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল প্রমাণ হইতেছে। নতুবা যজ্ঞের একটী প্রতিবাক্য "স্বর্ণর" হইবে কিরূপে?

---

(১) মূলে "নিষ্কগ্রীব" আছে। "নিষ্কেণ সুবর্ণেন অলঙ্কৃত গ্রীবা।"

৪। মিশ্রিত হব্যের ন্যায় যে অগ্নির উদর অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ, যে অগ্নি স্বয়ং শত্রুগণের অজেয় হইয়া নিরন্তর শত্রুনাশ করিতেছেন, স্বর্গ ও মর্ত্তের সহায়ভূত সেই অগ্নি দুগ্ধের ন্যায় কমনীয় নির্দোষ এই স্তব শ্রবণ করুন।

৫। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! তুমি বনে ভস্মদ্বারা ক্রীড়া কর এবং বায়ুদ্বারা প্রকাশিত হও, তুমি আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও এবং তোমার শত্রু-নাশক শিখা সকল তোমার এই উপাসকের নিকট সুকোমল হউক।

---

২০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য প্রযস্বৎগণ ঋষি।

১। হে অন্নদাতা অগ্নি! যে হব্যরূপ ধন তোমার অভিমত; তুমি আমাদিগের স্তুতির সহিত সেই হব্যধন দেবগণের সমীপে বহন কর।

২। হে অগ্নি! যে সকল ব্যক্তি সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া তোমাকে হব্য প্রদান করে না, তাহারা নিরতিশয় বলহীন হয়। এবং যাহারা (বৈদিকভিন্ন) অন্য রূপ ব্রত অনুষ্ঠান করে, তাহারা তোমার বিদ্বেষ ভাজন ও তোমার নিকট দণ্ডনীয় হয়।

৩। হে অগ্নি! তুমি হোতা ও শক্তির সাধন, আমরা প্রযস্বৎ(১), তোমাকে বরণ করিতেছি, যজ্ঞস্থলে আমরা সর্ব্বাগ্রে তোমার স্তব করি।

৪। হে বলসম্পন্ন অগ্নি! যাহাতে আমরা প্রতিদিন তোমার রক্ষা প্রাপ্ত হই, তুমি সেইরূপ (উপায় কর) হে সৎকর্ম্মকারক! আমরা যেন যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ধনলাভ করি এবং গো ও পুত্র লাভ করিয়া সুখী হই।

---

২১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য সস ঋষি।

১। হে অগ্নি! মনুর ন্যায় আমরা তোমাকে ধ্যান ও প্রজ্বলিত করিতেছি; হে অঙ্গিরা! তুমি মনুর ন্যায় যজমানের জন্য দেবগণের পূজা কর।

---

(১) প্রযস্বৎ শব্দের অর্থ অন্নবিশিষ্ট।

২। হে অগ্নি! তুমি অত্যন্ত প্রীত হইয়া মনুষ্যলোকে দীপ্তি প্রকাশ কর, হে সুজন্মা! ঘৃতপূর্ণ হব্য পাত্র নিরন্তর ত্বদুদ্দেশে উত্থাপিত হয়।

৩। হে জ্ঞান সম্পন্ন অগ্নি! সমস্ত দেবতা প্রীত হইয়া তোমাকে দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞস্থলে যজমানগণ দীপ্তিশীল তোমাকে স্তব করিয়া থাকে।

৪। হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! দেবগণের নিকট হব্য বহন করিবার জন্য লোকে তোমার স্তব করে, হে উজ্জ্বল অগ্নি! তুমি প্রজ্জ্বলিত হইয়া প্রদীপ্ত হও এবং অকপট সত্যের আবাসে বিদ্যমান থাক।

---

২২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য বিশ্বসামা ঋষি।

১। হে বিশ্বসামন! যাঁহার দীপ্তি পবিত্রতা বিধান করে, যজমানগণ যাঁহার স্তব করে, যিনি দেবগণের আহ্বানকারী এবং মানবগণের পূজ্যতম, তুমি অত্রির ন্যায় সেই অগ্নির স্তব কর।

২। হে যজমানগণ! তোমরা জাতবেদা, দীপ্তিশীল, যাগনির্ব্বাহক অগ্নিকে সংস্থাপিত কর; অদ্য যেন দেবগণের অভিলষিত যাগসাধন হব্য নিরন্তর তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়।

৩। হে দীপ্তিশীল অগ্নি! তোমার হৃদয় জ্ঞানসম্পন্ন; তুমি রক্ষা করিবে বলিয়া লোকে তোমার নিকট উপস্থিত হয়, তুমি বরণীয়, আমরা রক্ষণার্থ তোমার স্তব করিতেছি।

৪। হে শক্তিপুত্র অগ্নি! তুমি আমাদিগের এই স্তব অবগত হও; হে গৃহপতি! তোমার হনু অতি সুদৃশ্য; অত্রিপুত্রগণ স্তবদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত এবং বাক্যদ্বারা অলঙ্কৃত করিতেছে।

---

২৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির অপত্য দ্যুম্ন ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি দ্যুম্নকে একটী শত্রুবিজয়ী পুত্র প্রদান কর, যে পুত্র পরাক্রমদ্বারা যুদ্ধে সকল লোককে পরাজিত করিয়া গৌরব লাভ করিবে।

২। হে পরাক্রান্ত অগ্নি! তুমি সত্যস্বরূপ, অদ্ভুত, গোদাতা ও অন্নদাতা; তুমি এরূপ একটী পুত্র প্রদান কর, যে পুত্র সৈন্য পরাজয়ে সমর্থ(১)।

৩। হে অগ্নি! তুমি দেবগণের আহ্বানকারী ও সকলের প্রীতি-দায়ক, সমবেত ঋত্বিগ্‌গণ প্রীতচিত্তে কুশচ্ছেদ করিয়া যজ্ঞগৃহে তোমার নিকট বিবিধ বাঞ্ছিত ধন প্রার্থনা করে।

৪। হে অগ্নি! লোকপ্রসিদ্ধ সমস্ত বিশ্বের আশ্রয়ভূত সেই (ঋষি) শত্রুনাশক বললাভ করুন, হে দীপ্তিমান! তুমি আমাদিগের গৃহে এরূপ দীপ্তি প্রদান কর, যেন সেগুলি প্রচুর ধনে পূর্ণ হয়। হে পাপনাশক! তুমি চতুর্দ্দিকে দীপ্তি বিস্তার করিয়া প্রজ্জ্বলিত হও।

২৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বন্ধু, সুবন্ধু, শ্রুতবন্ধু, বিপ্রবন্ধু, এই চারিজন ঋষি; ইঁহারা গৌপায়ন এবং লৌপায়ন নামে খ্যাত।

১। ২। হে বরণীয় অগ্নি! তুমি রক্ষক ও উপকারক স্বরূপ আমা-দিগের নিকট উপস্থিত হও। হে গৃহদাতা এবং অন্নদাতা! তুমি আমা-দিগের প্রতি অনুকূল হইয়া দীপ্তিসম্পন্ন ধন দান কর।

(১) মূলে "পৃতনা যুহং" আছে। "পৃতনাঃ সেনা অভিভবিতারং।" সায়ণ। সে কালে ঋত্বিক ও ঋষিগণ সংসারী ছিলেন, যুদ্ধ কালে তাঁহারাও যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন। যোদ্ধাগণের একটী বিভিন্ন "জাতি" তখন সৃষ্ট হয় নাই, ঋত্বিগ্‌গণেরও একটী বিভিন্ন "জাতি" সৃষ্ট হয় নাই।

৭। (হে যজমানগণ)! তোমরা জাতবেদা, হব্যবাহক ও দেবগণের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ, দীপ্তিমান্ ঋত্বিক্ অগ্নিকে সংস্থাপিত কর।

৮। অদ্য যজমানকর্ত্তৃক প্রদত্ত হব্য নিরন্তর দেবগণের নিকট উপস্থিত হউক; (হে ঋত্বিগগণ)! তোমরা তাঁহাদিগের উপবেশনের জন্য কুশ সকল বিস্তৃত কর।

৯। মরুৎগণ, অশ্বিদ্বয়, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ নিজ পরিজনবর্গের সহিত এই কুশের উপর উপবেশন করুন।

---

২৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা, কিন্তু ৬ষ্ঠ ঋকে অগ্নি ও ইন্দ্র উভয় দেবতা। অত্রি ঋষি অথবা ৩ জন রাজা ঋষি, যথা—১ম ত্রিবৃষ্ণের অপত্য ত্র্যরুণ, ২য় পুরুকুৎসের অপত্য ত্রসদস্যু, ৩য় ভরতের অপত্য অশ্বমেধ।

১। হে মানবগণের অধিনায়ক বৈশ্বানর! সাধুগণের রক্ষক, জ্ঞানবান্ অসুর এবং ধনবান্ ত্রিবৃষ্ণের পুত্র ত্র্যরুণ নামক রাজর্ষি আমাকে শকটসংযুক্ত গোদ্বয় এবং দশ সহস্র (সুবর্ণ) প্রদান করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

২। হে মনুষ্যগণের নায়ক অগ্নি! যে ত্র্যরুণ আমাকে শত (সুবর্ণ)(১) বিংশতি গো এবং শকটবহনক্ষম অশ্বদ্বয় প্রদান করিয়াছেন, আমরা তোমার স্তব ও পূজা করিতেছি, তুমি সেই ত্র্যরুণকে সুখী কর।

৩। হে অগ্নি! যেরূপ ত্র্যরুণ বহুপুত্র কন্যাসম্পন্ন, আমার স্তব শ্রবণে প্রীত হইয়া আমাকে দান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, সেইরূপ ত্রসদস্যুও তোমাকে স্তব করিতে অভিলাষী হইয়া, আমাকে দান করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৪। হে অগ্নি! যখন এক জন যাচক তোমার স্তোত্র সঙ্গে লইয়া দাতা অশ্বমেধের নিকট গমনপূর্ব্বক আমাকে ধন দাও বলিয়া প্রার্থনা

---

(১) মূলে কেবল শত বা সহস্র আছে, অর্থ বোধ হয় শত বা সহস্র মুদ্রা। "It is not impossible, however, that pieces of money are intended; for if we may trust Aryan, the Hindus had coined money before Alexander."—*Wilson.*

করিয়াছিলেন, তখন তিনি উক্ত অর্থীকে ধন দিয়াছিলেন; অশ্বমেধ যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে (যজ্ঞ বিষয়ে) বুদ্ধি প্রদান কর।

৫। যাঁহার কর্তৃক প্রদত্ত বলবান্ একশত বলীবর্দ্দ আমার আনন্দ বিধান করিতেছে, হে অগ্নি! তিন দ্রব্য মিশ্রিত(২) সোমের ন্যায় তাঁহার সেই সকল বলীবর্দ্দ তোমার প্রীতি বিধান করুক।

৬। হে ইন্দ্র! হে অগ্নি! তোমরা অপরিমিত ধনদাতা, অশ্বমেধকে আকাশস্থিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিমান, সুবৃহৎ অক্ষয় ধন প্রদান কর।

২৮ সূক্ত

অগ্নি দেবতা। অত্রি গোত্রজা বিশ্ববারা নাম্নী রমণী ঋষি(১)।

১। অগ্নি প্রজ্বালিত হইয়া আকাশে দীপ্তি বিস্তার করেন এবং উষার সম্মুখে বিস্তৃতভাবে প্রদীপ্ত হয়েন; বিশ্ববারা পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া এবং দেব গণের স্তবোচ্চারণপূর্ব্বক হব্যপাত্র লইয়া (অগ্নির অভিমুখে) গমন করিতেছে।

২। হে অগ্নি! তুমি সম্যক্‌রূপে প্রজ্বালিত হইয়া অমৃতের উপর আধিপত্য কর, তুমি হব্যদাতার কল্যাণ বিধানার্থ তাঁহার নিকট উপস্থিত থাক; তুমি যে যজমানের নিকট বর্ত্তমান থাক, তিনি সমস্ত ধনলাভ করেন এবং তোমার সম্মুখে অতিথিযোগ্য হব্য প্রদান করেন।

৩। হে অগ্নি! আমাদিগের বিপুল ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত শত্রুগণকে দমন কর, তোমার দীপ্তি সকল উৎকর্ষ লাভ করুক, তুমি দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর এবং শত্রুগণের পরাক্রম আক্রমণ কর।

(২) মূলে "ত্র্যাশিরঃ" আছে। "দধিসক্তু পয়োরূপাস্ত্রিস্র আশিরোধিশ্রপণসাধনভূতা যেষাংতে ত্র্যাশিরঃ।" সায়ণ।

(১) স্ত্রীলোকের পতির সহিত যজ্ঞসম্পাদন করিতে কোনও বাধা ছিল না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই অনেক স্থলেই দেখিয়াছি। এখানে দেখিতেছি এক জন স্ত্রীলোক এই সূক্তের ঋষি, ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা বা সংকলন করিবারও তাহাদের অধিকার ছিল, ক্ষমতাও ছিল। এই সূক্তের প্রথম ঋকে ঐ বিশ্ববারা নাম্নী রমণী দেবগণের স্তব উচ্চারণ করিয়া ঋত্বিকের কার্য্যও সম্পাদন করিতেছেন এবং তৃতীয় ঋকে তিনি দাম্পত্য সম্বন্ধ শৃঙ্খলা বদ্ধ করিবার জন্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।
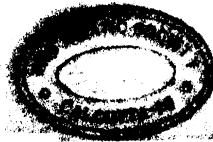
৪। হে অগ্নি! যখন তুমি প্রজ্বালিত ও দীপ্তিমান্ হও, আমি তোমার দীপ্তির স্তব করি। তুমি দীপ্তিমান্ তুমি কামনা পূরণ কর, যজ্ঞস্থলে যথাযোগ্যরূপে প্রজ্বলিত হও।

৫। হে অগ্নি! যজমানগণ তোমাকে প্রজ্বালিত ও আহ্বান করিতেছেন, তুমি যজ্ঞস্থলে দেবগণের পূজা কর, কারণ তুমি হব্যদাতা।

৬। আরব্ধ যজ্ঞে হব্যবাহক অগ্নিতে হোম কর, অগ্নির সেবা কর এবং দেবগণের নিকট হব্য বহনার্থ তাঁহাকে বরণ কর।

---

২৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা, কিন্তু নবম ঋকের প্রথম চরণের দেবতা উশনা হইতে পারে। শক্তি গোত্রজ গৌরিবীতি ঋষি।

১। মনুকৃত দেবযজ্ঞে তিনটী তেজের আবির্ভাব হয় এবং তাঁহারা (মরুৎগণ), অন্তরীক্ষে (সূর্য্য বায়ু অগ্নিরূপ) তিনটী জ্যোতিষ্ক ধারণ করেন। হে ইন্দ্র! বিশুদ্ধ বলসম্পন্ন মরুৎগণ তোমার স্তব করেন, কারণ তুমি সুবুদ্ধিসম্পন্ন এবং এই সকল মরুৎকে দর্শন কর।

২। যৎকালে মরুৎগণ সোম পান করিয়া উল্লাসিত ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন, তখন তিনি বজ্রগ্রহণপূর্ব্বক বৃত্রকে সংহার করিলেন এবং প্রকাণ্ড জলরাশিকে স্বেচ্ছানুসারে প্রবাহিত করিলেন।

৩। হে বলশালী মরুৎগণ! হে ইন্দ্র! তোমরা এই সোমরস পান কর, আমি প্রচুর পরিমাণে তোমাদিগকে অর্পণ করিতেছি। তোমরা ইহা পান করিলে, যজমান ধেনু লাভ করিবেন এবং ইহা পান করিয়া ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছেন।

৪। ইন্দ্র সোম পান করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবীকে অবিচলিত ভাবে স্থাপিত করিলেন এবং দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত গমন করিয়া মৃগবৎ (বৃত্রকে) ভয়াভিভূত করিলেন। দানব লুক্কায়িত হইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া ভয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল; ইন্দ্র তাহাকে আচ্ছাদন বিমোচনপূর্ব্বক সংহার করিলেন।

৫। হে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্র! তোমার এই বীরত্ব নিবন্ধন সমস্ত দেবতা ক্রমানুসারে তোমাকে পানার্থ সোমরস প্রদান করিয়াছেন; তুমি এতশের জন্য সম্মুখবর্ত্তী সূর্য্যাশ্বগণের গতিরোধ করিয়াছিলে।

৬। যখন ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র বজ্রদ্বারা একবারে সেই (শম্বরের) নবনবতি সংখ্যক নগর নষ্ট করিলেন, তখন মরুৎগণ রণভূমিস্থ ইন্দ্রের ত্রিষ্টুপছন্দে স্তব করায়, তিনি ঐ উদ্দীপ্ত (অসুরকে) পীড়িত করিলেন।

৭। ইন্দ্রের মিত্রভূত অগ্নি স্বীয়মিত্র ইন্দ্রের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সত্বর তিন শত মহিষ পাক করিলেন(১); এবং ইন্দ্র বৃত্রবধের জন্য মনুপ্রদত্ত তিন পাত্র সোমরস এককালে পান করিলেন।

৮। হে ইন্দ্র! যখন তুমি তিন শত মহিষের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলে; যখন ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন তুমি তিন পাত্র সোমরস পান করিয়াছিলে; যখন তিনি বৃত্র সংহার করিয়াছিলেন, তখন সমস্ত দেবতা সোমপানকারী ইন্দ্রকে ভৃত্যবৎ যুদ্ধস্থলে আহ্বান করিয়াছিলেন।

৯। হে ইন্দ্র! যখন তুমি এবং উশনা বলবান্ ও দ্রুতগামী অশ্বগণের সহিত কুৎসের গৃহে গিয়াছিলে, তখন তুমি শত্রুসংহার করিয়া কুৎস ও দেবগণের সহিত একরথে গমন করিয়াছিলে এবং তুমিই শুষ্ণকে বধ করিয়াছিলে।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি পূর্ব্বে সূর্য্যের একখানি (রথ) চক্র ছেদন করিয়াছিলে; অপর একখানি ধনলাভের জন্য কুৎসকে প্রদান করিয়াছিলে, তুমি বজ্রদ্বারা বাক্ শক্তিহীন(২) দস্যুগণকে হতবুদ্ধি করিয়া যুদ্ধে তাহাদিগকে বধ করিয়াছিলে।

---

(১) মূলে "অপচৎ মহিষা ত্রীশতানি" আছে। মহিষ পাকের উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়, মহিষ ভক্ষণের উল্লেখ ইহার পরের ঋকে পাওয়া যায়।

(২) মূলে "অনাসঃ" আছে। "আস্য রহিতান্ আস্য শব্দেন শব্দো লক্ষ্যতে অশব্দান্।" সায়ণ। "Alluding possibly to the uncultivated dialects of the barbarous tribes. . . . Professor Müller (*Universal History of Man*, I. 346), referring to this text, proposes to separate *anása* into *a*, 'non' *nása*, 'nose,'—'the noseless,' alluding to that feature in the aborigines, as contrasted

১১। হে ইন্দ্র! গৌরিবীতির স্তব সকল তোমাকে বর্দ্ধিত করুক; তুমি বিদথিনের পুত্র (ঋজিশ্বের) জন্য পিপ্রুকে বশীভূত করিয়াছিলে; ঋজিশ্বা তোমার সহিত বন্ধুত্ব লাভের জন্য (পুরোডাশাদি) পাক করিয়া তোমাকে সম্মুখে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তুমি তাঁহার সোমরস পান করিয়াছিলে।

১২। নবগ্ব ও দশগ্বগণ(৩) স্তবদ্বারা ইন্দ্রের পূজা করেন, ইন্দ্রের প্রধান উপাসকগণ তাঁহার স্তব করিয়া (যে গুহার মধ্যে গো সমূহ সুগুপ্ত ছিল) তাহা উন্মুক্ত করিয়াছেন।

১৩। হে ধনবান্ ইন্দ্র! তুমি যে সকল বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ, যদিও আমি তাহা অবগত আছি, তথাপি আমি কিরূপে সেই সকল বীরত্বের যথাযোগ্য স্তব করিব; হে মহাবলসম্পন্ন ইন্দ্র! তুমি যে সকল নূতন বীরত্ব প্রকাশ করিবে, আমরা [illegible] তৎসমুদয়ের কীর্ত্তন করিব।

১৪। হে ইন্দ্র! শত্রুগণ তোমার সমকক্ষ নহে; তুমি স্বাভাবিক বীর্য্যদ্বারা এই সমস্ত (বীরত্ব) সম্পাদন করিয়াছ, হে বজ্রধারী! তুমি শত্রু-নাশক, তুমি যে কোন কার্য্য কর, এরূপ কেহ নাই যে তোমার বলের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে।

১৫। হে নিরতিশয় বলশালী ইন্দ্র! আমরা যে সকল নূতন স্তব পাঠ করিলাম, তুমি আমাদিগের সেই সকল স্তব গ্রহণ কর; আমারা সৎকার্য্যকারী ও ধনার্থী হইয়া ধীরভাবে এই সকল স্তব বস্ত্র এবং রথের ন্যায় (তোমার সমক্ষে) অর্পণ করিয়াছি।

---

with the more prominent nose of the Aryan race. The proposal is ingenious, but it seems more likely that Sáyana is right; as we have the *Dasyus* presently called also *mridhravâchas, hinsita vagindriyán*, 'having defective organs of speech.'"—*Wilson.*

(৩) ১ মণ্ডল, ৬২ সূক্ত, ৪ টীকা দেখ।

৩০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা কোনং স্থলে ঋণঞ্চয় রাজা দেবতা। বজ্র ঋষি।

১। যাঁহাকে বহুলোকে আহ্বান করে, যিনি সোম পানেচ্ছু হইয়া রক্ষা করিবার জন্য ধনের সহিত (যজমানের) গৃহে গমন করেন, পরাক্রমশালী সেই বজ্রধারী ইন্দ্র কোথায় আছেন? অশ্বদ্বয়াকৃষ্ট সুখকর রথে অরোহন করিয়া ইন্দ্রকে গমন করিতে কে দেখিয়াছেন ?।

২। আমি তাঁহার গুপ্ত ও ভয়ানক বাসস্থান দর্শন করিয়াছি; আমি অন্বেষণার্থ নি[illegible] আধারভূত সেই ইন্দ্রের আবাসে গমন করিয়াছি; আমি অন্য লোকের নিকট তাঁহার অনুসন্ধান লইয়াছি: যজ্ঞানুষ্ঠানকারী জ্ঞানলাভেচ্ছুগণ আমাকে এই কথা বলেন, "আমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি"।

৩। হে ইন্দ্র! আমরা সোমরস প্রদান করিয়া তোমার বীরত্ব সকল বর্ণন করি; তুমি আমাদিগের জন্য যে সকল কর্ম্ম করিয়াছ, ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা জানিতেন না, তাঁহারা অবগত হউন; যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা অন্যের নিকট প্রকাশ করুন; ঐশ্বর্য্যশালী এই ইন্দ্র সৈন্যগণের সহিত (অশ্বারোহণপূর্ব্বক) গমন করেন।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি জাতমাত্রই হৃদয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছ, তুমি একাকী বহু (শত্রুর) সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছ; তুমি বলদ্বারা পর্ব্বত বিদারণ করিয়াছ এবং দুগ্ধপ্রদ ধেনুবর্গের উদ্ধার করিয়াছ।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি সর্ব্বপ্রধান ও উৎকৃষ্টতম, যখন তুমি সুপ্রসিদ্ধ নাম ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে, তখন দেবগণ, ইন্দ্র হইতে ভয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্র দাসস্বরূপ (বৃত্রের) পত্নী বারীসমূহকে জয় করিয়াছিলেন।

৬। এই স্তুতিপাঠক মরুৎগণ উৎকৃষ্ট স্তবদ্বারা তোমার অর্চনা করিতেছে এবং তোমাকে হব্য প্রদান করিতেছে, যে বৃত্র সমস্ত জলরাশি আচ্ছন্ন করিয়া নি[illegible]লেন, ইন্দ্র নিজশক্তিদ্বারা সেই মায়াবী দেবপীড়ক বৃত্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

৭। হে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তব করিতেছি; তুমি দেবপীড়ক (বৃত্রকে) বজ্রদ্বারা পীড়িত করিয়া তোমার আজন্ম শত্রুদিগকে সংহার করিয়াছ; তুমি এই যুদ্ধে মনুষ্যের সুখোৎপাদনার্থ দাস নমুচির মস্তক চূর্ণ করিয়াছ।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি শব্দায়মান ঘূর্ণিত মেঘের ন্যায় দাস নমুচির মস্তক বিচূর্ণিত করিয়া আমার প্রতি বন্ধুত্ব সম্পাদন করিয়াছ; তৎকালে স্বর্গ এবং পৃথিবী দুইখানি চক্রের ন্যায় মরুৎপ্রভাবে ঘূর্ণিত হইয়াছিল।

৯। দাস (নমুচি) স্ত্রীদিগকে নিজের অস্ত্রস্বরূপ করিয়াছিল; ইহার অবলা সেনাগণ আমার কি করিবে? (এই বিবেচনা করিয়া) ইন্দ্র তাহার দুইটী প্রিয়তমা স্ত্রীকে অন্তঃপুরে রুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ সেই দস্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছিলেন।

১০। যখন ধেনুগণ বৎস হইতে বিযুক্ত হইয়াছিল, তখন তাহারা ইতস্ততঃ গমন করিয়াছিল। কিন্তু যখন যথা বিধি প্রদত্ত সোমরস ইন্দ্রকে প্রীত করিয়াছিল, তখন তিনি বলবান্ (মরুৎ) সকলের সহিত ধেনুগণকে পুনর্ব্বার (বৎসের সহিত) যোজিত করিয়াছিলেন।

১১। যখন বভ্রু সোমরস প্রদান করিয়া ইন্দ্রের প্রীতি উৎপাদন করিলেন, তখন অভীষ্টপ্রদ ইন্দ্র যুদ্ধে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন; পুরনাশক ইন্দ্র (সোমরস) পান করিয়া পুনর্ব্বার (বভ্রুকে) দুগ্ধপ্রদ ধেনুসকল অর্পণ করিলেন।

১২। হে অগ্নি! রুশমগণ(১) আমাকে চারিসহস্র ধেনু প্রদান করিয়া মহৎ উপকার করিয়াছে; নেতৃগণের অধিনায়ক ঋণঞ্চয় কর্তৃক প্রদত্ত ধেনুরূপ ধন সকল আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

১৩। হে অগ্নি! রুশমগণ আমাকে একটী সুন্দর গৃহ এবং সহস্র সহস্র ধেনু প্রদান করিয়াছে; তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি শেষ হইলে উগ্র সোমরস ইন্দ্রকে উল্লাসিত করিয়াছিল।

(১) মূলে "রুশমাঃ" আছে। "রুশমইতি কশ্চিজ্জনপদবিশেষঃ অত্র রুশম শব্দেন তত্রত্যা জনা উচ্যন্তে। রুশমা ঋণঞ্চয়নামঃ [illegible]ঃ কিঙ্করাঃ।" সায়ণ। রুশম কোন্ জনপদ, ঋণঞ্চয় রাজার রাজ্য কোথায় ছিল, সে বিষয়ে সায়ণ কিছু বলেন নাই।

১৪। কশমগণের অধিপতি ঋণঞ্চয় (উপস্থিত হইবামাত্র) তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি অতিবাহিত হইল; বভ্রু আহূত হইয়া বেগগামী অশ্বের ন্যায় গমনপূর্ব্বক চারি সহস্র ধেনু লাভ করিলেন।

১৫। হে অগ্নি! আমরা কশমগণের নিকট চারি সহস্র ধেনু লাভ করিয়াছি এবং জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া যাগার্থ প্রস্তুত উজ্জ্বল লৌহ কলসও(২) গ্রহণ করিয়াছি।

---

৩১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গির অপত্য অবস্যু ঋষি।

১। ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র হব্য কামনায় স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইয়া রথচালনা করেন। গোপালক যেরূপ পশুপাল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করে, সেইরূপ দেবাগ্রগণ্য ইন্দ্র শত্রুদিগকে দূরে বিক্ষিপ্ত করিয়া শত্রুধনে কামনা করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে গমন করেন।

২। হে অশ্ববান্ ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের সম্মুখীন হও এবং আমাদিগের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিও না; হে বিবিধধন দাতা! আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও, কারণ তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কিছুই নাই; তুমি পত্নীহীন ব্যক্তিগণকে পত্নী প্রদান করিয়াছ।

৩। যখন সূর্য্যের কিরণ উষার দীপ্তিকে অভিভূত করে, তখন ইন্দ্র সর্ব্বপ্রকার ধন প্রদান করেন। তিনি রোধকারী পর্ব্বতের মধ্য হইতে দুগ্ধপ্রদ ধেনু সকলকে মুক্ত করিয়াছেন এবং সর্ব্বব্যাপী অন্ধকারকে প্রভাদ্বারা দূরীভূত করেন।

৪। হে ইন্দ্র! তোমাকে বহুলোকে আহ্বান করে; মানবগণ তোমার রথকে অশ্ববাহ্য করিয়া প্রস্তুত করিয়াছে; ত্বষ্টা তোমার দীপ্তিমান্ বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন; অঙ্গিরাগণ বৃত্রবধের জন্য ইন্দ্রের স্তব করিয়া তাঁহার বলবর্দ্ধিত করিয়াছেন।

---

(২) মূলে "অযস্ময়" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ হিরণ্ময় করিয়াছেন। কলস লৌহের হওয়াই সম্ভব।

৫। হেই ন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী; যখন কল্যাণবর্ষী মরুৎগণ স্তব-দ্বারা তোমার পূজা করিয়াছিলেন এবং পাষাণ সকল (সোমচূর্ণ করিতে) আনন্দিত হইয়াছিল, তখন অশ্বহীন ও রথহীন ইন্দ্র প্রেরিত মরুৎগণ গমন করিয়া দস্যুগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

৬। হে ইন্দ্র! আমি তোমার প্রাচীন ও নূতন বীরত্বের ঘোষণা করিতেছি, হে বজ্রধারী! তুমি স্বর্গ ও পৃথিবী জয় করিয়া মনুষ্যগণকে অদ্ভুত কল্যাণকর জল প্রদান করিয়াছ।

৭। হে মনোহর মূর্ত্তি, জ্ঞানসম্পন্ন ইন্দ্র! ইহা তোমারই কার্য্য, যে বৃত্রকে সংহার করিয়া তুমি জগতে নিজ বল প্রকাশ করিয়াছ। তুমি যুদ্ধ করিয়া শুষ্ণের কপটতা এবং দস্যুগণকে নষ্ট করিয়াছ।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি (নদীপারে অবস্থান করিয়া) যদু এবং তুর্ব্বসুকে উর্ব্বরতাবিধায়ক জলদ্বারা প্রীত করিয়াছ। হে ইন্দ্র! (তুমি) ভয়ানক (শুষ্ণকে) আক্রমণ করিয়াছ এবং তাহাকে বধ করিয়া কুৎসকে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছ। এজন্য উশনা ও দেবগণ তোমাদিগের উভয়ের সম্মান করিয়াছেন।

৯। হে ইন্দ্র! হে কুৎস! এক রথে আরূঢ় তোমাদিগকে অশ্বগণ যজমানের নিকট আনয়ন করুক; তোমরা (শুষ্ণকে) তাহার আবাসভূত জল হইতে দূরীভূত করিয়াছ; তোমার ধনবান্ যজমানের হৃদয় হইতে (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকার দূর করিয়াছে।

১০। হে ইন্দ্র! জ্ঞানী অবস্যু বায়ুর ন্যায় বেগগামী শান্ত প্রকৃতি অশ্ব সকল লাভ করিয়াছেন। অবস্যুর মিত্রভূত সমস্ত স্তবকারিগণ স্তব-দ্বারা ত্বদীয় বলের সংবর্দ্ধনা করেন।

১১। পূর্ব্বে এতশের সহিত সূর্য্যের যখন যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন ইন্দ্র দ্রুতগামী সূর্য্যরথের গতিরোধ করিয়াছিলেন; ইন্দ্র পূর্ব্বে দ্বিচক্র রথের একখানি চক্র হরণ করিয়াছিলেন(১); সেই চক্রদ্বারা ইন্দ্র শত্রু নাশ করেন;

(১) এতশের জন্য ইন্দ্র সূর্য্যের রথের একটী চক্র হরণ করিয়াছিলেন, একথার বারং উল্লেখ আছে। ১।১৭৫।৪ ও টীকা দেখ। কিন্তু ইহার প্রাকৃতিক অর্থ বুঝিতে পারি নাই। সূর্য্য গোলাকার একখানি চক্রের ন্যায়, ইহা হইতেই তাঁহার একচক্র রথের কথা এবং রথের অপর চক্র ইন্দ্রদ্বারা অপহৃত হইবার কথা উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এটী আমার অনুমান মাত্র।

ইন্দ্র আমাদিগের যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে পুরস্কার প্রদান করুন।

১২। হে মানবগণ! ইন্দ্র সোমরস প্রদানকারী মিত্রভূত যজমানকে দেখিবার আশায় তোমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছেন; যজমানগণ যে (সোমচূর্ণকারী) শব্দায়মান প্রস্তরের জন্য ত্বরা করেন, সেই প্রস্তর বেদির উপর সংস্থাপিত হউক।

১৩। হে অমর ইন্দ্র! যে সকল লোক ধন লাভার্থে স্তোত্রের সহিত তোমাকে কামনা করে, তাহারা যেন পাপে পতিত না হয়; তুমি যজমানগণের প্রতি প্রসন্ন হও এবং যাহাদিগের মধ্যে আমরা স্তবকারী হইয়া তোমার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছি, সেই সকল ব্যক্তিকে বল প্রদান কর।

সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অত্রির অপত্য গাতু ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া জলনির্গম মার্গ উন্মুক্ত করিয়াছ; তুমি রুদ্ধজল সকলকে মুক্ত করিয়াছ; তুমি প্রকাণ্ড মেঘের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া বৃষ্টিধারা পাতিত করিয়াছ এবং দনুর পুত্র (বৃত্রকে) সংহার করিয়াছ।

২। হে বজ্রধারী! তুমি বর্ষাকালে নিরুদ্ধ মেঘ সকলকে মুক্ত করিয়া দিয়াছ; তুমি মেঘের বল বর্দ্ধিত করিয়াছ; হে ভীষণ ইন্দ্র! তুমি (জলে সুপ্ত) বলবান্ বৃত্রকে বিনাশ করিয়া নিজ বীরত্বের খ্যাতি সংস্থাপিত করিয়াছ।

৩। ইন্দ্র নিজ বলদ্বারা বিপুলকায় মেঘের ন্যায় বেগশালী সেই (বৃত্রের) অস্ত্র সর্ব্বতোভাবে নষ্ট করিয়াছিলেন; বৃত্র হইতে অধিকতর বলশালী অপ্রতিদ্বন্দ্বী অন্য একটী দানব আবির্ভূত হইয়াছিল(১)।

(১) "From the body of *Vritra*, it is said, sprang the more powerful *Asura Sushna*, that is, allegorically, the exhaustion of the clouds was followed by a drought, which Indra, or the atmosphere, had then to remedy."—*Wilson*.

৪। জলপূর্ণ মেঘের বিদারণকারী বজ্রধর ইন্দ্র বজ্রদ্বারা বলবান্ শুষ্ণকে বধ করিয়াছিলেন; শুষ্ণ বৃত্রাসুরের ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্ধকারে বিচরণ করিত, বারিপূর্ণ মেঘকে রক্ষা করিত এবং এই সকল (জীবিত প্রাণিগণের) খাদ্য (আত্মসাৎ করিয়া) উল্লাসিত হইত।

৫। হে বলবান্ ইন্দ্র! যখন সোমরস পানে হৃষ্ট হইয়া তুমি অন্ধকার মধ্যে যুদ্ধ প্রদানে উদ্যত বৃত্রের সন্ধান পাইয়াছিলে, যদিও সে আপনাকে অবধ্য বোধ করিয়াছিল, তথাপি তুমি তাহার কার্য্যদ্বারা তাহার মর্ম্মস্থান জানিতে পারিয়াছিলে।

৬। বৃত্র অন্তরীক্ষে শিশির সম্ভোগপূর্ব্বক জলমধ্যে শয়ন করিয়া প্রগাঢ় অন্ধকারে উল্লাসিত ছিল। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র সোমরসপানে হৃষ্ট হইয়া বজ্র উত্তোলন করিয়া তাহাকে সংহার করিলেন।

৭। যখন ইন্দ্র সেই প্রকাণ্ড দানবের প্রতি বজ্র উদ্যত করিলেন; যখন তিনি তাহার প্রতি বজ্রদ্বারা আঘাত করিলেন, তখন সে প্রাণিগণের মধ্যে নিকৃষ্টতম বলিয়া প্রতীত হইল।

৮। সেই প্রকাণ্ড জলরক্ষক গমনশীল (বৃত্র) শত্রুসংহারপূর্ব্বক সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া যৎকালে অবস্থান করিতেছিল, তখন ভীষণ ইন্দ্র তাহাকে ধারণ করিলেন এবং চলৎশক্তিবিহীন, বাক্‌শক্তিরহিত সেই অপরিমেয় দানবকে নিজ প্রকাণ্ড বজ্রদ্বারা সংহার করিলেন।

৯। কে ইন্দ্রের (শত্রু) নাশক বল সহ্য করিতে সমর্থ হয়? অপ্রতিহত প্রভাবসম্পন্ন সেই ইন্দ্র একাকী (শত্রুগণের) ধন হরণ করেন; এই দুই স্বর্গীয় জীব (স্বর্গ ও পৃথিবী) বেগবান্ ইন্দ্রের পরাক্রম ভয়ে দ্রুতগমন করিতেছে।

১০। দীপ্তিমান্ স্বাধারভূত স্বর্গ ইন্দ্রের নিকট নীচভাবে গমন করে, গমনশীলা (পৃথিবী) অভিলাষিণী স্ত্রীর ন্যায় ইন্দ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে; যখন ইন্দ্র নিজ বল সমস্ত (প্রজাগণের) মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেন, তখন মনুষ্যগণ ক্রমানুসারে বলবান্ ইন্দ্রকে প্রণাম করে।

১১। হে ইন্দ্র! আমি (ঋষিগণের নিকট) শুনিয়াছি তুমি মনুষ্য-গণের মধ্যে প্রধান, সাধুগণের রক্ষক, পঞ্চ প্রকার জীবের হিতকরণার্থ জাত এবং যশস্বী। আমার সন্ততিগণ যেন ইন্দ্রের নিকট নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া এবং তাঁহার স্তব কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করে।

১২। হে ইন্দ্র! আমি শুনিয়াছি, তুমি কালে কালে (ধর্ম্ম প্রবৃত্তি) উৎপাদন কর এবং উপাসকগণকে ধন প্রদান কর; তোমার প্রতি একাগ্র-চিত্ত ত্বদীয় বন্ধুগণ কি (লাভ করেন)?।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

৩৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। প্রজাপতির অপত্য সম্বরণ ঋষি।

১। আমি দুর্ব্বল হইয়াও, মাদৃশ মনুষ্যগণকে বল প্রদান করিবেন এই অভিপ্রায়ে মহাবলশালী ইন্দ্রের স্তব করিতেছি; অন্নলাভের নিমিত্ত স্তব করিলে ইন্দ্র মরুদ্‌গণের সহিত এই ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন।

২। হে ইন্দ্র! তুমি কামনা পূর্ণ কর; তুমি আমাদিগের প্রতি চিন্তা করিয়া এবং যে সকল স্তবে তোমার যথোচিত প্রীতি জন্মে, সেই সকল স্তবদ্বারা উত্তেজিত হইয়া তোমার অশ্বগণের বন্ধনরজ্জু বন্ধন কর এবং আমাদিগের শত্রুদিগকে পরাজিত কর।

৩। হে পরাক্রমশালী ইন্দ্র! যাহারা আমাদিগের হইতে বিভিন্ন এবং [illegible] তোমার সংশ্রবে থাকে না, শ্রদ্ধার অভাবহেতু তাহারা তোমার নহে। [illegible] হে দীপ্তিমান বজ্রধর! তোমার উৎকৃষ্ট অশ্ব আছে, তুমি ইন্দ্র [illegible]গের যজ্ঞে উপস্থিত হইবার জন্য রথে আরোহণ করিয়া রথের [illegible] সমান চালিত কর।

৪। হে ইন্দ্র! যেহেতু তোমার অনেক স্তোত্র আছে, অতএব তুমি উর্ব্বরা (ভূমির) উপর জল (বর্ষণ) করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়া (বিঘ্নকারিগণকে) সংহার করিয়াছ। হে কামনাপূরক! তুমি সূর্য্যের প্রতি (অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ) দাসের সহিত তদীয় গৃহে যুদ্ধ করিয়া তাহার নাম পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছ।

(১) এখানে অনার্য্যদিগের অথবা আর্য্যগণের মধ্যেই ইন্দ্রে শ্রদ্ধা রহিত লোকদিগের উল্লেখ আছে।

৫। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার, কারণ আমরা যাগ করিতেছি, তোমার বল বর্দ্ধিত করিতেছি এবং হোম করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হে ইন্দ্র! তোমার বল সর্ব্বব্যাপী; রণস্থলে ভগের ন্যায় প্রশংসনীয় ও বিশ্বস্ত অনুচর যেন আমাদিগের নিকট উপস্থিত হয়।

৬। হে ইন্দ্র! তোমার বল পূজনীয়; তুমি অবিনশ্বর ও বিশ্বব্যাপী, তুমি উল্লাসিত হইয়া আমাদিগকে ঐশ্বর্য্য এবং উজ্জ্বল(২) ধন প্রদান কর; আমি ঐশ্বর্য্যশালী দাতার দানের প্রশংসা করিব।

৭। হে বীর ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তব ও উপাসনা করিতেছি, তুমি আশ্রয় দিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর এবং যথাবিধি অভিষুত মনোজ্ঞ সোমরস (পান করিয়া) প্রসন্ন হও; সেই সোমরসদ্বারা লোকে রণস্থলে নিজ নিজ রূপ প্রচ্ছন্ন করিতে (সমর্থ) হয়।

৮। গিরিক্ষিত গোত্রজাত পুরুকুৎসের পুত্র কাঞ্চনসম্পন্ন ধার্ম্মিক ত্রসদস্যু আমাকে যে দশটী অশ্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহারা আমাকে (যজ্ঞস্থলে) বহন করুক এবং আমি যেন শীঘ্র যজ্ঞকার্য্যে ব্যাপৃত হই।

৯। মরুতাশ্বের পুত্র বিদথ আমাকে রক্তবর্ণ ও কর্ম্মকুশল যে সকল অশ্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহারা (আমাকে বহন করুক); তিনি পূজনীয় আমাকে যে সহস্র সহস্র ধন ও দেহের অলঙ্কার প্রদান করি[illegible]ন, সেগুলি (যাগের উপযোগী হউক)।

১০। লক্ষ্মণের পুত্র ধন্য আমাকে যে সকল দীপ্তিমা[illegible] অশ্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহারা (আমাকে বহন করুক); ধেনুগণ [illegible] গোচরণ স্থান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তাঁহা কর্তৃক প্রদত্ত সুমহৎ ধন সকল সম্বরণ ঋষির (গৃহে) উপস্থিত হইয়াছে।

---

(২) মূলে "এনীং রয়িং" আছে। "এনবর্ণাং শ্বেতবর্ণাং রয়িং ধনং।" সায়ণ। "Quere, if silver money be intended."—*Wilson.*

৩৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। সম্বরণ ঋষি।

১। যিনি অজাতশত্রু ও শত্রু দমন করেন, অক্ষয়, স্বর্গপ্রদ হব্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, অতএব হে ঋত্বিকগণ! তোমরা হব্য বর্ষণ কর (পিষ্টকাদি) পাক কর এবং যিনি স্তব স্বীকার করেন ও সকলে যাঁহার স্তব করিয়া থাকে, তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন কর।

২। ইন্দ্র সোমরসদ্বারা নিজ উদর পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন এবং সুমধুর রস পানে উল্লাসিত হইয়াছিলেন। অনন্তর মৃগ (নামক শত্রুকে) সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়া অপরিমিত বলশালী মহাবজ্র উত্তোলন করিয়াছিলেন।

৩। যে যজমান অহোরাত্র সেই ইন্দ্রকে সোম বর্ষণ করেন, তিনি দীপ্তিশালী হন। যে যজ্ঞ না করিয়া নিজ সন্ততি ও রূপের গর্ব্ব করে ও ধনবান্ হইয়া নীচ ব্যক্তিগণের সহায়তা করে। ইন্দ্র সেই ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করেন।

৪। যে পিতা ও মাতা ও ভ্রাতাকে (স্বয়ং) বধ করিয়াছে, ইন্দ্র সে ব্যক্তির নিকট হইতেও দূরে গমন করেন না; তদ্দত্ত হব্য তিনি কামনা করেন। শাসনকারী ধনাধিপতি ইন্দ্র পাপ হইতেও বিচলিত হয়েন না(১)।

৫। ইন্দ্র (শত্রু বধার্থ) পঞ্চ বা দশ ব্যক্তির সহায়তা ইচ্ছা করেন না। যে ব্যক্তি হব্য দান করে না ও (বন্ধু) পোষণকারী নহে, ইন্দ্র তাহার সহবাসে থাকেন না; কম্পনকারী ইন্দ্র তাহাকে শাস্তি দেন বা বধ করেন। তিনি যাগকারীকে গোবিশিষ্ট গোষ্ঠে স্থাপন করেন।

---

(১) এই ঋকের অর্থ অপরিষ্কার, কিন্তু ইহার মর্ম বোধ হয় এই যে ঘোর পাপীও ইন্দ্রের উপাসনা করিলে, ইন্দ্র সে উপাসনায় বিমুখ হয়েন না; তাহার দত্ত দ্রব্যও তিনি গ্রহণ করেন। অথবা ইহার অর্থ যে হত্যাকারী অনার্য্যগণও ইন্দ্রকে দ্রব্য দান করিলে ইন্দ্র তাহা গ্রহণ করেন।

৬। সংগ্রামে শত্রুক্ষয়কারী ইন্দ্র নিজ রথচক্রের বেগ বর্দ্ধিত করিয়া অভিষব রহিত ব্যক্তি হইতে দূরে গমন করেন এবং অভিষবকারীর (সমৃদ্ধি) বৃদ্ধি করেন। বিশ্বের দমনকারী, ভীষণ আর্য্য ইন্দ্র দাসকে যথাবংশ লইয়া যান(২)।

৭। ইন্দ্র বণিকের ন্যায় ধন অপহরণ করিতে গমন করেন এবং মনুষ্যের শোভা বিধানকারী সেই ধন যজমানকে প্রদান করেন। যে সকল ব্যক্তি বলবান্ ইন্দ্রের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করে, তাহারা মহাবিপদে পতিত হয়।

৮। ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র যখন দুই জন ধনাঢ্য ও উৎসাহবান্ ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট ধেনুর জন্য (পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করিতে) দেখেন, তিনি তন্মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে (অর্থাৎ যজমানকে) নিজ সঙ্গী করেন; কম্পনবিধায়ী ইন্দ্র সেই ব্যক্তিকে ধেনুসমূহ প্রদান করেন(৩)।

৯। হে অগ্নি! আমি অগ্নিবেশের পুত্র, অপরিমিত ধনদাতা, সকলের উপমানভূত প্রসিদ্ধ শত্রি (নামক রাজর্ষির) স্তব করিতেছি; প্রচুর-বারিরাশি তাঁহার সমৃদ্ধি বিধান করুক এবং তাঁহার ধন, বল ও গৌরব হউক।

---

৩৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার অপত্য প্রভূবসু ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত তোমার নিরতিশয় কার্য্যসাধক, সর্ব্ববিজয়ী, পবিত্র ও রণস্থলে অজেয় কর্ম্মসমূহ সম্পাদন কর।

---

(২) মূলে আছে "যথা বং শং নয়তি দাসং আর্য্যঃ" অর্থ ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আর্য্য ইন্দ্র দাসকে কোথায় লইয়া যান? অনার্য্যকেও তাঁহার পরিচর্য্যারত করেন, এই কি অর্থ?।

(৩) এই সূক্তটী পাঠ করিলে বোধ হয় যে আর্য্যগণের মধ্যেও লোক বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে ইন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস হইতেছিল। পূর্ব্ব সূক্তের ৩ ও ৫ ঋক্ দেখ।

২। হে ইন্দ্র! তোমার যে চারি প্রকার রক্ষাকার্য্য আছে, হে বীর! তোমার যে তিন প্রকার রক্ষাকার্য্য আছে, অথবা যে পাঁচ প্রকার রক্ষা পঞ্চ ক্ষিতিতে সমর্পিত আছে, তুমি সম্যক্‌রূপে সেই সমস্ত রক্ষা আমাদিগকে প্রদান কর।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকরূপে অভিলষিত ফল বর্ষণ কর, বৃষ্টিপ্রদান কর ও শীঘ্র (শত্রু) বিনাশ কর; আমরা তোমার সেই অভিলষিত রক্ষা আহ্বান করিতেছি, যাহা তুমি সর্ব্বব্যাপী (মরুৎগণের) সহিত (মিলিত হইয়া) প্রদান কর।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী এবং ধন (প্রদানের) নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ কর; তোমার বল (ফল) বর্ষণ করে; স্বাভাবিক বলসম্পন্ন তোমার চিত্ত (শত্রুগণের) দমন করে এবং তোমার পৌরুষজনতা নষ্ট করে।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি বজ্রধারী; তোমার রথ সর্ব্বত্র অপ্রতিহতগতি; তুমি শতযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ও বলের অধিপতি; যে মানব তোমার প্রতি শত্রুতাচরণ করে, তুমি তাহার বিরুদ্ধে যাত্রা কর।

৬। হে বৃত্রনাশক ইন্দ্র! মনুষ্যগণ যুদ্ধে (সাহায্যার্থ) তোমাকেই আহ্বান করে, কারণ তুমি ভীষণ ও সর্ব্বপ্রধান।

৭। হে ইন্দ্র! আমাদিগের দুর্নিবার্য্য, রণসঙ্কুল রথ নিরন্তর অনুচরবর্গের সহিত গমন করিয়া সর্ব্বপ্রকার ধনের জন্য সংগ্রামোদ্যত হইতেছে, তুমি ইহাকে রক্ষা কর।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের নিকট আত্মীয়স্বরূপ আগমন কর এবং নিজ উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদ্বারা আমাদিগের রথ রক্ষা কর। তুমি নিরতিশয় বলশালী ও দীপ্তিমান্, আমরা তোমাতে সমস্ত অভিলষিত বল অনুধান করি এবং তোমার স্তব করি।

৩৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। প্রভূবসু ঋষি।

১। ধনদাতা ইন্দ্র কিরূপে ধন প্রদান করিতে হয় তাহা অবগত আছেন; তিনি ধানুষ্কের ন্যায় সাহসভরে আমাদিগের নিকট আগমন করুন এবং অতীব তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আগ্রহ সহকারে সমর্পিত সোমরস পান করুন।

২। হে অশ্বদ্বয়সম্পন্ন বীর ইন্দ্র! (অস্মদ্দত্ত) সোমরস পর্ব্বত-শিখরের ন্যায় ত্বদীয় সংহারক হনুপ্রদেশে আরোহণ করুক। তুমি বিরাজিত হইতেছ; তোমাকে বহুলোকে আহ্বান করে; তৃণদ্বারা অশ্বগণের যেরূপ তৃপ্তি হয়, আমরা যেন স্তবদ্বারা সেইরূপ তোমার প্রীতি বিধান করিতে পারি।

৩। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! বহু লোকে তোমাকে আহ্বান করে; (ভূমি) স্থিত চক্রের ন্যায় আমার হৃদয় দারিদ্র্য ভয়ে কম্পিত হইতেছে। তুমি ঐশ্বর্য্যশালী ও সদা সমৃদ্ধিসম্পন্ন; অতএব তোমার স্তবকারী পুরুবসু শীঘ্র বিস্তৃতভাবে রথারূঢ় তোমার স্তব করিবে।

৪। হে ইন্দ্র! তোমার এই স্তবকারী মহাফল সম্ভোগ করিয়া (সোম-পেষক) প্রস্তরের ন্যায় তোমাকে স্তব প্রদান করিতেছে; তোমার ধন ও অশ্ব আছে; তুমি বাম ও দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধন বিতরণ কর; তুমি (আমার) মনোরথ বিফল করিও না।

৫। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! এই অভীষ্টবর্ষী আকাশ তোমাকে সংবর্দ্ধিত করুক; তুমি জলবর্ষী এবং বর্ষণ সমর্থ, অশ্বগণ তোমাকে (যজ্ঞস্থলে) বহন করে। হে বর্ষণকারী বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার হনু অতি সুন্দর ও তোমার রথ কল্যাণ বর্ষণ করে; তুমি রণস্থলে আমাদিগকে রক্ষা কর(১)।

৬। হে মরুদ্গণ! যে তরুণ ও অন্নসম্পন্ন শ্রুতরথ রাজা আমাদিগকে দুইটী লোহিতবর্ণ অশ্ব ও তিন শত ধেনু প্রদান করিয়াছেন, তাবৎ লোক যেন তাঁহার পরিচর্য্যার্থ তাঁহাকে প্রণাম করে।

---

(১) এই ঋকে "বৃষ" শব্দের অনুপ্রাস।

৩৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অত্রি ঋষি।

১। যথাবিধি আহূত অগ্নিতে হব্য প্রদান করিলে ইহা প্রদীপ্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে; যে যজমান ইন্দ্রের হোম করে, এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করে, উষা সকল যেন তাহার প্রতি অনুকূল হইয়া উদিত হয়।

২। যে যজমানের অগ্নি প্রজ্বালন ও কুশাস্তরণ সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি পূজা করিতেছেন; যিনি পাষাণোত্তোলন পূর্ব্বক সোমরস নিঃসৃত করিয়াছেন, তিনি স্তব করিতেছেন, যাঁহার পাষাণ সকল হইতে সুমধুর শব্দ উত্থিত হইতেছে, তিনি হব্য লইয়া নদীতে অবগাহন করিতেছেন।

৩। ইন্দ্রের পত্নী পতির প্রতি অনুরাগিণী হইয়া (যজ্ঞে) তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন; ইন্দ্র এইরূপে অনুগামিনী মহিষীকে (স্বসমভিব্যাহারে) আনয়ন করিতেছেন; ইন্দ্রের রথ আমাদিগের নিকট প্রচুর অন্ন বহন করুক; ইহা উচ্চ ধ্বনি করুক এবং চতুর্দ্দিকে সহস্র ধন নিক্ষেপ করুক।

৪। যাঁহার রাজ্যে ইন্দ্র দুগ্ধমিশ্রিত তীব্র সোমরস পান করেন, সে রাজার কোন কষ্ট হয় না, তিনি অনুচরবর্গের সহিত সর্ব্বত্র গমন করেন, শত্রু সংহার করেন, প্রজাগণকে রক্ষা করেন এবং সুখ সম্ভোগ করিয়া (ইন্দ্রের) নাম ঘোষণা করেন।

৫। যিনি সোমরস নিঃসৃত করিয়া ইন্দ্রকে সমর্পণ করেন, তিনি বন্ধুবর্গের পোষণ করেন; তিনি (প্রাপ্তধনের) রক্ষণে ও অপ্রাপ্তধনের প্রাপ্তি বিষয়ে সমর্থ হয়েন; তিনি বর্ত্তমান ও নিয়ত (অহোরাত্রকে) জয় করেন; তিনি সূর্য্য ও অগ্নি উভয়েরই প্রিয়পাত্র।

৩৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অত্রি ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার অসীম বীরত্ব; তুমি বদান্যভাবে প্রভূত ধন দান কর; তুমি সর্ব্বদর্শী ও উৎকৃষ্ট ধনের অধিকারী; অতএব তুমি আমাদিগকে ঐশ্বর্য্য প্রদান কর।

২। হে মহাবলশালী হিরণ্যবর্ণ ইন্দ্র! যদিও তুমি সুপ্রসিদ্ধ প্রচুর অন্নের অধিপতি, তথাপি ইহা নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

৩। হে বজ্রধর ইন্দ্র! পূজনীয় এবং বিখ্যাতকর্ম্মা মরুৎগণ তোমার বলস্বরূপ। উভয় দেব, (তুমি ও তাঁহারা) স্বর্গ ও পৃথিবীর উপর স্বেচ্ছাবিহারী হইয়া শাসন করিতেছ।

৪। হে বৃত্রনাশক ইন্দ্র! আমরা তোমার (উপাসনা করিতেছি), তুমি আমাদিগকে যে কোন ক্ষমতাশালীর ধন আনিয়া দাও, কারণ তুমি আমাদিগকে ধনাঢ্য করিতে অভিলাষী আছ।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ; আমরা যেন এই সকল স্তব করিয়া শীঘ্র তোমার সুখের (অংশভাগী হই); আমরা যেন তোমাদ্বারা সুরক্ষিত হই; হে বীর! তুমি আমাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর।

---

৩৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অত্রি ঋষি।

১। হে বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার রূপ অতি বিচিত্র; হে ধনাধিপতি! মহামুল্য ধন তোমারই দেয়, অতএব তুমি ইহা উভয় হস্তে আমাদিগকে প্রদান কর।

২। হে ইন্দ্র! তুমি যে কোন খাদ্য উৎকৃষ্ট বোধ কর, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর; আমরা যেন ত্বদীয় অসীম খাদ্যদানের পাত্র হই।

৩। হে বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার দানশীল চিত্ত অতি উদার বলিয়া তুমি আমাদিগকে সারবান্ খাদ্য প্রদান করিতে আগ্রহ প্রকাশ কর।

৪। ইন্দ্র (হব্যরূপ) ধনসম্পন্ন, স্তোমাদিগের নিরতিশয় পূজনীয়, তিনি মানবগণের অধিপতি; উপাসকগণ প্রাচীন স্তোত্রদ্বারা স্তব করিবার জন্য তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে।

৫। এই ইন্দ্রের নিকটেই কাব্য এবং বাক্য এবং উক্থসমূহ উচ্চার্য্য, কারণ তিনি স্তোত্রবাহক; অত্রিপুত্রগণ তাঁহারই নিকটে স্তোত্র সকল উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত ও উদ্দীপিত করিতেছেন।

---

৪০ সূক্ত।

প্রথম ৪ ঋকের দেবতা ইন্দ্র, পঞ্চমের সূর্য্য, অবশিষ্ট ৪ ঋকের দেবতা অত্রি।
অত্রি ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি (আমাদিগের যজ্ঞে) উপস্থিত হও। হে সোমের অধিপতি! তুমি পাষাণনিষ্পিষ্ট সোমরস পান কর, তুমি মনোরথ পূর্ণ কর ও শত্রুদিগকে সমূলে উৎপাটন কর। তুমি বর্ষণকারী মরুৎগণের সহিত আসিয়া সোমরস পান কর।

২। (সোম পেষক) প্রস্তরগুলি বর্ষণকারী; সোম আনিত হর্ষও বর্ষণকারী; নিষ্পিষ্ট সোমরসও বর্ষণকারী। হে বর্ষণকারী ইন্দ্র! তুমি বর্ষণকারী (মরুৎগণের সহিত) উৎকৃষ্ট বৃত্র হন্তা(১)।

৩। হে বজ্রধর ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার বিচিত্র রক্ষার নিমিত্ত আমি সোমরস বর্ষণ করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি। হে বর্ষণকারী ইন্দ্র! তুমি বর্ষণকারী (মরুৎগণের সহিত) উৎকৃষ্ট বৃত্রহন্তা।

৪। ইন্দ্র ঋজীষ সোমরস স্বীকার করেন, বজ্রধারণ করেন, কামনাপূর্ণ করেন, শক্রত (শত্রুদিগকে) আক্রমণ করেন। তিনি বলবান, অশ্বীশ্বর, বৃত্রসংহারক ও সোমরসপায়ী; তিনি যেন রথে অশ্বদ্বয় যোজনা করিয়া

(১) এখানে এবং ইহার পরের ঋকে বৃষ শব্দের অনুপ্রাস।

আমাদিগের নিকট আগমন করেন ও মাধ্যাহ্নিক যজ্ঞে (সোমরস) পান করিয়া উল্লাসিত হন।

৫। হে সূর্য্য! যখন আসুর স্বর্ভানু তোমাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল(২); নিজস্থান নিরূপণে অসমর্থ হতবুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ দৃষ্ট হয়, তৎকালে ত্রিভুবনও সেইরূপ লক্ষিত হইয়াছিল।

৬। হে ইন্দ্র! যখন তুমি সূর্য্যের অধঃস্থিত স্বর্ভানুর সেই সকল মায়া (অন্ধকার) দূরে অপসারিত করিয়াছিলে, তখন অত্রি চারিটী ঋকেরদ্বারা কার্য্যবিঘাতক অন্ধকারদ্বারা সমাচ্ছন্ন সূর্য্যকে প্রকাশিত করিলেন।

৭। [সূর্য্য বলিতেছেন] হে অত্রি! আমি তোমার আত্মীয়, দ্রোহকারী যেন ক্ষুধাবশতঃ ভীষণ অন্ধকারদ্বারা আমাকে গ্রাস না করে, তুমি মিত্র ও সত্যপরায়ণ; তুমি ও রাজা বরুণ উভয়ে আমাকে রক্ষা কর।

৮। তখন সেই ঋত্বিক (অত্রি) সূর্য্যকে উপদেশ দিয়া প্রস্তর খণ্ডের ঘর্ষণ করিয়া এবং স্তোত্রদ্বারা দেবগণকে পূজা করিয়া, মন্ত্র প্রভাবে অন্তরীক্ষে সূর্য্যের চক্ষু সংস্থাপিত করিলেন; তিনি স্বর্ভানুর সমস্ত মায়া দূরে অপসারিত করিলেন।

৯। আসুর স্বর্ভানু অন্ধকারদ্বারা সূর্য্যকে আবৃত করিলে, অত্রি পুত্রগণ অবশেষে তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, অন্য কেহই সমর্থ হয় নাই।

---

(২) এই ঋকে ও ৯ ঋকে সূর্য্যগ্রহণের উল্লেখ। "রাহু" নাম ঋগ্বেদে নাই, রাহু সম্বন্ধে পৌরাণিক গল্প এখনও সৃষ্ট হয় নাই। "আসুরঃ স্বর্ভানুঃ" শব্দ আছে, অর্থাৎ বলবান্ (অথবা দৈত্য) স্বর্গীয় দীপ্তি। পৌরাণিক কালে যখন রাহুর গল্পটী কল্পিত হইল, তখন এই "স্বর্ভানু" শব্দ রাহুর একটী নাম বলিয়া পরিগণিত হইল। ঋগ্বেদ সংহিতায় রাহু শব্দ নাই।

৪১ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রির অপত্য ভৌম ঋষি।

১। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদিগের যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া কে (ইহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়)? তোমারা স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের যে কোন স্থানে থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর এবং যজমান ও হব্যদাতাকে পশু ও ধন প্রদান কর।

২। মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, আয়ু, ইন্দ্র, ঋভুক্ষা ও মরুৎগণ, এই সমস্ত দেবগণের মনোহর পাপবর্জ্জিত স্তোত্র অতি প্রিয়। তাঁহারা রুদ্রের সহিত আনন্দের অংশ ভাগী হইয়া অস্মদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করুন।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দমনকারী; আমি তোমাদিগের রথ বায়ু-বেগদ্বারা বেগবান্ করিবার নিমিত্ত তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। (হে ঋত্বিগ্‌গণ)! তোমরা প্রজ্ঞাধিক আকাশের অসুর (রুদ্রকে) স্তব ও হব্য প্রদান কর।

৪। মুনিগণ যাঁহাকে আহ্বান করেন, সেই স্বর্গীয় হব্যবাহক ত্রিত ও বায়ু ও অগ্নি স্বর্গের (অধিপতি অর্থাৎ সূর্য্যের) সহিত তুল্যরূপে আনন্দ ভাগী হইয়া এবং পূষা ও ভগ ও তাঁহার বিশ্বের বাসহেতু, তাঁহারা সকলে শীঘ্র যজ্ঞস্থলে আগমন করুন, যেরূপ বেগবান্ অশ্বগণ সংগ্রামে বেগে ধাবিত হয়।

৫। হে মরুৎগণ! তোমরা অশ্বগণের সহিত ধন আহরণ কর, জ্ঞানী লোক ধন লাভ ও রক্ষা করিবার নিমিত্ত তোমাদিগের স্তব করেন। উশিজের পুত্র (কক্ষীবানের) হোতা (অগ্নি) যেন সেই সকল বেগবান (অশ্বলাভে) সুখী হয়েন, যে গুলি বেগগামী এবং তোমাদেরই।

৬। (হে ঋত্বিগ্‌গণ)! তোমরা দীপ্তিমান, বিপ্র, পূজ্য বায়ুকে এরূপে স্তব কর, যাহাতে তিনি রথ যোজনা করিয়া (যজ্ঞে উপস্থিত হয়েন); ক্ষিপ্রগমনা, পূজা গ্রহণকারিণী, রূপসম্পন্না ও প্রশংসনীয়া (দেব) পত্নীগণ আমাদিগের যজ্ঞে আগমন করুন।

৭। হে পরাক্রমশালী দিবা ও রাত্রি; পূজনীয় স্বর্গস্থ দেবগণের সহিত আমি তোমাদিগেকে সুখদায়ক ও আন্তরিক মন্ত্র সকলের সহিত হব্য প্রদান করিতেছি। তোমরা যেন সমস্ত অবগত হইয়া যাগার্থ যজমানের নিকট (ইহা) আনয়ন কর।

৮। হে বাস্তুপতি ত্বষ্টা! হে ধন প্রদায়িনী ও অন্যান্য দেবগণের সহিত প্রীতিভাগিনী ধীষণা! হে বনস্পতিবর্গ! হে ওষধিগণ! আমি ধন লাভের জন্য তোমাদিগের প্রীতি সাধনপূর্ব্বক স্তব করিতেছি। তোমরা যাগাদি কার্য্যের নায়ক ও (বহু লোকের) পোষক।

৯। বীরগণের ন্যায় জগতের সংস্থাপক পর্ব্বত সকল (অর্থাৎ মেঘ সকল) বিস্তৃত দান বিষয়ে আমাদিগের প্রতি অনুকূল হউন; যিনি মানবগণের হিতাকরী ও পূজিত, আপ্ত্য আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বদা আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান করুন।

১০। আমি বর্ষণকারী, অন্তরীক্ষের গর্ভস্বরূপ এবং জলের নপ্তৃস্বরূপ ত্রিতকে(১) মনোহর স্তুতিদ্বারা স্তব করি। যৎকালে আমি গমন করি, তৎকালে অগ্নি সুখকর শিখা ধারণ করেন, আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, কিন্তু প্রদীপ্ত রশ্মি হইয়া বন সকল দগ্ধ করেন।

১১। আমরা কিরূপে বলবান্, রুদ্র পুত্রগণের স্তব করিব, ধনলাভের জন্য সর্ব্বজ্ঞ ভগকেই বা কোন্ স্তব অর্পণ করিব, বারিসমূহ, ওষধিবর্গ, স্বর্গ, বন সকল ও বৃক্ষ সকল যাহাদিগের কেশস্বরূপ, সেই সমস্ত পর্ব্বত আমাদিগকে রক্ষা করুন।

১২। আকাশগামী, সর্ব্বব্যাপী বলের অধিপতি (বায়ু), আমাদিগের স্তব শ্রবণ করুন; নগরের ন্যায় সমুজ্জ্বল, মহাপর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত বারিরাশি আমাদিগের বাক্যে কর্ণপাত করুন।

---

(১) সায়ণ এই সূক্তের ৪ ঋকে ত্রিত অর্থে ত্রিভুবন ব্যাপ্ত বায়ু করিয়াছেন, ৯ ঋকে আপ্ত্য অর্থে সকলের প্রাপ্তব্য আদিত্য করিয়াছেন এবং ১০ ঋকে ত্রিত অর্থে তিন স্থানে ব্যাপ্ত বিবিধ অগ্নি করিয়াছেন। "আপ্ত্যত্রিত" সম্বন্ধে ১। ৫২। ৫ ঋকের টীকা দেখ।

১৩। হে পরাক্রমশালী, সুন্দর মরুৎগণ! অভিলষিত হব্য গ্রহণ করিয়া আমরা তোমাদিগের যে সকল স্তব পাঠ করিতে আসিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর; মরুৎগণ অনুকূলভাবে আগমন করিয়া এবং ক্রোধদ্বারা (অভিভূত) প্রতিকূলবর্ত্তী মনুষ্যগণকে অস্ত্রদ্বারা বধ করিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হউন।

১৪। আমি স্বর্গজ ও পৃথিবীজাত জল লাভ করিবার নিমিত্ত যজ্ঞার্হ মরুৎগণের উপাসনা করিতেছি। আমার স্তোত্র সকল সমৃদ্ধিশালী হউক; প্রীতিদায়ক স্বর্গসকল সমৃদ্ধি সম্পন্ন হউক; (মরুৎসমূহদ্বারা) পরিপুষ্ট নদী সকল যেন বারিপূর্ণ হয়।

১৫। আমি নিরন্তর স্তব করিতেছি, যাহা রক্ষয়িত্রীরূপে আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন; সকলের জননীস্বরূপ পূজনীয়া মহী আমাদিগের স্তব গ্রহণ করুন, প্রশস্ত ও বিচক্ষণ উপাসকগণের প্রতি প্রসন্ন হউন এবং অনুকূল হস্ত হইয়া আমাদিগকে কল্যাণ প্রদান করুন।

১৬। আমরা কিরূপে দানশীল (মরুৎগণের) সমুচিত স্তব করিব? কিরূপে বর্ত্তমান স্তব দ্বারা মরুৎগণের যথাযোগ্য উপাসনা করিব? বর্ত্তমান স্তবদ্বারা সেই গৌরবশালী মরুৎগণের স্তব কিরূপে সম্পন্ন হইবে? দেব অহি-র্বুধ্ন্য যেন আমাদিগের অনিষ্ট না করিয়া (শত্রুদিগকে) সংহার করেন।

১৭। হে দেবগণ! মনুষ্য সন্ততি ও পশু সকলের জন্য এইরূপে নিয়ত তোমাদিগের উপাসনা করে; হে দেবগণ! মনুষ্য তোমাদিগের উপাসনা করে। এই যজ্ঞে নির্ঋতি (পাপ দেবতা) কল্যাণকর খাদ্যদ্বারা আমার দেহ পোষণ করুন ও জরা দূর করুন।

১৮। হে দীপ্তিমান্ বসুগণ! আমরা যেন তোমাদিগের সেই সুমতি ধেনু হইতে বলকর ও হৃদয়পোষক খাদ্য লাভ করি। সেই দানশীলা ও সুখদায়িনী দেবতা যেন আমাদিগের সুখের জন্য সত্বর আগমন করেন।

১৯। গোসমূহের মাতা ইলা ও উর্ব্বশী নদীগণের সহিত আমাদিগের প্রতি অনুকূল হউন; নিরতিশয় দীপ্তিশালিনী উর্ব্বশী(২) আমাদিগের যাগাদি ক্রিয়ার প্রশংসা করিয়া এবং যজমানকে দীপ্তিদ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া (উপস্থিত হউন)।

২০। তিনি পোষণকারী ঊর্জ্জব্য (রাজার অনুচর) আমাদিগকে পোষণ করুন।

---

(১) ঋগ্বেদে ইলা অর্থে ভূমি, এবং কোনং স্থলে বাক্য তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সায়ন উর্ব্বশী অর্থেও মধ্যমিকা বাক্ বা মনুষ্যের বাক্য করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মক্ষমূলর বিবেচনা করেন উর্ব্বশীর আদি অর্থ ঊষা। ৪। ২০। ৫ ঋকের টীকা এবং ৪। ২। ১৮ ঋকের টীকা দেখ। "I therefore accept the common Indian explanation, by which this name is derived from *Uru*, 'wide' (εὐρυ), and a root *as*, 'to pervade,' and thus compare uru-asi, with another frequent epithet of the dawn, uruki, the feminine of uru-ak, 'far-going.'"—*Selected Essays*, 1881, vol. I, p. 405. উপরে অনুবাদিত সূক্তে উর্ব্বশীর ঊষা অর্থ করিলে সুন্দর অর্থ হয়।

পুরাণে যে পুরুরবা ও উর্ব্বশীর গল্প আছে, তাহার সূত্রপাত ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে পাওয়া যায়। পাঠক সে সূক্তের অনুবাদ যথাস্থানে পাইবেন। তথায় পুরুরবা ইলার পুত্র, তিনি প্রণয়ীভাবে উর্ব্বশীকে সম্বোধন করিতেছেন, সেই সূক্তের [illegible] ঋকে আছে "আমি বসিষ্ঠ (অর্থাৎ অতিশয় কিরণশালী হইয়া) অন্তরীক্ষ পূরণকারিণী, [illegible] নির্ম্মাণকারিণী উর্ব্বশীকে ধারণ করিলাম।" অনেক বচন হইতে উপলব্ধি হয়, যে উর্ব্বশীর আদি অর্থ ঊষা এবং পুরুরবার আদি অর্থ সূর্য্য।

* Max Müller বিবেচনা করেন যে ইউরোপ (Europe) শব্দ উর্ব্বশীর প্রতিরূপ, এবং বৃষভ দ্বারা ইউরোপের [illegible], গ্রীক গল্প [illegible] প্রণয়ের [illegible] প্রতিরূপ। "The name of Europe approaches nearest to *Urvasi* in Greek might seem to be [illegible] . . . Europe, carried away by the white bull (vrishan 'man,' 'bull,' 'stallion,' [illegible] a frequent appellation of the sun, and sveta, 'white,' applied to the same deity.) . . . All this would well agree with the goddess of the dawn."—*Selected Essays*, 1881, vol. I, p. 406, note.

৮। হে বৃহস্পতি! তুমি মনুষ্যগণকে রক্ষা করিলে, শত্রু সকল তাহাদিগের হিংসা করিতে সমর্থ হয় না এবং তাহাদিগের ধনলাভ ও উৎকৃষ্ট-পুত্রলাভ হয়। যে সকল ধনাঢ্য লোক অশ্ব, গো ও বস্ত্র দান করেন, তাহাদিগের ধন লাভ হউক।

৯। যাহারা স্বয়ং সুখভোগ করে, অথচ স্তোত্রদ্বারা সুখ প্রদান না করে, তাহাদিগের ধন ক্ষয় কর; যাহারা যাগাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিয়া মন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ করে, (হে ব্রহ্মণস্পতি)! তাহারা সন্ততি সম্পন্ন হইলেও তুমি তাহাদিগকে সূর্য্য হইতে পৃথক্ কর (অর্থাৎ অন্ধকারে নিমগ্ন কর)।

১০। হে মরুৎগণ; যে ব্যক্তি রাক্ষসগণকে দেব যজ্ঞে আহ্বান করে, তোমরা চক্রহীন (রথ) দ্বারা তাহাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ কর; যে ব্যক্তি তুচ্ছ অভিলাষ (পূর্ণ করিবার জন্য) স্বয়ং ঘর্ম্মাক্ত হয় ও তোমাদিগের উপাসক আমার নিন্দা করে, (তাহাকেও সেইরূপ কর)।

১১। যাঁহার ধনুর্ব্বাণ অতি উৎকৃষ্ট, যিনি সমস্ত ঔষধের অধিপতি, সেই (রুদ্রের) স্তব কর, বিশিষ্ট চিত্ত শান্তির জন্য রুদ্রের উপাসনা কর; নমস্কারদ্বারা সেই দীপ্তিমান অসুরের পূজা কর।

১২। বশীকৃত চিত্ত লঘুহস্ত (ঋভুগণ) ও বিভুদ্বারা কৃত, বর্ষণকারী (ইন্দ্রের) পত্নীস্বরূপ নদী সকল ও সরস্বতী ও দীপ্তিমতী রাকা সকলে সমুজ্জ্বল ও অভীষ্টবর্ষী, আমাদিগকে ধন প্রদান করিতে অভিলাষ করুন।

১৩। আমি মহান্ ও রক্ষাকারী (ইন্দ্রকে) হৃদয়ের সহিত নূতন ও সদ্যোজাত স্তব প্রদান করিতেছি। ইন্দ্র বর্ষণকারী; তিনি কন্যাস্বরূপ, (পৃথিবীর হিতের) নিমিত্ত নদী সকলের রূপ বিধান করিয়া, এই জল আমাদিগের ব্যবহারার্থ সম্পাদন করুন।

১৪। হে উপাসক! ত্বদীয় উৎকৃষ্ট স্তব সেই শব্দায়মান গর্জ্জনকারী জলপতি (পর্জ্জন্যের) নিকট নিশ্চিতভাবে উপস্থিত হউক; তিনি মেঘ সকল ধারণ করেন; তিনি বারিবর্ষণ করিয়া ও স্বর্গ ও পৃথিবীকে বৈদ্যুতালোকে আলোকিত করিয়া গমন করেন।

১৫। রুদ্রের তরুণ পুত্র মরুৎগণের বল সমীপে এই মদীয় স্তোত্র সমধিকরূপে উপস্থিত হউক; ধনেচ্ছা আমাকে নিরন্তর উত্তেজিত করিতেছে;

বিবিধবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া যাঁহারা যজ্ঞে গমন করেন, তাঁহাদিগের স্তব কর।

১৬। ধনের নিমিত্ত (সংস্কৃত) এই স্তোত্র পৃথিবী, স্বর্গ, বৃক্ষ, ওষধিবর্গের নিকট উপস্থিত হউক; আমি যেন সমস্ত দেবতাকে আহ্বান করিয়া, কৃতার্থ হই; মাতা পৃথিবী যেন আমাদিগকে নিগ্রহ বুদ্ধিতে গ্রহণ না করেন।

১৭। হে দেবগণ! আমরা যেন নিরন্তর নির্বিঘ্নে মহাসুখ ভোগ করি।

১৮। আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের একরূপ রক্ষা লাভ করি, যাহা পূর্বে কেহ কখন অনুভব করে নাই, যাহা আনন্দদায়ক ও সুসম্পন্ন। হে অবিনশ্বর (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা আমাদিগকে ঐশ্বর্য, বীর পুত্র ও সমস্ত সৌভাগ্য প্রদান কর।

৪৩ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রি ঋষি।

১। দ্রুতগামী নদী সকল কোন অনিষ্ট উৎপাদন না করিয়া, মধুর-রসের সহিত আমাদিগের নিকট আগমন করুন; জ্ঞানী উপাসক বিপুল ধনের নিমিত্ত আনন্দদায়ক সপ্ত মহানদীকে আহ্বান করেন।

২। আমি অন্ন লাভের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট স্তব ও হব্যদ্বারা নিরন্তর রহিত স্বর্গ ও পৃথিবীকে প্রসন্ন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। মধুরবাক্য পিতৃভূত (স্বর্গ) ও মাতৃস্বরূপ প্রিয়বাদিনী যুক্তহস্তা (পৃথিবী) আমাদিগকে প্রতি যুদ্ধে রক্ষা করুন।

৩। হে ঋত্বিগগণ! তোমরা মধুর হব্য প্রস্তুত করিয়া সর্বাগ্রে বায়ুকে প্রচুর পরিমাণে প্রীতিকর দীপ্ত (সোমরস) প্রদান কর; হে দীপ্তিমান্ বায়ু! তুমি উল্লাসিত হইবে বলিয়া আমরা সর্বাগ্রে সোমরস প্রদান করিতেছি, তুমি হোতার ন্যায় অন্যান্য দেবগণের পূর্বে ইহা আমাদিগের (কল্যাণ) নিমিত্ত পান কর।

৪। ঋত্বিকের দশটী সোমপেষক (অঙ্গুলি) ও সোমরস-নিঃসারণ-পটু দুইটী বাহু পাষাণ গ্রহণ করিতেছে; কুশলাঙ্গুলিযুক্ত ঋত্বিক আনন্দিত হইয়া মধুর সোম হইতে শৈলজ রস দোহন করিতেছেন এবং সোম হইতে নির্ম্মল রস নিঃসৃত হইতেছে।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার সেবার্থ কার্য্যে, তোমার বল বিধানার্থ ও তোমার মহোল্লাসের জন্য সোমরস সমর্পিত হইয়াছে; অতএব আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি প্রিয় সুশিক্ষিত ও বিনম্র ত্বদীয় অশ্বদ্বয় রথে যোজনা করিয়া আমাদিগের নিকট আগমন কর।

৬। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, সুমধুর সোমপানে উল্লাসিত হইবার নিমিত্ত দেবগম্য পথদ্বারা আমাদিগের নিকট গ্না দেবীকে আনয়ন কর। সেই বলশালিনী দেবী সর্ব্বত্র গমন করেন ও সমস্ত যজ্ঞ অবগত হয়েন। স্তোত্রের সহিত এই দেবীকে হব্য সমর্পিত হয়।

৭। জ্ঞানী ঋত্বিগ্‌গণ যজ্ঞ কামনায় পিতৃক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় অগ্নির উপর হব্য পাত্র স্থাপন করিয়াছেন; বোধ হইতেছে যেন তাঁহারা একটী স্থূলকায় পশু অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতেছেন।

৮। পূজনীয়, মহান্ ও সুখদায়ক এই স্তব অশ্বিদ্বয়কে এস্থানে আহ্বান করিবার নিমিত্ত দূতের ন্যায় গমন করুক; হে সুখদায়ক অশ্বিদ্বয়! তোমরা একরথে আরোহণ করিয়া অর্পিত (সোম) সমীপে আগমন কর, কারণ রথচক্রে কীল যেরূপ প্রয়োজনীয় সোমযাগে তোমাদের থাকা সেইরূপ প্রয়োজনীয়।

৯। আমি বলবান্ ও বেগগামী পূষা ও বায়ুর স্তব করিতেছি; ইঁহারা উভয়েই ধন ও অন্নের নিমিত্ত লোকের বুদ্ধি উত্তেজিত করেন এবং (উভয়েই) ধন প্রদান করেন।

১০। হে সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নি! আমরা তোমার আহ্বান করিতেছি, তুমি বিবিধ নামধারী ও বিভিন্নাকৃতি মরুদ্গণকে এস্থানে আনয়ন কর। হে অখিল মরুৎগণ! তোমরা রক্ষার সহিত যজমানের যজ্ঞে, স্তোত্রে ও পূজায় উপস্থিত হও।

১১। দেবী সরস্বতী স্বর্গ অথবা সুবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হইতে যজ্ঞস্থলে অবতীর্ণ হউন এবং জলবর্ষণ করিয়া ও আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগের এই সকল সুখকর স্তোত্র শ্রবণ করুন।

১২। বলবান্, সৃষ্টিকারক, স্নিগ্ধাঙ্গ বৃহস্পতিকে যজ্ঞগৃহে স্থাপন কর, তিনি গৃহের মধ্যে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রভা বিস্তৃত করিতেছেন; তিনি হিরণ্যবর্ণ ও দীপ্তিমান্; আমরা তাঁহার পূজা করি।

১৩। অগ্নি সকলের ধারণ কর্ত্তা, অতি দীপ্তিশালী, অভীষ্টবর্ষী শিখা ও ঔষধি সমূহদ্বারা সমাচ্ছাদিত; অপ্রতিহতগতি, তিন প্রকার শৃঙ্গ-বিশিষ্ট, (অর্থাৎ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ জ্বালা সমূহে পরিব্যাপ্ত), বর্ষণ-কারী ও অন্নদাতা, আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি সমস্ত রক্ষার সহিত আগমন করুন।

১৪। যজমানের হোতা প্রভৃতি হব্যপাত্রধারী ঋত্বিগ্গণ জননীস্বরূপ পৃথিবীর উজ্জ্বল ও অত্যুৎকৃষ্ট স্থানে (উত্তর বেদিতে) গমন করিয়াছেন; লোকে জীবন (বৃদ্ধির জন্য শিশুর অঙ্গ সকল) যেরূপ মর্দ্দন করে, তদ্রূপ তাঁহারা সদ্যোজাত কোমল প্রকৃতি (অগ্নিকে) স্তোত্রের সহিত হব্য প্রদান পূর্ব্বক পোষণ করিতেছেন।

১৫। হে অগ্নি! তুমি বলশালী; পরিণীত দম্পতী ধর্ম্মকর্ম্মদ্বারা জীর্ণ হইয়া একত্রে তোমাকে প্রচুর হব্য প্রদান করিতেছে(১); আমি যেন সমস্ত দেবতাকে আহ্বান করিয়া কৃতার্থ হই; তাঁহারা যেন আমাদের প্রতি বিরুদ্ধ বুদ্ধি ধারণ না করেন।

১৬। হে দেবগণ! আমরা যেন নিরন্তর নির্ব্বিঘ্নে মহাসুখ সম্ভোগ করি।

১৭। আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের এরূপ রক্ষা লাভ করি, যাহা পূর্ব্বে কেহ কখন অনুভব করে নাই, যাহা আনন্দদায়ক ও সুসম্পন্ন। হে অবিনশ্বর (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা আমাদিগকে ঐশ্বর্য্য, বীরপুত্র ও সমস্ত সৌভাগ্য প্রদান কর(২)।

(১) এ স্থানে ও অন্যান্য স্থানে স্ত্রী পুরুষের একত্রে যজ্ঞ সম্পাদনের উল্লেখ আছে।

(২) ইহার পূর্ব্বের সূক্তের ১৬ ও ১৭ ঋক দেখ।

৪৪ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। কশ্যপের অপত্য অবৎসার ঋষি।

১। প্রাচীন যজমানগণ, আমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ, সমস্ত প্রাণী ও আধুনিকগণ, যেরূপ (ইন্দ্রের স্তব করিয়া পূর্ণ মনোরথ হইয়াছেন), সেইরূপ তুমিও তাঁহার স্তব করিয়া পূর্ণকাম হও; তিনি দেবগণের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, কুশাসীন, সর্ব্বজ্ঞ, আমাদিগের সম্মুখবর্ত্তী, বলশালী, বেগবান্ ও জয়শীল, এইরূপ স্তবদ্বারা তুমি তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিতে পারিবে।

২। হে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গে প্রভা বিস্তার করিয়া (মানবগণের) হিতের জন্য সমস্তদিকে অবর্ষণকারী মেঘের মধ্যে যে সুন্দর জলরাশি আছে, তৎ সমস্ত বর্ষণ কর, তুমি সৎকর্ম্মদ্বারা মানবগণকে রক্ষা কর, কিন্তু হিংসা কর না, তুমি শত্রুর মায়া অতিক্রম কর, তোমার নাম সত্যলোকে বিদ্যমান আছে।

৩। তিনি (অগ্নি) নিত্য, সৎ (ফলসাধক) ও বিশ্বধারক হব্য বহন করেন; তিনি অপ্রতিহতগতি; হোমনির্ব্বাহক ও বলবিধায়ক। তিনি প্রধানতঃ কুশের উপর দিয়া গমন করেন; তিনি ফলবর্ষণকারী, শিশু, তরুণ, জরা রহিত এবং ওষধিগণের মধ্যে স্থাপিত।

৪। ইহার (যজমানের) জন্য যাগবৃদ্ধিকারী এই সকল সূর্য্যকিরণ পরস্পর উত্তমরূপ সম্মিলিত হইয়া যজ্ঞভূমিতে গমন করিবার অভিলাষে অবতীর্ণ হইতেছে, বেগগামী ও সর্ব্বনিয়ন্তা এই সমস্ত কিরণদ্বারা কার্য্য করিয়া তিনি (আদিত্য) বারিরাশিকে নিম্নদেশে প্রেরণ করিতেছেন।

৫। হে অগ্নি! তোমার স্তোত্র অতি মনোহর, যখন নিঃসৃত সোমরস কাষ্ঠময় পাত্রে গৃহীত হয় এবং তুমি সেই রস গ্রহণ করিয়া মনোহর (স্তবশ্রবণে) উল্লাসিত হও, তৎকালে উপাসকগণের মধ্যে তোমার বিশেষ শোভা হয়, হে জীবনদাতঃ! যজ্ঞে তোমার রক্ষাকারী শিখা সকল বর্দ্ধিত কর।

৬। (দেবতা) যেরূপ দৃষ্ট হয়েন, সেই রূপই বর্ণিত হয়েন, তাঁহারা জল-মধ্যে সমবেত দীপ্তি সহকারে নিজরূপ ধারণ করেন; (তাঁহারা)

আমাদিগকে পূজ্য ও প্রভূত (ধন), মহাবেগ, অসংখ্য বীর্য্যশালী পুত্র ও অক্ষয় বল (প্রদান করুন)।

৭। এই সর্ব্বদর্শী অগ্রগামী সূর্য্য শত্রুগণের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া পত্নী (ঊষা) সমভিব্যাহারে সাহসপূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছেন, ধন তাঁহারই আয়ত্তাধীন; তিনি আমাদিগকে উজ্জ্বল ও সর্ব্বত্র রক্ষাকারী গৃহ ও পূর্ণ সুখ প্রদান করুন।

৮। হে দেব শ্রেষ্ঠ (সূর্য্য বা অগ্নি)! (যজমান) তোমার নিকট গমন করেন; তুমি (উদয়াদি) লক্ষণদ্বারা পরিজ্ঞাত হও; ঋষিগণ তোমার সেই সকল স্তব করেন, যদ্দ্বারা তোমার নাম বর্দ্ধিত হয়। তিনি যে কোন বিষয়ে কামনা করেন, কার্য্যদ্বারা তাহাই লাভ করেন এবং যিনি স্বেচ্ছাবশতঃ (পূজা করেন) তিনি প্রচুর পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

৯। আমাদিগের এই সমস্ত স্তবের মধ্যে প্রধান স্তোত্রগুলি সমুদ্র তুল্য সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হয়। যে যজ্ঞগৃহে (তাঁহার স্তোত্র সকল) বিস্তীর্ণ হয় তাহার ক্ষয় হয় না। যে স্থানে পবিত্র সূর্য্যের প্রতি চিত্ত সমর্পিত হয়, তথায় উপাসকের হৃদয়গত অভিলাষ বিফল হয় না।

১০। তিনি নিশ্চয় (সকলের স্তুত্য)। আইস আমরা ক্ষত্র, মনস, অবদ, যজত, সধ্রি ও অবৎসার (নামক ঋষিগণ) জ্ঞানি-ভোগ্য বলকর অন্ন, মনোহর চিন্তাদ্বারা পূর্ণ করি।

১১। বিশ্ববার, যজত ও মায়ী (এই তিন ঋষির সোমরস জনিত) মত্ততা শ্যেন পক্ষীর (ন্যায় শীঘ্রগামী), অদিতির (ন্যায় বিস্তৃত) এবং কক্ষ্য পূরক, তাঁহারা সোমপান করিবার জন্য পরস্পর পরস্পরকে প্রার্থনা করিতেছেন ও প্রচুর পান করিয়া অতিরিক্ত মত্ততা লাভ করিতেছেন(১)।

১২। সদাপৃণ, যজত, বাহুবৃক্ত, শ্রুতবিৎ ও তর্য্য (এই পঞ্চঋষি) তোমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুসংহার করুন। ঋষি ইহলোক ও পরলোক

(১) তৎকালে ঋষিগণ ও জনসাধারণে সোমপ্রিয় ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য

উভয় লোকেই শ্রেষ্ঠ কামনা সকল লাভ করিয়া দীপ্তিমান্ হন, কারণ তিনি সুমিশ্রিত (হব্য ও স্তোত্র) দ্বারা বিশ্বদেবগণের উপাসনা করেন।

১৩। সুতম্ভরযজ্ঞের যজমানের হোতা হইয়া সমস্ত যজ্ঞকার্য্য ঊর্দ্ধে উন্নীত করিতেছেন। ধেনু সুরস দুগ্ধ প্রদান করিতেছে; ঐ দুগ্ধ বিতরিত হইতেছে; এই সমস্ত ক্রমানুসারে ঘোষণা করিয়া (অবৎসার) নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেছেন।

১৪। যে দেব সর্ব্বদা জাগরিত থাকেন, ঋক সকল তাঁহাকে কামনা করে, যে দেব সর্ব্বদা জাগরিত থাকেন, সামগান সকল তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, যে দেব সর্ব্বদা জাগরিত থাকেন, এই সোম তাঁহাকে এই কথা বলে, (হে অগ্নি)! আমি যেন নিয়ত তোমার সহবাসে থাকি।

১৫। অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন, ও ঋক্ সকল তাঁহাকে কামনা করে, অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন ও সামগান সকল তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন ও এই সোম তাঁহাকে এই কথা বলে, হে দেব! আমি যেন নিরন্তর তোমার সহবাসে থাকি।

---

৪৫ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। সদাপৃণ ঋষি।

১। অঙ্গিরাগণ স্তব করাতে (ইন্দ্র) স্বর্গ হইতে বজ্র নিক্ষেপ করিয়া (নিগূঢ় ধেনুগণের) পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। আগামিনী ঊষার রশ্মি সকল সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। সূর্য্যদেব রাশীকৃত তমোনাশ করিয়া উদিত হইয়াছেন এবং মানবগণের গৃহের দ্বার সকল উন্মুক্ত করিয়াছেন।

২। পদার্থ সকল যে প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ করে, সূর্য্য সেই প্রকার নিজ দীপ্তি বিস্তার করিতেছেন। কিরণ জালের জননী স্বরূপ (ঊষা সূর্য্যের) আগমন উৎপ্রেক্ষা করিয়া বিস্তৃত (অন্তরীক্ষ) হইতে অবতীর্ণ হইতেছেন। কূলকষা নদী সকল প্রবহমান বারিরাশির সহিত প্রবাহিত হইতেছে। সুঘটিত স্তম্ভের ন্যায় স্বর্গ সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছে।

৩। মহাস্তুতি সকলের প্রাচীন রচয়িতার ন্যায় যৎকালে আমি স্তুব করিতেছি, মেঘের গর্ভস্থিত (বারিরাশি) আমার উপর পতিত হইতেছে, মেঘ হইতে (জল) পতিত হইতেছে; আকাশ নিজ কার্য্য সাধন করিতেছে। যত্ন সহকারে উপাসনাকারী অঙ্গিরাগণ (ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া) নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইতেছেন।

৪। হে ইন্দ্র! হে অগ্নি! আমি পরিত্রাণের জন্য দেবসেব্য উৎকৃষ্ট স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। বস্তুতঃ সম্যক্ প্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠানকারী মরুৎগণের ন্যায় কর্ম্মে তৎপর, পরিচর্য্যাকারী, জ্ঞানিগণ স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগের উপাসনা করেন।

৫। অদ্য শীঘ্র আগমন কর; আমরা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি; শত্রুগণের উন্মূলন করি; প্রচ্ছন্ন শত্রুদিগকে দূরীভূত করি এবং সত্বর যজমানের অভিমুখে গমন করি।

৬। হে সখিগণ! আইস আমরা সেই স্তোত্র পাঠ করি, যদ্বারা (অপহৃত) ধেনুগণের গোষ্ঠ উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, যদ্বারা মনু বিশিশিপ্রকে[*] জয় করিয়াছিলেন, যদ্বারা বণিকের ন্যায় (কক্ষীবান্) অরণ্যে যাইয়া জল লাভ করিয়াছিলেন।

৭। এই যজ্ঞে (ঋত্বিগ্গণের) হস্তদ্বারা (নিক্ষালিত) পাষাণ খণ্ড হইতে শব্দ উত্থিত হইতেছে, যদ্বারা নবগ্ব ও দশগ্বগণ (ইন্দ্রের) পূজা করিয়াছিলেন; যৎকালে সরমা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া ধেনুগণকে দেখিতে পাইলেন এবং অঙ্গিরার সমস্ত অনাদি কর্ম্ম সফল হইল।

৮। এই পূজনীয় উষার উদয়ে যখন অঙ্গিরাগণ (লব্ধ) ধেনুগণের সহিত মিলিত হইলেন, তখন সেই উৎকৃষ্ট যজ্ঞসভার উপযুক্ত দুগ্ধস্রাব হইতে লাগিল; কারণ সরমা ধেনুগণকে সত্যপথে দেখিতে পাইলেন।

৯। সপ্ত অশ্বের অধিপতি সূর্য্য আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হউন কারণ তাঁহাকে [illegible] পথদ্বারা একটি সুদূরবর্ত্তী গন্তব্যস্থানে

---

[*] [illegible] মূলে [illegible] বিশিশিপ্রং জিগায় [illegible] আছে। [illegible] বিশিশিপ্রং। বিগত হনুং শত্রুং [illegible] জিতবান্। যদ্বা মনুঃ সর্ব্বদা মন্ত্রেভ্যো বিশিশিপ্রা [illegible] সায়ণ। [illegible] মনু শিপ্রহীন বর্ব্বরদিগকে জয় করিয়াছিলেন, এই অর্থ অসঙ্গত; [illegible]

উপস্থিত হইতে হইবে), তিনি শ্যেন পক্ষীর ন্যায় ক্ষিপ্রগামী হইয়া প্রদত্ত হব্যের উদ্দেশে অবতরণ করিতেছেন; স্থির যৌবন ও দূরদর্শী সেই দেব নিজ রশ্মি মধ্যে অবস্থান করিয়া প্রভা বিস্তার করিতেছেন।

১০। সূর্য্য উজ্জ্বল বারিরাশির উপর আরোহণ করিয়াছেন; তিনি উজ্জ্বল পৃষ্ঠ অশ্বগণের উপর আরোহণ করিবামাত্র জ্ঞানী (উপাসকগণ); পোতের ন্যায় তাঁহাকে জলের উপর দিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। বারিরাশি তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিয়া অবনত হইয়াছে।

১১। হে দেবগণ! আমি জলের জন্য তোমাদিগের সর্ব্বদায়ক স্তোত্র পাঠ করিতেছি, যদ্দ্বারা নবগ্বগণ দশমাস সাধ্য যাগ সম্পাদন করিয়াছেন, আমরা যেন এই স্তব পাঠ করিয়া দেবগণের রক্ষণীয় হই এবং পাপের সীমা অতিক্রম করি।

---

৪৬ সূক্ত।

প্রথম ৬ ঋকের দেবতা বিশ্বদেবগণ, শেষ ২ ঋকের দেবতা দেবপত্নীগণ। প্রতিক্ষত্র ঋষি।

১। জ্ঞানী প্রতিক্ষত্র শকটে অশ্বের ন্যায় আপনাকে যজ্ঞভারে নিয়োজিত করিয়াছেন। আমি (হোতা) সেই অলৌকিক, রক্ষাবিধায়ক ভার বহন করিতেছি। আমি এই ভার বহন হইতে মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করি না, বারম্বার এই ভার আমার প্রতি সমর্পিত হয় এরূপও অভিলাষ করি না; মার্গাভিজ্ঞ বিদ্বানই অগ্রসর হইয়া সরল পথ দিয়া (মনুষ্যগণকে) লইয়া যান।

২। হে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র দেবগণ! তোমারা আমাদিগকে বল প্রদান কর। অথবা মরুদ্গণ বা বিষ্ণু (ইহা প্রদান করুন); নাসত্যদ্বয় রুদ্র, দেবগণের পত্নীগণ, পূষা, ভগ ও সরস্বতী যেন আমাদিগের পূজায় প্রসন্ন হয়েন।

৩। আমি রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্র ও অগ্নি, মিত্র ও বরুণ, অদিতি, সূর্য্য(১), পৃথিবী, স্বর্গ, মরুৎগণ, মেঘ সকল, বারিরাশি, বিষ্ণু, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি ও সবিতাকে আহ্বান করিতেছি।

৪। বিষ্ণু অথবা অহিংসাকারী বায়ু বা ধনদাতা সোম আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন এবং ঋভুগণ, অশ্বিদ্বয়, ত্বষ্টা কিংবা বিভ্বা আমাদিগকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে অনুকূল হউন।

৫। পূজনীয়, স্বর্গনিবাসী মরুৎগণ কুশের উপর উপবেশন করিবার নিমিত্ত আমাদিগের নিকট আগমন করুন এবং বৃহস্পতি, পূষা, বরুণ, মিত্র ও অর্য্যমা আমাদিগকে সমস্ত গৃহস্থ সুখ প্রদান করুন।

৬। উৎকৃষ্টস্তবার্হ পর্ব্বত সকল ও দানশীল নদীগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন; ধনদাতা দেব ভগ অন্ন ও রক্ষার সহিত আগমন করুন; সর্ব্ব-ব্যাপিনী অদিতি যেন আমার এই স্তব শ্রবণ করেন।

৭। দেবপত্নীগণ আমাদিগের স্তব কামনা করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন; তাঁহারা আমাদিগকে এরূপে রক্ষা করুন, যেন আমরা বলবান্ (পুত্র) ও প্রচুর অন্নলাভ করিতে পারি। হে দেবীগণ! তোমরা পৃথিবীতে থাক, অথবা (অন্তরীক্ষে থাকিয়া) জলের উপর তত্ত্বাবধান কর, আমরা তোমাদিগকে হৃদয়ের সহিত আহ্বান করিতেছি, তোমরা আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।

৮। দেবগণের ভার্য্যা দেবীগণ হব্য ভোজন করুন; ইন্দ্রাণী, অগ্নায়ী, দীপ্তিমতী অশ্বিনী, রোদসী, বরুণানী ইঁহারা প্রত্যেক (আমাদিগের স্তোত্র) শ্রবণ করুন; দেবীগণ হব্য ভোজন করুন; দেবপত্নীগণের মধ্যে যাহারা ঋতু সকলের (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) তাঁহারা (স্তোত্র) শ্রবণ ও (হব্য) ভক্ষণ করুন।

---

(১) মূলে "স্বঃ" আছে। "সরিতাদিত্য উচ্যতে স্বরণাৎ।" সায়ণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

৪৭ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। প্রতিরথ ঋষি।

১। পরিচর্য্যাকারিণী, নিত্যব্রতকারী, পূজনীয়া ও পূজিতা উষা আহূত হইয়া শক্তিমতী জননীর ন্যায় কন্যা স্বরূপ (পৃথিবীর) চৈতন্য বিধানপূর্ব্বক (মানবগণকে কার্য্যে) প্রবর্ত্তিত করিয়া স্বর্গ হইতে রক্ষাকারী (দেবগণের) সহিত যাগগৃহে আগমন করিতেছেন।

২। অসীম ও সর্ব্বব্যাপী রশ্মি সকল (প্রকাশনরূপ) নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া অমর (সূর্য্য) মণ্ডলের সহিত একত্র অবস্থানপূর্ব্বক স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতেছে।

৩। (জল) বর্ষণকারী ও দেবগণের আনন্দবিধায়ক ও দীপ্তিমান্ ও দ্রুতগামী (রশ্মি) জনকস্বরূপ পূর্ব্বদিকে প্রবেশ করিয়াছে; (পশ্চাৎ) স্বর্গ মধ্যে নিহিত বিভিন্নবর্ণ ও সর্ব্বব্যাপী (সূর্য্য) অন্তরীক্ষের উভয় প্রান্তে অগ্রসর হইতেছেন এবং (জগৎ) রক্ষা করিতেছেন।

৪। চারিজন (ঋত্বিক্) নিজ কল্যাণ কামনা করিয়া তাঁহার পুষ্টি-সাধন করিতেছেন; দশ (দিক্) নিজ গর্ভজাত তাঁহাকে দৈনিক গতি সম্পাদনার্থ প্রেরণ করিতেছে; তাঁহার (শীত; গ্রীষ্ম ও বর্ষাভেদে) ত্রিবিধ রশ্মি অন্তরীক্ষের সীমা সকল দ্রুত পরিভ্রমণ করিতেছে।

৫। হে ঋত্বিগগণ! এই সম্মুখস্থিত সূর্য্যমণ্ডল অতিশয় স্তবার্হ, ইহা হইতেই নদী সকল প্রবাহিত হয় এবং ইহাতেই বারিরাশি অবস্থান করে, ইহাকে অন্তরীক্ষ ও তুল্য বল ও পরস্পর সম্বন্ধ (দিবা ও রাত্রি) উভয়ে এবং (ইহা হইতে) উৎপন্ন অন্যান্য (ঋতুগণ) সর্ব্বত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

৫। সেই (অগ্নি) রমণীয় তেজ ধারণপূর্ব্বক অন্ধকার ও শত্রুগণের বিনাশ সাধন করিয়া চতুর্দ্দিকে জিহ্বার ন্যায় (শিখা) বিস্তার করিয়া (সংে গমন) করেন। আমরা তাঁহার পুরুসত্বতা অবগত নহি (১) কারণ এই ভগ, সবিতা বাঞ্ছিত (ধন) প্রদান করেন।

---

৪৯ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রির অপত্য প্রতিপ্রভ ঋষি।

১। (হে যজমানগণ)! অদ্য আমি তোমাদিগের জন্য মানবগণের মধ্যে ধন বিতরণকারী দেব সবিতা ও ভগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছি। হে অধিনায়কভূত বহুভোগকারী অশ্বিদ্বয়! আমি বন্ধুত্বকামনা করিয়া প্রত্যহ তোমাদিগের উপস্থিতি প্রার্থনা করিতেছি।

২। অসুর সবিতার উপস্থিতি অবগত হইয়া পবিত্র স্তোত্রদ্বারা তাঁহার উপাসনা কর। তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধন বিতরণ করেন, ইহা ঘোষণা করিয়া শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে স্তব কর।

৩। পূষা ও ভগ ও অদিতি বরণীয় অন্নদান করেন। উগ্র (সূর্য্য-তেজঃ দ্বারা আপনাকে) আচ্ছাদিত করিতেছেন। মনোজ্ঞ ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র ও অগ্নি সুখদায়ক দিবসের উৎপত্তি বিধান করেন।

৪। অনিন্দনীয় সবিতা আমাদিগকে অভিমত ধন প্রদান করুন, প্রবাহিত নদী সকল আমাদিগের নিকট ইহা আনয়ন করিবার নিমিত্ত বেগবতী হউক। সেই জন্য যজ্ঞের হোতা হইয়া আমি (এই সমস্ত স্তোত্র) পাঠ করিতেছি। আমরা যেন অন্ন ও বিবিধ ধনের অধিপতি হই।

৫। যাঁহারা বসুগণের নিকট অন্নস্বরূপ পশু বলি প্রদান করিয়াছেন ও যাঁহারা মিত্র ও বরুণের স্তোত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের যেন অতুল ঐশ্বর্য্য হয়। (হে দেবগণ)! তাঁহাদিগকে প্রচুর সুখ প্রদান কর এবং আমরা যেন স্বর্গ ও পৃথিবীর রক্ষা লাভ করিয়া আনন্দিত হই।

---

(১) মূলে "পুরুসত্বতা" আছে। "পুরুষত্বেন কামানাং পূরকত্বেন বা যুক্তং।" সায়ণ।

৫০ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। অত্রির অপত্য স্বস্তি ঋষি।

১। প্রত্যেক মনুষ্য দীপ্তিমান্ নেতা (সূর্য্যের) সখ্য [illegible] প্রত্যেক মনুষ্য (তাঁহার নিকট) ধন কামনা করুন; তিনি [illegible] পৌত্রাদির) পোষণার্থ ধন কামনা করেন।

২। হে দীপ্তিমান্ নেতা! এই সকল (পূজক) [illegible] গণের) পূজা করেন, সকলই তোমার উপাসক, আমাদিগের [illegible] ঐশ্বর্য্য ও সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয়।

৩। অতএব আমাদিগের অতিথি নেতা (দেবগণ) [illegible] পত্নীগণকে পূজা কর। দীপ্তিমান পথকর্ত্তা [illegible] আমাদিগের বিদ্বেষকারী ও শত্রুগণকে দূরীকৃত করেন।

৪। যখন যজ্ঞে [illegible] হয়, তিনি (সবিতা) যজমানের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হইয়া [illegible] গৃহ, অপত্য ও ধন প্রদান করেন।

৫। হে নেতা দীপ্তিমান্ (সবিতা)! [illegible] রথ আমাদিগের সুখ বিধান করুক। পূজিত (অঙ্গিরা) [illegible] সুখ ও কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহার স্তব করিতেছি, [illegible] তাঁহাদিগের স্তব করিতেছি।

৫১ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। স্বস্তি ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি সোমপান করিবার নিমিত্ত [illegible] দেবগণের সহিত যজমানের নিকট আগমন কর।

২। শ্রদ্ধাসহকারে পূজিত, সত্যধারক দেবগণ! তোমরা আমাদিগের যজ্ঞে আগমন কর এবং অগ্নির জিহ্বাদ্বারা হব্য পান কর।

৩। হে জ্ঞানসম্পন্ন পূজনীয় অগ্নি! তুমি জ্ঞানী ও প্রাতঃপ্রস্থানশীল দেবগণের সহিত সোম পানার্থ আগমন কর।

৪। ইন্দ্র ও বায়ুর প্রিয় পাত্রের উপর নিঃসৃত এই সোমরসদ্বারা পাত্র পরিপূর্ণ হইতেছে।

৫। হে বায়ু! তুমি হব্যদাতার প্রতি প্রসন্ন হইয়া হব্য ভোজন ও নিষিক্ত সোমরস পান করিবার নিমিত্ত আগমন কর।

৬। হে ইন্দ্র! হে বায়ু! তোমাদিগের এই নিষিক্ত সোমরস পান করা কর্তব্য; হে সদয় (দেবগণ)! অনুগ্রহপূর্বক ইহা পান কর এবং হব্যের উদ্দেশে আগমন কর।

৭। দধিমিশ্রিত সোমরস সকল ইন্দ্র ও বায়ু উদ্দেশে সমর্পিত হইয়াছে। নদী সকল যেরূপ নিম্নদেশে গমন করে, তদ্রূপ প্রদত্ত সোমরসও তোমাদিগের অভিমুখে গমন করিতেছে।

৮। হে অগ্নি! অখিল দেবগণ, অশ্বিদ্বয় ও উষার সহিত আগমন কর এবং অত্রির যজ্ঞে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলে, সেইরূপ নিষিক্ত সোমপান করিয়া আনন্দিত হও।

৯। হে অগ্নি! মিত্র, বরুণ, সোম ও বিষ্ণুর সহিত আগমন কর এবং অত্রির যজ্ঞে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলে নিষিক্ত সোমরস পান করিয়া সেইরূপ আনন্দিত হও।

১০। হে অগ্নি! আদিত্য, বসুগণ, ইন্দ্র ও বায়ুর সহিত আগমন কর এবং অত্রির যজ্ঞে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলে, নিষিক্ত সোমরস পান করিয়া সেইরূপ আনন্দিত হও।

১১। অশ্বিদ্বয় আমাদিগের অক্ষয় কল্যাণ বিধান করুন। ভগ ও দেবী অদিতি আমাদিগের অক্ষয় কল্যাণ বিধান করুন। অপ্রতিহত প্রভাব, অসুর পূষা আমাদিগের অক্ষয় কল্যাণ বিধান করুন। বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন দ্যাবাপৃথিবী মঙ্গল করুন।

১২। আমরা কল্যাণ কামনা করিয়া বায়ু ও জগৎরক্ষক সোমের স্তব করিতেছি। আমরা মঙ্গল কামনায় সমস্ত দেবগণের সহিত

বৃহস্পতির স্তব করিতেছি; আদিত্যগণ আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন।

১৩। অদ্য সমস্ত দেবগণ কল্যাণ বিধানার্থ আমাদিগকে রক্ষা করুন, মানবগণের হিতকরী গৃহদাতা অগ্নি কল্যাণ বিধানার্থ আমাদিগকে রক্ষা করুন। দীপ্তিমান্ ঋভুগণ কল্যাণ বিধানার্থ আমাদিগকে রক্ষা করুন, রুদ্র কল্যাণ বিধানার্থ আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।

১৪। হে মিত্র ও বরুণ! আমাদিগের মঙ্গল কর। হে পথ্যা রেবতী(১)! আমাদিগের মঙ্গল কর। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমাদিগের মঙ্গল কর। হে অদিতি! আমাদিগের মঙ্গল কর।

১৫। আমরা যেন সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে আমাদিগের পথে বিচরণ করি। আমরা যেন উপকার পরিশোধকারী, কৃতজ্ঞ ও অসন্দিগ্ধ-চিত্ত বন্ধুগণের সহিত মিলিত হই।

---

৫২ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। অত্রির অপত্য শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। হে শ্যাবাশ্ব! তুমি অধ্যবসায় সহকারে স্তবার্হ মরুৎগণের পূজা কর; তাঁহারা পূজনীয় এবং প্রত্যহ প্রদত্ত নির্দ্দোষ হব্য লাভ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

২। তাঁহারা সুদৃঢ় শক্তির অবিচলিত বন্ধু, তাঁহারা দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত পথে পরিভ্রমণ করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক (আমাদিগের) অসংখ্য (পুত্র ভৃত্যা-দিকে) রক্ষা করেন।

৩। গমনশীল ও জলবর্ষণকারী (মরুৎগণ) রাত্রি সকল অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করেন; অতএব সম্প্রতি আমরা মরুৎগণের স্বর্গ ও পৃথিবীতে প্রকাশিত শক্তির স্তব করিতেছি।

---

(১) মূলে "পথ্যে রেবতি" আছে। "পথ্যা অন্তরিক্ষমার্গঃ তদ্রূপা মার্গাভিমানিনী দেবী, হে তাদৃশী রেবতি ধনবতি দেবি।" সায়ণ। "Path (of the firmament) and Goddess of Riches."—*Wilson*

৪। অধ্যবসায় সহকারে মরুদ্গণের স্তব কর ও তাঁহাদিগকে হব্য প্রদান কর; কারণ তাঁহারা সমস্ত মর্ত্ত্যযুগে নশ্বর উপাসককে বিঘ্ন হইতে রক্ষা করেন।

৫। পূজনীয়, দানশীল, (যজ্ঞের) নেতা ও সমধিক বলশালী, স্বর্গীয় মরুৎগণকে যজ্ঞসাধন হব্য প্রদান কর।

৬। (বৃষ্টির) নেতা ও বলশালী মরুৎগণ সমুজ্জ্বল আভরণ ও বিশেষ অস্ত্রদ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন এবং (বিদ্যুৎরূপ) ঋষ্টি(১) নিক্ষেপ করিতেছেন; তড়িৎগণও গর্জ্জনকারী বারিরাশির ন্যায় প্রত্যহ তাঁহাদিগের অনুসরণ করে। দীপ্তিমান্ মরুৎগণের প্রভা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই বেগে নিঃসৃত হয়।

৭। মরুৎগণ, পৃথিবী ও সুবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা নদীবেগে ও বিস্তৃত স্বর্গ সমষ্টিতে বৃদ্ধি লাভ করেন।

৮। সত্যবল ও অতি প্রবৃদ্ধ মরুৎশক্তির স্তব কর, বারিবর্ষণকারী মরুৎগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে (আমাদিগের) হিতার্থ অন্ন স্বীকার করেন।

৯। মরুৎগণ পরুষ্ণী (নামক নদীতে) অবস্থান করেন ও (সকলের) পবিত্রতা বিধান করিয়া দীপ্তিদ্বারা আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করেন; তাঁহারা বলপূর্ব্বক রথ চক্রদ্বারা অদ্রি সকলকে বিদীর্ণ করেন।

১০। যে সকল মরুৎ আমাদিগের অভিমুখবর্ত্তী পথে বিচরণ করেন, অথবা যাঁহারা নানাদিকে গমন করেন, কিম্বা যাঁহারা (গিরিগুহা) মধ্যে অবস্থান করেন, বা যাঁহারা অনুকূল পথগামী(২), সেই সকল মরুৎ বিস্তৃত হইয়া আমার কল্যাণার্থ হব্য স্বীকার করেন।

১১। কখন নেতাগণ (জগৎ) রক্ষা করিতেছেন; কখন একত্র মিলিত হইয়া তাঁহারা (জগৎ) ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; কখন বা তাঁহারা

(১) মূলে "ঋষ্টিঃ" আছে "আয়ুধ বিশেষান্।" সায়ণ। "Javelins."—*Wilson.*

(২) মূলে "আপথয়ঃ বিপথয়ঃ অন্তঃপথাঃ অনুপথাঃ" আছে।

দূরদেশবর্ত্তী হইয়া (প্রহর্ত্তারা মেঘাদিকে) ধারণ করেন; এই প্রকারে তাঁহাদিগের বিবিধ মূর্ত্তি প্রকাশিত হউক।

১২। ছন্দোবাক্যে স্তবকারীগণ জলার্থী হইয়া (মরুৎগণের) স্তব করিয়া (গোতমের পানার্থ) একটী কূপ (প্রস্তুত করিবার জন্যে) তাঁহাদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন(৩); তন্মধ্যে কতকগুলি মরুৎ তস্করের ন্যায় (অদৃশ্য হইয়া) আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি (প্রাণরূপে) শরীরের দীপ্তি সাধন করিয়াছিলেন।

১৩। হে ঋষি (শ্যাবাশ্ব)! তুমি মনোহর বাক্যে সেই মরুৎগণের স্তব কর; তাঁহারা দর্শনীয়, অভ্র সংসর্গে সমুজ্জ্বল, জ্ঞানসম্পন্ন ও (তাবৎ পদার্থের শক্তিকারক)।

১৪। হে ঋষি! তুমি হব্য ও স্তোত্র সহকারে আদিত্যের ন্যায় মরুৎগণের নিকট উপস্থিত হও। শক্তিদ্বারা (বিশ্বের) পরাভবকারি মরুৎগণ! তোমরা স্বর্গ বা (অন্য কোন প্রদেশ) হইতে আগমন কর, আমরা তোমাদের স্তব করিতেছি।

১৫। (উপাসক যেন) ব্যগ্রতা সহকারে তাঁহাদিগের স্তব করিয়া ও (অন্য) দেবতাকে নিজ সম্মুখে আনয়ন করিতে অভিলাষী না হইয়া, সেই জ্ঞানসম্পন্ন (দেবগণের নিকটে) আপনাদিগের অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করেন; কারণ দ্রুতগমনের জন্য প্রসিদ্ধ সেই মরুৎগণ (পুরস্কার) বিতরণ করেন।

১৬। আমি তাঁহাদিগের উৎপত্তিক্রম অনুসন্ধান করায়, জ্ঞানী (মরুৎগণ আমাকে এই উত্তর দিয়াছেন; তাঁহারা বলিয়াছেন পৃশ্নি তাঁহাদিগের জননী, বলশালী মরুৎগণ বলিয়াছেন অন্নদাতা রুদ্র তাঁহাদিগের জনক।

১৭। সপ্ত সপ্ত জন শক্তিমান্ (মরুৎ) এক এক জনে আমাকে এক শত করিয়া প্রদান করুন(৪); আমি যেন যমুনা

(৩) [illegible] টীকা দেখ।

(৪) মূলে আছে "সপ্ত মে সপ্ত শাকিন এক মেকা শতা দদুঃ।" "সপ্ত" শব্দ দুই বার ব্যবহার হওয়াতে ইহাদ্বারা ৪৯ মরুৎ বুঝায় কি না ঠিক জানি না। সায়ণ ৪৯ মরুতের পৌরাণিক গল্পটি দিয়াছেন। "অদিতির্গর্ভে বর্তমানং বায়ুং ইন্দ্রঃ প্রবিশ্য সপ্তধা বিভাজ্য পুনরেকৈকং সপ্তধা ব্যভাজয়ৎ। তে একোনপঞ্চাশৎ মরুতঃ। অতঃ সপ্ত ইতি পুরাণেষু প্রসিদ্ধং।" সায়ণ।

৫। হে দানশীল মরুৎগণ! বৃষ্টিকালে সর্বত্র সঞ্চারিণী দীপ্তির ন্যায় তোমাদিগের রথ (দর্শন করিয়া) আমি আনন্দ অনুভব করি।

৬। (বৃষ্টির) নেতা ও দানশীল মরুৎগণ হব্যদাতার নিমিত্ত অন্তরীক্ষ হইতে (জলের) ভাণ্ডারস্বরূপ মেঘ সকলকে বর্ষণ করেন; তাঁহারা স্বর্গ ও পৃথিবীর জন্য বারিপূর্ণ মেঘ সকল শিথিল করেন, পশ্চাৎ জলবর্ষণকারী মরুৎগণ (প্রচুর) জলের সহিত সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েন।

৭। হে মরুৎগণ! (মেঘ হইতে) বারিরাশি নিঃসৃত করিলে (দুগ্ধস্রাবিণী) ধেনুগণের ন্যায় সেই জল অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত হয় এবং অধ্বগমনার্থ, বিমুক্ত, দ্রুতগামী অশ্বগণের ন্যায় নদী সকল মহাবেগে সর্বত্র প্রধাবিত হয়।

৮। হে মরুৎগণ! তোমরা স্বর্গ হইতে, অন্তরীক্ষ হইতে, অথবা এই (পৃথিবী) হইতে আগমন কর; দূরে অবস্থান করিও না।

৯। হে মরুৎগণ! রসা, অনিতভা ও কুভা (নামক নদী সকল)(২) এবং সর্বত্র গমনশীল সিন্ধু তোমাদিগের যেন বিলম্ব উৎপাদন না করে, জলময়ী সরযু যেন তোমাদিগকে নিরুদ্ধ করিয়া না রাখে; আমরা যেন তোমাদিগের (আগমন জনিত) সুখ লাভ করি।

১০। হে মরুৎগণ! তোমরা দীপ্তিমান্ ও সর্বত্র গমনশীল, বৃষ্টি সকল তোমাদিগের অনুগমন করে। আমি তোমাদিগের স্তব করিতেছি।

১১। হে মরুৎগণ! আমরা যেন উৎকৃষ্ট স্তোত্র ও যজ্ঞসহকারে তোমাদিগের বিভিন্ন শক্তি, বিভিন্ন দল ও প্রত্যেক দলের অনুসরণ করি।

১২। অদ্য মরুৎগণ এই রথে আরোহণ করিয়া কোন সুজাত হব্যদাতার নিকট গমন করিবেন?।

১৩। হে মরুৎগণ! তোমরা যেরূপ সন্তুষ্টচিত্তে পুত্র ও পৌত্রকে অক্ষয় ধান্যবীজ(৩) প্রদান কর, আমাদিগকেও [illegible] সেইরূপ সন্তুষ্টচিত্তে

(২) এ সকল নদী কোথায়? এই খণ্ডে সরযু নদীরও উল্লেখ আছে। এবং যে সিন্ধু শব্দ আছে তাহার অর্থ সমুদ্র বা সিন্ধু নদী?।

(৩) মূলে "ধান্যং বীজং" আছে। সায়ণ ইহার কোন ব্যাখ্যা দেন নাই। "ধান্যং" শব্দ কোন এক "বীজম্" শব্দের বিশেষণ; অর্থ ধান্য সম্বন্ধীয় বীজ,

প্রদান কর, কারণ আমরা তোমাদিগের নিকট জীবন পোষক ও [illegible] অন্ন ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করিতেছি।

১৪। হে মরুৎগণ! আমরা যেন সৎকর্ম্মদ্বারা পাপ হইতে অন্তরে থাকিয়া আমাদিগের দূঢ় অভিলাষকারী শত্রুগণের উপর জয় লাভ করি, তোমরা বৃষ্টিবর্ষণ করিলে আমরা যেন বিবিধ সুখ, ধেনুসমূহ ও ঔষধ সকল লাভ করি।

১৫। হে পূজিত ও নেতা মরুৎগণ! তোমরা যাহাকে রক্ষা কর, তিনি দেবগণের অনুগৃহীত ও প্রশস্ত পুত্রাদিসম্পন্ন হয়েন; আমরা যেন সেই ব্যক্তির ন্যায় হইতে পারি।

১৬। (হে ঋষি!) তুমি স্তবকারী এই যজমানের যজ্ঞে দানশীল (মরুৎগণের) স্তব কর; তৃণাদি ভক্ষণার্থ গমনকারী ধেনুগণের ন্যায় তাঁহারা আনন্দিত হউন; গমনকারী মরুৎগণকে পুরাতন বন্ধুর ন্যায় আহ্বান কর; স্তবাভিলাষী মরুৎগণের উৎকৃষ্ট স্তোত্রদ্বারা স্তব কর।

---

৫৪ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। এই স্তুতিদ্বারা মরুৎ বলের প্রশংসা কর; মরুৎগণ নিজতেজে বলীয়ান্, পর্ব্বতগণের উৎপাটনকারী, উত্তাপনাশক, স্বর্গ হইতে আগত, পরিচিতযশ ও প্রচুর অন্নদাতা; তাঁহাদিগকে প্রচুর হব্য প্রদান কর।

২। হে মরুৎগণ! তোমরা দীপ্তিমান, বারিবর্ষক ও অন্নবর্দ্ধক, তোমরা রথে অশ্ব যোজনা করিয়া সর্ব্বত্র গমন কর ও বিদ্যুতের সহিত মিলিত হও; উৎকাকে ত্রিত গর্জ্জন করেন এবং সর্ব্বব্যাপিনী বারিধারা ভূতলে পতিত হয়।

ঋষির নাম [illegible] নিত্য এবং অর্থ কি, অন্যান্য স্থানে নাম [illegible] অর্থে [illegible] টীকা দেখ।

৩। প্রখর দীপ্তিশালী, বারিবর্ষক, অম্বুব্যাপ্ত, দীপ্তিমান্‌, পর্ব্বতভেদী, নিরন্তর বৃষ্টিদাতা, বজ্রধারী, সমবেত গর্জ্জনকারী, উদ্যোগশালী ও অমিত বলসম্পন্ন মরুৎগণ বৃষ্টির জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন।

৪। হে রুদ্র পুত্রগণ! তোমরা দিবা ও রাত্রি প্রবর্দ্ধিত কর। হে শক্তিসম্পন্নগণ! তোমরা অন্তরীক্ষ ও জগৎ সমুদয় বিক্ষিপ্ত কর। হে কম্পনবিধায়ীগণ! তোমরা (সমুদ্রগর্ভস্থ) নৌকার ন্যায় মেঘ সকলকে বিধূনিত কর। তোমরা (শত্রুদিগের) দুর্গ সকল বিনষ্ট কর, অথচ হে মরুৎগণ! তোমরা হিংসা কর না।

৫। হে মরুৎগণ! সূর্য্য যেরূপ (বহুদূরে) নিজ দীপ্তি বিস্তার করেন, অথবা বিচিত্রবর্ণ (দেবগণের অশ্ব সকল যেরূপ দূরগামী হয়), তদ্রূপ তোমাদিগের সুপ্রসিদ্ধ বীর্য্য, তোমাদিগের গৌরব সুদূরব্যাপ্ত করিয়াছে। হে অসীম দীপ্তিশালী মরুৎগণ! তোমরা বারিবর্ষণে প্রতিবন্ধক মেঘকে বিদীর্ণ করিয়াছ।

৬। হে বৃষ্টিবর্ষণকারী মরুৎগণ! যৎকালে জলপূর্ণ মেঘকে বিক্ষিপ্ত করিয়া বৃষ্টিপাত কর, তৎকালে তোমাদিগের বল প্রকাশিত হয়। নেত্র যেরূপ (পথ প্রদর্শক হয়) তদ্রূপ তোমরা সকলে পরস্পর সমবেত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদিগকে সুগম পথদ্বারা ঐশ্বর্য্য সমীপে লইয়া যাও।

৭। হে মরুৎগণ! যে ঋষি, বা রাজাকে তোমরা প্রবর্দ্ধিত কর, তিনি পরাজিত বা নিহত হয়েন না। তাঁহার ক্ষয়, যন্ত্রণাও ক্ষতি হয় না; তাঁহার ধন বা নিরাপদতার হ্রাস হয় না।

৮। নিযুৎনামক অশ্বগণের অধিপতি, পদার্থ সকলের সংশ্লেষনাশক, (অসাধারণ শক্তির) নেতা ও আদিত্যগণের ন্যায় দীপ্তিশালী মরুৎগণ বারিরাশি প্রদান করেন। যখন তাঁহারা একাধিপত্য লাভ করেন, তৎকালে [illegible] জল পূর্ণ করেন এবং উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিয়া তাঁহারা [illegible] জলদ্বারা পৃথিবীকে আর্দ্র করেন।

৯। এই পৃথিবী মরুৎগণের জন্য পরিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বিস্তৃত স্বর্গ প্রবহমান বায়ুর জন্য [illegible] আছে। অন্তরীক্ষস্থিত পথ সকল

১৫। হে মরুৎগণ! তোমরা রক্ষা করণে তৎপর বলিয়া আমি তোমাদিগের নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছি। সূর্য্য যেরূপ (নিজ রশ্মি বহু দূরে বিস্তৃত করেন) তদ্রূপ সেই ধনদ্বারা আমরা পুত্র ভৃত্যাদিগণকে সুদূর ব্যাপ্ত করিতে পারিব। হে মরুৎগণ! তোমরা আমার এই স্তবে প্রসন্ন হও যেন এই স্তোত্রবলে আমরা শত হেমন্ত অতিক্রম করিব (অর্থাৎ শত বৎসর জীবিত থাকিব)(৩)।

---

৫৫ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। পূজনীয় মরুৎগণ সমুজ্জ্বল অস্ত্রধারী ও বক্ষঃস্থলে সুবর্ণ আচ্ছরণ-ধারী, তাঁহারা প্রভূত বল ধারণ করেন। বিনীত, দ্রুতগামী অশ্বগণ তাঁহাদিগকে বহন করিতেছে। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করিতেছে।

২। হে মরুৎগণ! তোমরা যেরূপ উচিত বোধ কর, স্বয়ং সেইরূপ বল ধারণ কর। তোমরা অসীম ও বলবান্ রূপে শোভা পাও ও বলদ্বারা অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত কর। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে।

৩। বলবান্ মরুৎগণ এককালে জন্মিয়াছেন ও এককালে বর্ষণ করেন। তাঁহারা শোভাসম্পন্ন হইয়া বৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সূর্য্য রশ্মির ন্যায় (যাগাদি ক্রিয়ার) অধিনায়ক ও দীপ্তিমান্। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে।

৪। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের মহত্ত্ব, স্তবার্হ ও সূর্য্য মূর্ত্তির ন্যায় দর্শনীয়। তোমরা আমাদিগের স্বর্গ সাধন বিষয়ে সহায়তা কর। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে।

৫। হে মরুৎগণ! তোমরা অন্তরীক্ষ হইতে (বারি) বর্ষণ কর। হে জল সম্পন্ন! তোমরা বৃষ্টিপাত কর। হে শত্রুনাশকগণ! তোমাদিগের ধেনুগণ

---

(৩) মনুষ্য পরমায়ুর সীমা শত বৎসর।

(অর্থাৎ মেঘ সকল) কখনও শুষ্ক হয় না। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে।

৬। হে মরুৎগণ! যৎকালে তোমরা (রথাগ্র ভাগে) পৃষতী অশ্বী সকলকে যোজনা কর, তৎকালে তোমরা হিরণ্ময় কবচ(১) উন্মুক্ত কর। এইরূপে তোমরা সমস্ত সংগ্রাম জয় কর। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে।

৭। হে মরুৎগণ! পর্ব্বত বা নদী সকল তোমাদিগের গতিরোধ না করুক। তোমরা যে কোন স্থানে যাইতে অভিপ্রায় কর, তথায় গমন কর এবং স্বর্গ ও পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হও। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে।

৮। হে মরুৎগণ! (তোমাদিগের উদ্দেশে যে কোন যাগাদি) পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও অধুনা হইতেছে; হে বসুগণ! যে কোন মন্ত্রগীত হইতেছে ও যে কোন স্তোত্র পঠিত হইতেছে, তোমরা তৎসমস্ত অবগত হও। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করে।

৯। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগের অনিষ্ট বিধান না করিয়া সুখ বিধান কর। তদ্দ্বারা আমাদিগের স্তোত্রের পুরস্কার কর। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ গমন করিতেছে।

১০। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগকে ঐশ্বর্য্যাভিমুখে লইয়া যাও, আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর। হে পূজনীয় (মরুৎগণ)! তোমরা আমাদিগের প্রদত্ত হব্য গ্রহণ কর, আমরা যেন নানাবিধ ধনের অধিপতি হই।

(১) মূলে "হিরণ্যয়ান্ অৎকান্" আছে। "অৎকান্" অর্থে "কবচান্।" সায়ণ। "Breastplates."—*Wilson*.

৫৬ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। হে অগ্নি! উজ্জ্বলাভরণভূষিত বিজয়ী মরুৎগণকে আহ্বান কর; দীপ্তিমান্ স্বর্গ হইতে আমাদিগের অভিমুখে আসিবার নিমিত্ত অদ্য আমি মরুৎগণকে আহ্বান করিতেছি।

২। হে অগ্নি! তুমি মনোমধ্যে যে কোনরূপে মরুৎগণের পূজা কর, তাঁহারা যেন আমার নিকট উপকারকভাবে আগমন করেন; যাঁহারা তোমার আহ্বান শ্রবণমাত্র আগমন করেন, ভীষণমূর্ত্তি সেই সমস্ত মরুতের হব্য প্রদান করিয়া তৃপ্তি বর্দ্ধন কর।

৩। পৃথিবী (স্থিত লোক) অন্য ব্যক্তিদ্বারা উৎপীড়িত হইলে (আশ্রয়লাভার্থ) যেরূপ আপনাদিগের প্রবল প্রভুর নিকট গমন করে, তদ্রূপ (মরুৎসেনা) উল্লাসিত হইয়া আমাদিগের নিকট আসিতেছে। হে মরুৎগণ! তোমরা অগ্নির ন্যায় কর্ম্মক্ষম ও ভীষণদের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ।

৪। দুর্দমা গোসকলের ন্যায় যে সকল মরুৎ নিজবলে অক্লেশে শত্রু সংহার করেন না, তাঁহারা নিজ সঞ্চারদ্বারা প্রকাণ্ড, শব্দায়মান, জলপূর্ণ মেঘ প্রেরণ করেন।

৫। হে মরুৎগণ! তোমরা উত্থিত হও; আমি এই সকল স্তোত্রদ্বারা বারিরাশির ন্যায় সমৃদ্ধিশালী, বলসম্পন্ন, অপূর্ব্ব মরুৎগণের আহ্বান করিতেছি।

৬। হে মরুৎগণ! তোমরা রথে অরুণীগণকে যোজনা কর, রথসমূহে রোহিতগণকে যোজনা কর; ভারবহনার্থ দ্রুতগামী হরিদ্বয়কে(১) যোজনা কর; যাহারা বহনকার্য্যে সুদক্ষ, ভারবহনার্থ তাহাদিগকে যোজনা কর।

---

(১) সূর্য্যের অশ্বের নাম অরুণ (১।৩।১ ঋকের টীকা দেখ)। অগ্নির অশ্বের নাম রোহিত। ইন্দ্রের অশ্বের নাম হরি।

৩। হে মরুৎগণ! তোমরা অন্তরীক্ষে মেঘ সকলকে বিক্ষিপ্ত কর ও হব্য দাতাকে ধন প্রদান কর, তোমাদিগের আগমন ভয়ে বন সকল বিকম্পিত হয়, হে পৃশ্নি পুত্রগণ! যৎকালে প্রচণ্ডমূর্ত্তি তোমরা বারিবর্ষণার্থ তোমাদিগের অশ্বগণকে (রথে) যোজনা কর, তৎকালে পৃথিবী সংক্রুদ্ধ হয়।

৪। মরুৎগণ দীপ্তিমান্, বৃষ্টিশোধক, যমজের ন্যায় তুল্যরূপে মনোজ্ঞ মূর্ত্তি, শ্যামবর্ণ ও অরুণবর্ণ, অশ্বগণের অধিপতি, নিষ্পাপ ও শত্রুক্ষয়কারী এবং আয়তনে আকাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ।

৫। প্রচুর বারিবর্ষণকারী, আবরণধারী, দানশীল, উজ্জ্বলমূর্ত্তি, অক্ষয় ধনসম্পন্ন, সুজন্মা ও (বক্ষঃস্থলে) সুবর্ণ আভরণধারী এবং পূজনীয় মরুৎগণ স্বর্গ হইতে আগমন পূর্ব্বক অমৃতময় হব্য লাভ করিয়াছেন।

৬। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের স্কন্ধদেশে ঋষ্টী সকল, বাহুদ্বয়ে শত্রু নাশক বল, শিরোদেশে স্বর্ণময় উষ্ণীষ, রথোপরি অস্ত্র সকল এবং অঙ্গ সকলে শোভা সমস্ত অবস্থিত আছে।

৭। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগকে বহু গো, অশ্ব, রথ, প্রশস্ত পুত্র ও হিরণ্যের সহিত অন্ন প্রদান কর, হে রুদ্র পুত্রগণ! তোমরা আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর। আমি যেন তোমাদিগের স্বর্গীয় রক্ষা ভোগ করি।

৮। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও; তোমরা নেতা, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, অবিনশ্বর, বারিবর্ষক, সত্যানিবন্ধন প্রসিদ্ধ, জ্ঞানসম্পন্ন, তরুণ, প্রচুর স্তুতিযুক্ত এবং প্রচুর বর্ষণকারী(২)।

---

৫৮ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। অদ্য আমি দীপ্তিমান্ স্তবার্হ মরুৎগণের স্তব করিতেছি; মরুৎগণ বেগবান্, অশ্বগণের অধিপতি, বলপূর্ব্বক সর্ব্বত্র গতিশীল, জলের অধিপতি ও নিজ প্রভাদ্বারা প্রভাবিত।

---

(২) "বর্ষ্টি" অর্থে সায়ণ বৃষ্টি করিয়াছেন।

২। হে হোতা! তুমি দীপ্তিমান, বস্ত্রশালী, বলয় (শোভিত) হস্ত(১), কম্পনবিধায়ক, জ্ঞানসম্পন্ন ও ধনদাতা মরুৎগণের পূজা কর; যাঁহারা সুখদাতা, যাঁহাদিগের মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা নাই, অতুলৈশ্বর্য্যসম্পন্ন নেতা সেই সকল মরুতের বন্দনা কর।

৩। যে সমস্ত বিশ্বব্যাপী মরুৎ বৃষ্টি উৎপাদন করেন, তাঁহারা বারিবর্ষণ করিয়া অদ্য তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হয়েন; হে তরুণ ও জ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ! তোমাদিগের জন্য যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তোমরা তদ্দ্বারা প্রীতিলাভ কর।

৪। হে পূজনীয় মরুৎগণ! তোমরা যজমানকে দীপ্তিমান, শত্রুসংহারক ও বিশ্বদ্বারা গঠিত একটী পুত্র প্রদান কর। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের হইতেই দৃঢ়মুষ্টি, ভুজবলদ্বারা শত্রুনাশক ও অসংখ্য অশ্বের অধিপতি পুত্র উৎপন্ন হয়।

৫। রথস্থিত শঙ্কুর ন্যায় তোমরা কেহই কাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহ, কিন্তু দিবসসমূহের ন্যায় সকলেই পরস্পর সমান। পৃশ্নির পুত্রগণ সকলেই সমানরূপে জাত, কেহই দীপ্তিবিষয়ে নিকৃষ্ট নহেন; বেগগামী মরুৎগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সম্যক্‌রূপে বারিবর্ষণ করেন।

৬। হে মরুৎগণ! যৎকালে তোমরা পৃষতী অশ্বদ্বারা আকৃষ্ট দৃঢ়চক্র রথে আরোহণপূর্ব্বক আগমন কর, তৎকালে বারিরাশি পতিত হয়, বন সকল (বেগবশতঃ) ভগ্ন হয় এবং সূর্য্যকিরণ সম্পৃক্ত বারিবর্ষণকারী (পর্জ্জন্য) অধোমুখ হইয়া (বৃষ্টির জন্য) শব্দ করিতে থাকে।

৭। এই সকল মরুতের আগমনে পৃথিবী উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয়; পতি যেরূপ ভার্য্যার গর্ভ উৎপাদন করে, তদ্রূপ মরুৎগণ পৃথিবীর উপর গর্ভ স্থানীয় সলিল স্থাপিত করেন, রুদ্রপুত্রগণ বেগগামী অশ্বগণকে রথের অগ্রভাগে যোজিত করিয়া বর্ষ (বৃষ্টি) নিঃসৃত করিতেছেন।

৮। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগের প্রতি অনুকূল হও; তোমরা নেতা, বিপুলৈশ্বর্য্যশালী, অবিনশ্বর, বারিবর্ষক, সত্যনিবন্ধন, প্রসিদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন, তরুণ, প্রচুর ভক্তিযুক্ত এবং প্রচুর বর্ষণকারী।

(১) মূলে "খাদি" আছে। খাদি পদের আভরণ (৫৪। ১১। ঋকের টীকা দেখ) এবং হস্তেরও আভরণ। অতএব খাদি অর্থে এখনকার ভাষার খল বা বালা।

৫৯ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। হে মরুৎগণ! হব্যদাতার কল্যাণ বিধানার্থ হোতা সম্যকরূপে তোমাদিগের স্তব করিতেছেন। (হে হোতা)! তুমি দ্যুর স্তব কর, আমি পৃথিবীর স্তোত্র সম্পাদন করিতেছি। মরুৎগণ সর্ব্বব্যাপী (বৃষ্টি সকল) পাতিত করিতেছেন; তাঁহারা অন্তরীক্ষের সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতেছেন এবং মেঘ সকলের সহিত নিজ তেজ একত্রিত করিতেছেন।

২। জনাকীর্ণ নৌকা (জল মধ্যে দিয়া) যেরূপ কম্পিতভাবে গমন করে, তদ্রূপ মরুৎগণের আগমনে পৃথিবী ভয়ে কম্পিত হইতে থাকে। তাঁহারা দূর হইতে দৃষ্ট হইয়া ও গতিদ্বারা পরিজ্ঞাত হয়েন; নেতা মরুৎগণ (স্বর্গ ও পৃথিবীর) মধ্যে সমধিক হব্য ভক্ষণার্থ চেষ্টা করেন।

৩। হে মরুৎগণ! তোমরা শোভার্থ গোশৃঙ্গের ন্যায় উৎকৃষ্ট (কিরীট) ধারণ কর, (দিবসের) নেত্রভূত সূর্য্য যেরূপ নিজ রশ্মি সকল বিকীর্ণ করেন, তদ্রূপ তোমরা বৃষ্টি মোচনার্থ সর্ব্বপ্রকাশক তেজ ধারণ কর, তোমরা অশ্বগণের ন্যায় বেগবান্ ও মনোহর। হে নেতা মরুৎগণ! তোমরা যজমানগণের ন্যায় (পবিত্র যাগাদি কার্য্য) মঙ্গল বিধায়ক বিবেচনা কর।

৪। হে মরুৎগণ! পূজনীয়, তোমাদিগের পূজা কে করিতে পারিবে? কে তোমাদিগের (যথাযোগ্য) স্তোত্র পাঠে সমর্থ হইবে? কে তোমাদিগের বীরত্ব ঘোষণা করিতে পারিবে? কারণ তোমরা উর্ব্বরতা বিধানার্থ বৃষ্টি পাত করিলে ধরিত্রী কিরণবৎ কম্পিত হইতে থাকে।

৫। অশ্বগণের ন্যায় (বেগগামী), দীপ্তিমান্, পরস্পর স্নেহসূত্রে বদ্ধ, মরুৎগণ বীরগণের ন্যায় যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। (সমৃদ্ধিসম্পন্ন) মানবগণের ন্যায় নেতা মরুৎগণ সমধিক শক্তিশালী হইয়া বৃষ্টিদ্বারা সূর্য্যের চক্ষু আবৃত করিতেছেন।

৬। মরুৎগণের মধ্যে কেহ কাহা অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ নহে। শত্রুসংহারক মরুৎগণের মধ্যে কেহ মধ্যম নহে, সকলেই প্রভাব বিষয়ে

সমৃদ্ধিসম্পন্ন। হে সুজন্মা মনুষ্যগণের হিতকারী পৃশ্নিপুত্র মরুৎগণ! তোমরা স্বর্গ হইতে আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর।

৭। শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উড্ডীন পক্ষিগণের ন্যায় তাঁহারা বলপূর্ব্বক বিস্তীর্ণ সমুন্নত দ্যুলোকমণ্ডলের উপরিভাগ দিয়া অন্তরীক্ষের পর্য্যন্তভাগে গমন করেন। তাঁহাদিগের অশ্বগণ মেঘ হইতে বৃষ্টি পাতিত করে, ইহা (দেব ও মনুষ্য) উভয়েই অবগত আছেন।

৮। স্বর্গ এবং পৃথিবী আমাদিগের পোষণার্থ (বৃষ্টি) উৎপাদন করুন। বিচিত্রদানশীল উষা সকল (আমাদিগের কল্যাণ বিধানার্থ) যত্ন করুন। হে ঋষি! এই সমস্ত রুদ্রপুত্র তোমার স্তবে (প্রীত হইয়া) স্বর্গীয় বৃষ্টিবর্ষণ করুক।

---

৬০ সূক্ত।

অগ্নির সহিত মরুৎগণ দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। আমি স্তোত্রদ্বারা রক্ষাকারী অগ্নির স্তব করিতেছি। তিনি সম্প্রতি যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া ও প্রসন্ন হইয়া সেই স্তোত্র অবগত হউন। আমি অন্নকামনায় (গন্তব্যস্থানের অভিমুখবর্ত্তী) রথ সকলের ন্যায় স্তোত্র সকলদ্বারা নিজ অভিমত সম্পাদন করিতেছি। আমি প্রদক্ষিণ করিয়া যেন মরুৎগণের স্তোত্র বর্দ্ধন করিতে পারি।

২। হে ভীষণ রুদ্রপুত্র মরুৎগণ! তোমরা প্রসিদ্ধ অশ্বগণদ্বারা (আকৃষ্ট), শোভন, অন্নসমন্বিত রথে আরূঢ় হইয়া গমন কর। (তোমাদিগের আগমনে) বন সকল ভয়ে সঙ্কুচিত হয় এবং পৃথিবী ও পর্ব্বত ভয়ে কম্পিত হইতে থাকে।

৩। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের শব্দে উন্নত মহাপর্ব্বতও ভীত হয় এবং অন্তরীক্ষের সমুন্নত প্রদেশও কম্পিত হয়। হে অস্ত্রধারী মরুৎগণ! যৎকালে তোমরা ক্রীড়া কর তৎকালে তোমরা বারিরাশির ন্যায় সকলে সমবেত হইয়া বেগে প্রধাবিত হও।

৪। ঐশ্বর্য্যশালী বর যেরূপ সুবর্ণময় অলঙ্কার ও সলিল দ্বারা(১) আপনাদিগের দেহ ভূষিত করে, তদ্রূপ এই সকল শ্রেষ্ঠ ও বলশালী মরুৎগণ রথোপরি সমবেত হইয়া আপনাদিগের দেহের শোভা সম্পাদনার্থ সমধিক আয়োজন করিতেছেন।

৫। এই সমস্ত মরুৎ এক সময়ে উৎপন্ন, সুতরাং পরস্পর জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ-ভাব বর্জ্জিত হইয়া ভ্রাতৃভাবে ও সমৃদ্ধি সহকারে বর্দ্ধিত হইয়াছেন। নিত্য-তরুণ, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী মরুৎগণের পিতা রুদ্র ও (জননী) দোহন-যোগ্যা পৃশ্নি মরুৎগণের নিমিত্ত দিন সকল অনুকূল করুন।

৬। হে সৌভাগ্যশালী মরুৎগণ! তোমরা স্বর্গের ঊর্দ্ধ, মধ্য, বা অধো-দেশে অবস্থান কর, হে রুদ্রগণ! তথা হইতে আমাদিগের নিকট আগমন কর। হে অগ্নি! অদ্য আমরা যে হব্য প্রদান করিতেছি, তাহা তুমি অবগত হও।

৭। হে সর্ব্বজ্ঞ মরুৎগণ! যে হেতু তোমরা ও অগ্নি স্বর্গের ঊর্দ্ধ দেশে ও উপরিভাগে অবস্থান কর, অতএব তোমরা আমাদিগের (স্তব ও হব্যে) প্রীত হইয়া শত্রুগণকে কম্পিত ও বিনষ্ট করিয়া হব্যদাতা যজমানকে অভি-লষিত ধন প্রদান কর।

৮। হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি প্রাচীন কেতুস্বরূপ (শিখাসমূহ) ধারণ করিয়া শোভমান, পূজনীয়, সমবেত পবিত্রতাবিধায়ক, প্রীতিদায়ক ও দীর্ঘজীবী মরুৎগণের সহিত উল্লাসিত হইয়া সোম পান কর।

---

(১) মূলে "মধ্যাভিঃ" আছে। সায়ণ উদক অর্থ করিয়াছেন। চন্দনাদি হওয়া সম্ভব, বিবাহের সময় বরের চন্দনাদি ও সুবর্ণের অলঙ্কার দ্বারা সজ্জা করাই সম্ভব।

৬১ সূক্ত(১)।

১। হইতে ৪ ঋকের ও ১১ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত ৬ ঋকের দেবতা মরুৎগণ, অন্যান্য ঋকে নানাবিধ দানের উল্লেখ আছে। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। হে শ্রেষ্ঠতম নেতাগণ! কে তোমরা সুদূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে একে একে উপস্থিত হইয়াছ?।

২। তোমাদিগের অশ্বগণ কোথায়? বল্গা কোথায়? কি রূপ সামর্থ্য, কিরূপেই বা গমন করিতেছ? (অশ্বগণের) পৃষ্ঠদেশে আস্তরণ ও নাসিকাদ্বয়ে বল্গারজ্জু লক্ষিত হইতেছে।

৩। অশ্বগণের জঘন দেশে কশাঘাত হইতেছে, রমণীগণ পুত্রোৎপাদন কালে উরুদ্বয় যেরূপ বিবৃত করে, নেতৃগণ তাহাদিগকে সেইরূপ উরুদ্বয় বিবৃত করিতে বাধ্য করিতেছেন।

---

(১) সায়ণাচার্য্য বলেন একটী আশ্চর্য্য প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া এই সূক্তের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন আগম পারদর্শিরা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন, যে বিদদশ্বের পুত্র রাজা রথবীতি অত্রি বংশীয় অর্চনানাকে যজ্ঞ কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন। অর্চনানা পিতৃসমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া স্বপুত্র শ্যাবাশ্বের সহিত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে সম্মত হইয়া নিজ মহিষীকে জিজ্ঞাসা করায় রাজমহিষী এই আপত্তি করিলেন, যে তাঁহাদিগের বংশে সকল কন্যারই ঋষিগণের সহিত বিবাহ হইয়াছে, অথচ শ্যাবাশ্ব ঋষি নহেন, সুতরাং তাহার সহিত কিরূপে বিবাহ হইবে। এই আপত্তি উপস্থিত হওয়ায় রাজা শ্যাবাশ্বের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হইলে, শ্যাবাশ্ব রাজকুমারী প্রাপ্তির আশায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে একদা রাজা তরন্তের মহিষী শশীয়সীর নিকট উপস্থিত হইলেন, শশীয়সী শ্যাবাশ্বকে সঙ্গে লইয়া পতি সমীপে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে সমুচিত অতিথি সৎকার করিতে বলিলেন। অনন্তর শশীয়সী তাঁহাকে গোযূথ ও আভরণ প্রদান করিলে তরন্ত তাঁহাকে অভিলষিত ধন প্রদান করিয়া নিজ অনুজ পুরুমীঢ়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্যাবাশ্ব গমন কালে পথিমধ্যে মরুৎগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সন্তুষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের স্তব করিতে লাগিলেন। মরুৎগণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করিলেন ও তাঁহাদিগেরই প্রসাদে তিনি সূক্তদ্রষ্টা হইলেন। অনন্তর রথবীতি ও তাঁহার মহিষী শ্যাবাশ্বের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দিলেন। পুরুমীঢ়, তরন্ত, শশীয়সী, রথবীতি ও মরুৎগণ তুষ্ট হইয়া শ্যাবাশ্বকে যাহা প্রদান করিয়াছিলেন এই সূক্তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ বৈদিক আখ্যান সমূহ হইতে উপলব্ধি হয়, যে তৎকালে রাজকন্যাগণের ঋষি ও ঋষিগণের সহিত বিবাহে কোন ও বাধা ছিল না। ঋষি ও ঋষিগণের একটী ভিন্ন "জাতি" সঙ্গঠিত হয় নাই।

৪। হে মর্ত্ত্যগণের হিতকারী মরুদ্গণ, শত্রুনাশক বীরগণ! তোমরা অগ্নিসন্তপ্ত (তাম্রাদির ন্যায়) প্রদীপ্ত মূর্ত্তি হইতেছ।

৫। শ্যাবাশ্ব যাঁহার স্তব করিয়াছেন, সেই বীর তরন্তকে যিনি ভুজপাশে বন্ধন করিয়াছেন, সেই তরন্ত মহিষী শশীয়সী আমাকে অশ্ব গো ও শত মেষাত্মক পশু সমূহ প্রদান করিয়াছেন।

৬। যে পুরুষ দেবগণের আরাধনা ও ধন দান না করে, সেই স্ত্রী শশীয়সী তাদৃশ পুরুষ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

৭। কারণ তিনি ব্যথিত তৃষার্ত্ত ও ধনাভিলাষী ব্যক্তিগণের প্রতি মনোযোগী হয়েন এবং দেবগণের প্রতি নিজ চিত্ত অর্পণ করেন।

৮। আমি শশীয়সীর অর্দ্ধাঙ্গভূত(২) পুরুষ (তরন্তের) স্তব করিলেও বলিতেছি, যে তাঁহার সমুচিত স্তব হইতেছে না, কারণ তিনি দান বিষয়ে সকল সময়েই একবিধ।

৯। যুবতী শশীয়সী উল্লাসিত চিত্তে শ্যাবাশ্বকে (আমাকে) পথপ্রদর্শন করিয়াছেন এবং তদ্দত্ত দুইটী লোহিত বর্ণ অশ্ব আমাকে যশস্বী, বিজ্ঞ পুরুমীঢ়ের নিকট বহন করিয়াছিল।

১০। বিদদশ্বের পুত্র পুরুমীঢ় আমাকে যেরূপ তরন্তের ন্যায় অনেক মহামূল্য ধন প্রদান করিয়াছেন।

১১। যে সকল মরুৎ বেগশালী অশ্বে আরূঢ় হইয়া হর্ষবিধায়ক সোম রস পান করিতে করিতে এখানে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা সম্প্রতি এস্থলে বিবিধ স্তব গ্রহণ করিতেছেন।

১২। যে সকল মরুতের দীপ্তিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, যাঁহারা উপরিস্থিত স্বর্গে প্রদীপ্ত (সূর্য্যের) ন্যায় রথোপরি বিশেষরূপে শোভা পাইতেছেন।

১৩। সেই মরুৎগণ নিত্যতরুণ, মঙ্গলময় রথে আরূঢ়, অনিন্দ্য শোভনরূপে গমনকারী ও অপ্রতিহত গতি।

---

(২) মূলে "নেমং" আছে। "নেমোহর্দ্ধঃ অর্দ্ধাপত্যোর্ব্বিনিষ্টৈক কার্য্যকর্ত্তৃত্বাদেক এব পদার্থঃ। অর্দ্ধশরীরবধ্ভার্য্যা ইত্যাদি শ্রুতেঃ।" সায়ণ।

১৪। অন্ন (বৃষ্ট্যর্থ) জাত, নিষ্পাপ, শত্রুগণের কম্পনবিধায়ক, মরুৎগণ যে স্থানে উল্লাসিত হয়েন, মরুৎগণের সেই স্থান কোন ব্যক্তি অবগত আছে?।

১৫। হে স্তুতিপ্রিয় মরুৎগণ! যে ব্যক্তি উক্তরূপ স্তুতি কর্ম্মদ্বারা তোমাদিগকে প্রসন্ন করে, তোমরা সেই ব্যক্তিকে অভিমত স্বর্গাদি স্থানে পথ প্রদর্শন করিয়া লইয়া যাও। যজ্ঞে আহ্বান করিলে তোমরা সেই আহ্বান শ্রবণ কর।

১৬। হে শত্রুসংহারক, পূজনীয়, অতুলৈশ্বর্য্যশালী মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগকে বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর।

১৭। হে রাত্রি! তুমি আমার নিকট হইতে দার্ভ্যের (অর্থাৎ রথবীতির) নিকট মৎকৃত এই সমস্ত মরুৎস্তুতি বহন কর। হে দেবি! রথী যেরূপ রথোপরি বিবিধ বস্তু স্থাপন করিয়া গন্তব্য স্থানে তৎসমুদয় বহন করে, তদ্রূপ তুমি আমার এই সকল স্তব বহন কর।

১৮। সোমযাগ সম্পন্ন হইলে, তুমি আমার হইয়া রথবীতিকে ইহা নিবেদন করিও, যে তাঁহার কন্যার (প্রতি) আমার প্রণয় কিছু বিচলিত হয় নাই।

১৯। এই ঐশ্বর্য্যশালী রথবীতি গোমতী (তীরে) (৩) বাস করেন এবং পর্ব্বতের প্রান্তভাগে তাঁহার গৃহ অবস্থিত আছে।

(৩) মূলে "গোমতীরনু" আছে "উদকবতীর্নদীরনু অনুসৃত্য নদীপ্রান্তীরে।" সায়ণ। সায়ণাচার্য্য মতে গোমতী শব্দের কেবল উদকবতী এইরূপ অর্থ হইবে, তদ্ভিন্ন কোন বিশেষ অর্থ নাই। কিন্তু অযোধ্যার অন্তর্গত গোমতী নদী এস্থলে অভিপ্রেত হইতে পারে, এই মতে পর্ব্বত অর্থে গোমতীর উৎপত্তি স্থান হিমালয় হইতে পারে।

৬২ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রির অপত্য শ্রুতবিদ ঋষি।

১। আমি, তোমাদিগের (আরামভূত), ঋতদ্বারা আচ্ছাদিত, ধ্রুব ও ঋত সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করিয়াছি। সেই স্থানে অবস্থিত অশ্বগণকে উপাসকগণ স্তোত্রদ্বারা বিমুক্ত করেন। সেই স্থানে সহস্র সংখ্যক রশ্মি সমবেত হইয়া অবস্থিতি করে। দেবমূর্ত্তিসমূহের মধ্যে সেই এক শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি আমি দেখিয়াছি।

২। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদিগের এই মাহাত্ম্য অতি প্রশস্ত, যদ্দ্বারা নিরন্তর পরিভ্রমণকারী সূর্য্য দৈনিকগতি সাহায্যে বদ্ধ জলরাশিকে দোহন করিয়াছেন। তোমরা স্বয়ং ভ্রমণকারী সূর্য্যের প্রীতিদায়ক দীপ্তি সকল বর্দ্ধিত করিতেছ। তোমাদিগের উভয়ের একমাত্র রথ নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে।

৩। হে মিত্র ও বরুণ! স্তোতৃগণ তোমাদিগের অনুগ্রহে রাজ পদ লাভ করে। তোমরা নিজ সামর্থ্যদ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ। হে ক্ষিপ্রদানকারীগণ! তোমরা ওষধি সকল ও ধেনুগণকে বর্দ্ধিত কর এবং বৃষ্টিবর্ষণ কর।

৪। হে মিত্র ও বরুণ! অনায়াসে রথে যোজিত তোমাদিগের অশ্বগণ তোমাদিগকে বহন করুক ও রশ্মিদ্বারা সুসংযত হইয়া অবতরণ করুক। বারিরাশি মূর্ত্তিধারণ করিয়া তোমাদিগের অনুসরণ করিতেছে এবং প্রাচীন নদী সকল (তোমাদিগের অনুগ্রহে) প্রবাহিত হইতেছে।

৫। হে অন্নসম্পন্ন ও বলশালী মিত্র ও বরুণ! তোমরা সুপ্রসিদ্ধ স্তুতিরাশি বর্দ্ধিত করিয়া এবং মনুষ্যেরা যজ্ঞ যেরূপ রক্ষিত হয় তদ্রূপ পৃথিবীকে রক্ষা করিয়া, যজ্ঞভূমিস্থ ব্যবস্থিত রথের উপর আরোহণ কর।

৬। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা যজ্ঞভূমিতে যে যজমানকে রক্ষা কর, সোমাভিষবকারী সেই যজমানের প্রতি দানশীল হও ও তাহাকে রক্ষা কর।

৯। হে দানশীল ও বিশ্বরক্ষক মিত্র ও বরুণ! যে সুখের কোন ব্যাঘাত নাই তাদৃশ নিরতিশয় ও নিরবচ্ছিন্ন সুখ তোমরাই প্রদান করিতে সমর্থ; তোমরা আমাদিগকে তাদৃশ সুখ প্রদান কর, আমরা যেন অভি-লষিত ধন লাভ করি ও শত্রুবিজয়ী হই।

৩। তোমরা রাজ্যের উৎকৃষ্ট স্তবে শত্রুপরাভবকারী বল প্রাপ্ত করিয়া আমাদিগের এই রথের সম্মুখে বহু দূরে গমন করিবে বলিয়া আমরা তোমাদের উভয়ের স্তব করিতেছি।

৪। পূজনীয় ও আশ্চর্য্যভূত দেবদ্বয়! তোমাদিগের বল অতি বিশুদ্ধ; আমি স্তোত্রকুশল, তোমরা আমার স্তবে (প্রসন্ন হইয়া) সদয়চিত্তে যজমানগণের স্তোত্র অবগত হও।

৫। হে দেবি পৃথিবী! ঋষিগণের প্রয়োজন সাধনার্থ তোমাতে প্রভূত জল অবস্থিত আছে। গমনশীল (দেবদ্বয়) আপনাদিগের গতিবিধিদ্বারা অতি প্রচুর পরিমাণে বারিরাশি বর্ষণ করেন।

৬। হে দূরদর্শী মিত্র ও বরুণ! স্তোতৃবর্গ ও আমরা তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। আমরা যেন তোমাদিগের সুবিস্তীর্ণ ও বহুলোকের গন্তব্য রাজ্যে গমন করিতে পারি(২)।

---

৬৭ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রির অপত্য যজত ঋষি।

১। হে দীপ্তিশালী অদিতির পুত্র মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা! তোমরা সম্প্রতি সম্পূর্ণ, পূজ্য, অতিমহৎ ও প্রবৃদ্ধ বল ধারণ করিতেছ।

২। হে মিত্র ও বরুণ! যখন তোমরা আনন্দজনক যজ্ঞ ভূমিতে আগমন কর, হে মানবগণের রক্ষাকারী, শত্রুসংহারকগণ! তখন তোমরা আমাদিগের সুখ বিধান কর।

৩। সর্ব্বজ্ঞ মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা স্ব স্ব পদের ন্যায় আমাদিগের যজ্ঞকার্য্যে সমবেত হয়েন এবং মর্ত্ত্যকে হিংসাকারী হইতে রক্ষা করেন।

৪। তাঁহারা সত্যবান, জলবর্ষী ও যজ্ঞ রক্ষক। তাঁহারা প্রত্যেক যজমানকে সৎপথ প্রদর্শন করেন ও প্রচুর দান করেন। এমন কি তাঁহারা পাপিষ্ঠ অপকারীকেও প্রচুর দান করেন।

---

(২) মিত্র ও বরুণের দ্বিতীয় রাজ্য স্বর্গ।

৫। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদের মধ্যে কাহাকে সকলে স্তব না করে? আমরা অল্প বুদ্ধি, আমরা তোমাদিগের স্তব করি। অত্রি গোত্রজগণ তোমাদিগের স্তব করেন।

---

৬৮ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। যজত ঋষি।

১। (হে মদীয় ঋত্বিগ্‌গণ)! তোমরা উচ্চৈঃস্বরে মিত্র ও বরুণের সম্যক্‌ স্তব কর। হে প্রভূত বলশালী মিত্র ও বরুণ! তোমরা এই মহাযজ্ঞে উপস্থিত হও।

২। যে মিত্র ও বরুণ উভয়েই সকলের অধীশ্বর, বারিবর্ষণকারী, দীপ্তিমান্‌ ও দেবগণের মধ্যে সর্বাধিক স্তবার্হ।

৩। তাঁহারা উভয়েই আমাদিগকে দিব্য ও পার্থিব মহাধন (প্রদান করিতে) সমর্থ। হে দেবদ্বয়! দেবগণের মধ্যে তোমাদিগের বল অতি মহৎ।

৪। তাঁহারা বৃষ্টিদ্বারা যজ্ঞের উপকার সাধন করিয়া সুদক্ষ অনুসন্ধানকারী যজমানের পুরস্কার করেন। হে সদাশয় দেবদ্বয়! তোমরা সমৃদ্ধি লাভ কর।

৫। স্বর্গ হইতে বারিবর্ষণকারী, অভীষ্টপূরক, অন্নের অধিপতি ও মহান্‌ হব্যদাতার প্রতি অনুকূল দেবদ্বয় আপনাদিগের বিস্তীর্ণ রথে আরোহণ করিতেছেন।

---

৬৯ সূক্ত।

মিত্র ও বরুণ দেবতা। অত্রির অপত্য উরুচক্রি ঋষি।

১। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা বলশালী (যজমানের) বল বৃদ্ধি করিয়া, [illegible] দীপ্তিমান লোক, তিন দ্যুলোক ও [illegible] ধারণ করিয়া রহিয়াছ।

৭১ সূক্ত ।

মিত্র ও বরুণ দেবতা । বাহুবৃক্ত ঋষি ।

১ । হে অরিনিধনকারী, শত্রুহন্তা মিত্র ও বরুণ ! তোমরা আমাদিগের এই [illegible] যজ্ঞে আগমন কর ।

২ । [illegible] উৎকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মিত্র ও বরুণ ! তোমরা বিশ্বের উপর [illegible] তোমরা ফল প্রদান করিয়া আমাদিগের কার্য্যসকল [illegible]

৩ । হে মিত্র ! হে বরুণ ! আমি হব্যদাতা, আমা কর্তৃক অভিষুত সোমরস পান করিবার নিমিত্ত তোমরা উপস্থিত হও ।

---

৭২ সূক্ত ।

মিত্র ও বরুণ দেবতা । বাহুবৃক্ত ঋষি ।

১ । হে মিত্র ও বরুণ ! আমরা (আমাদিগের গোত্রপ্রবর্ত্তক) অত্রির ন্যায় স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি । অতএব তোমরা সোমপানার্থ কুশোপরি উপবেশন কর ।

২ । হে মিত্র ও বরুণ ! তোমরা নিজ কর্ম্ম হইতে কখনও চ্যুত হওনা । মনুষ্যগণ তোমাদিগকে যজ্ঞ প্রদান করে, অতএব তোমরা সোমপানার্থ কুশোপরি উপবেশন কর ।

৩ । হে মিত্র ও বরুণ ! তোমরা প্রীতিসহকারে আমাদিগের যজ্ঞ স্বীকার কর এবং আগমন করিয়া সোমপানার্থ কুশোপরি উপবেশন কর ।

---

৭৩ সূক্ত ।

অশ্বিদ্বয় দেবতা । অত্রির অপত্য পৌর ঋষি ।

১ । হে বহু যজ্ঞে ভোজনশীল অশ্বিদ্বয় ! সম্প্রতি তোমরা বহু দূরে বা নিকটে, বহু প্রদেশে বা অন্তরীক্ষে থাক, এস্থানে আগমন কর ।

১৩। হে অশ্বিদ্বয়! (পণ্ডিতগণ) তোমাদিগকে যে সুখদাতা বলেন, তাহা যথার্থ। আমাদিগের যজ্ঞে তোমাদিগকে হৃদয়ের সহিত আহ্বান করিলে, তোমরা সেইরূপ অর্থাৎ [illegible] সুখদাতা হও।

১৪। (শিল্পী) যেরূপ রথ সকল প্রস্তুত করে, তদ্রূপ আমরা অশ্বিদ্বয়ের সম্বর্দ্ধনার জন্য যে সকল স্তুতি প্রস্তুত করিয়াছি, সেগুলি যেন তাঁহাদিগের প্রীতিকর হয়।

৭৪ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। [illegible] আত্রেয় ঋষি।

১। হে স্তুতিগ্রহ, ধনবর্দ্ধনকারী দেবদ্বয়! অদ্য তোমরা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবস্থানপূর্ব্বক, সেই স্তোত্র শ্রবণ কর, যাহা অত্রি সর্ব্বদা তোমাদিগের উদ্দেশে পাঠ করেন।

২। দীপ্তিমান্ সেই নাসত্যদ্বয় কোথায় আছেন? অদ্য তাঁহার স্বর্গের কোন্ স্থানে শ্রুত হইতেছেন? হে দেবদ্বয়! তোমরা কোন্ যজমানের নিকট আগমন কর? কে তোমাদিগের স্তুতি সহায় হইবেন?।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা কাহার নিকট গমন কর? কাহার সহিত মিলিত হও? কাহার অভিমুখবর্ত্তী হইবার নিমিত্ত রথে অশ্বযোজনা কর? কাহার স্তবে প্রীতি লাভ কর? আমরা তোমাদিগকে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত আছি।

৪। হে পৌরদ্বয়(১)! তোমরা পৌরের নিকট পৌরকে (অর্থাৎ বারিবর্ষক মেঘ) প্রেরণ কর। অরণ্যে ব্যাধগণ যেরূপ সিংহকে তাড়িত করে, তদ্রূপ যজ্ঞকর্ম্মে [illegible] পৌরের নিকট তোমরা ইহাকে তাড়িত কর।

(১) মূলে "পৌর" আছে। [illegible] ... [illegible] পাইল।

৫। তোমরা জরাজীর্ণ চ্যবনের জঘন্য (পুরাতন রূপ) কবচের ন্যায় মোচন করিয়াছিলে। যখন তোমরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার যুবা করিলে, তখন তিনি সুরূপা কামিনীর বাঞ্ছিত মুক্তি লাভ করিলেন।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! এই স্থানে তোমাদিগের স্তবকারী বিদ্যমান আছে। আমরা যেন সমৃদ্ধির জন্য তোমাদের দৃষ্টিপথে অবস্থান করি। অদ্য তোমারা আমার (আহ্বান) শ্রবণ কর। তোমরা অন্নরূপ ধনে ধন-বান, তোমরা রক্ষাসমভিব্যাহারে এখানে আগমন কর।

৭। হে অন্নরূপ ধনে ধনবান্ অশ্বিদ্বয়! অসংখ্য মর্ত্ত্যগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি তোমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসন্ন করিয়াছে? হে জ্ঞানি-গণ বন্দিত অশ্বিদ্বয়! কোন জ্ঞানী ব্যক্তি (তোমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসন্ন করিয়াছে)? কোন যজমানই বা যজ্ঞদ্বারা (তোমাদিগের) সমধিক তৃপ্তিবিধান করিয়াছে।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! রথসমূহ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেগগামী ও অসংখ্য শত্রুসংহারকারী ও মনুষ্যগণ পূজিত তোমাদিগের রথ আমাদিগের হিত-কামনা করিয়া এস্থানে আগমন করুক।

৯। হে মধুপ্রিয় অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ সম্পা-দিত স্তোত্র আমাদিগের সুখোৎপাদক হউক। হে বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়! তোমরা ত্বরিত শ্যেন পক্ষীর ন্যায় নিরতিশয় গমনশীল অশ্বে আরূঢ় হইয়া শীঘ্র আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যে কোন স্থানে অবস্থান কর, আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর। তোমাদিগের নিকট গমন করিতে অভিলাষী এই সমস্ত উৎকৃষ্ট হব্য যেন তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হয়।

৭৫ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রির অপত্য অবস্যু ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের স্তবকারী ঋষি স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগের ফলবর্ষণকারী ও ধনপূর্ণ রথ অলঙ্কৃত করিতেছে। হে মধুবিদ্যাবিশারদ(১), তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা (অন্যান্য যজমানকে) অতিক্রম করিয়া এস্থানে আগমন কর, কারণ তাহা হইলে আমি সর্ব্বদা সমস্ত (শত্রুকে) পরাভব করিতে পারিব। হে শত্রুসংহারকারী, সুবর্ণময় রথারূঢ়, প্রশস্ত ধনসম্পন্ন ও নদীসকলের বেগপ্রবর্ত্তনকারী এবং মধুবিদ্যাবিশারদ অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদিগের জন্য রত্ন লইয়া আগমন কর। হে সৌবর্ণরথারূঢ়, অমরূপ ধনে ধনবান্, যজ্ঞে অধিষ্ঠানকারী ও মধুবিদ্যাবিশারদ অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

৪। হে ধনবর্ষণকারী অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের স্তবকারীর (অর্থাৎ আমার) স্তোত্র তোমাদিগের রথের উদ্দেশে উচ্চারিত হইয়াছে। তোমরা প্রসিদ্ধ, মূর্ত্তিমান্ এই যজমান একাগ্রচিত্ত হইয়া তোমাদিগকে হব্য প্রদান করিতেছে। অতএব হে মধুবিদ্যাবিশারদ! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা নিবিষ্ট চিত্ত, রথারূঢ় ও দ্রুতগামী হইয়া স্তোত্র শ্রবণপূর্ব্বক শীঘ্র অশ্বে আরোহণ করিয়া কপটতাবিহীন চ্যবনের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলে। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

৬। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের সুশিক্ষিত বিচিত্রমূর্ত্তি, দ্রুতগামী অশ্ব সকল সোমরস পান করিবার নিমিত্ত ঐশ্বর্য্যসহকারে তোমাদিগকে

(১) মধুবিদ্যা সম্বন্ধে ১। ১১৬। ১২ ঋকের টীকা দেখ। অশ্বিদ্বয়ের কীর্ত্তি সম্বন্ধে উপাখ্যানগুলি ঐ ১১৬ এবং ১১৭ সূক্তের টীকা, মধ্যে দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি পুনরায় এস্থানে লিখিবার আবশ্যক নাই।

যুক্ত

এস্থানে আনয়ন করুক। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা এস্থানে আগমন কর। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা প্রতিকূল হইও না। হে অজেয় প্রভু! তোমরা প্রচ্ছন্ন (প্রদেশ) হইতে আমাদিগের যজ্ঞগৃহে আগমন কর। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

৮। হে অন্নের অধিপতি অজেয় অশ্বিদ্বয়! এই যজ্ঞে তোমাদিগের স্তবকারী অবস্যুকে অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

৯। ঊষা বিকাশিত হইয়াছে। সমুজ্জ্বল কিরণসম্পন্ন অগ্নি (বেদির উপর) সংস্থাপিত হইয়াছে। হে ধনবর্ষণকারী, শত্রুসংহারক অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের অক্ষয় রথে অশ্ব যোজিত হউক। হে মধুবিদ্যাবিশারদ! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

---

৭৬ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রির অপত্য ভৌম ঋষি।

১। অগ্নি ঊষা কালের প্রারম্ভকে সমুজ্জ্বল করিতেছে। মেধাবী স্তোতৃবর্গের স্তোত্র সকল দেবোদ্দেশে উদ্গীত হইতেছে। অতএব হে রথাধিপতি অশ্বিদ্বয়! তোমরা অদ্য এই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া সোমপূর্ণ এই সমৃদ্ধ যজ্ঞে আগমন কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সংস্কৃত (যজ্ঞের) হিংসা করিও না, কিন্তু অতি শীঘ্র যজ্ঞ সমীপে আগমনপূর্ব্বক স্তুতিভাজন হও। যাহাতে অন্নাভাব না হয়, তজ্জন্য দিবসের প্রারম্ভে রক্ষা সমভিব্যাহারে আগমন কর এবং হব্যদাতাকে সুখ প্রদান করিতে তৎপর হও।

৩। তোমরা রাত্রিশেষে গোদোহন সময়ে, প্রত্যূষে, অথবা সূর্য্য মধ্যাহ্নকালে অবস্থান করিলে, সেই মধ্যাহ্ন সময়ে, কিম্বা দিবসে, বা রাত্রিকালে, যে কোন সময়ে উপস্থিত হইবে, সুখকর রক্ষা সমভিব্যাহারে আগমন করিও;

কারণ অশ্বিদ্বয় ব্যতিরেকে (অন্যান্য দেবগণ) সোমরস পানে প্রবৃত্ত হয়েন না।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! (এই উত্তর বেদি) তোমাদিগের প্রাচীন বাসস্থান, তোমাদিগের এই সমস্ত গৃহ এবং এই তোমাদিগের আলয়। তোমরা বারিপূর্ণ মেঘ সমাকীর্ণ অন্তরীক্ষ হইতে অন্ন ও বল সমভিব্যাহারে আমাদিগের নিকট আগমন কর।

৫। আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের বিশিষ্ট সংরক্ষণ ও সুখদায়ক শুভাগমন বশতঃ তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গত হই। হে অমরদ্বয়! তোমরা আমাদিগকে ধন, সন্ততি ও সমস্ত কল্যাণ প্রদান কর।

---

৭৭ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। ভৌম ঋষি।

১। (হে ঋত্বিগ্‌গণ)! অশ্বিদ্বয় প্রাতঃকালে (সমস্ত দেবের) অগ্রে উপস্থিত হয়েন, তোমরা তাঁহাদিগের পূজা কর। তাঁহারা লোভী, নিরোধকারীগণের পূর্ব্বেই হব্য পান করুন। তাঁহারা প্রাতঃকালীন যজ্ঞ সেবন করেন; প্রাচীন কবিগণ প্রাতঃকালে তাঁহাদিগের স্তব করিয়াছেন।

২। প্রত্যূষে অশ্বিদ্বয়ের যাগ কর। তাঁহাদিগকে হব্য প্রদান কর। সায়ংকালীন হব্য দেবগম্য হয় না; দেবগণ তৎকালে ইহা গ্রহণ করেন না। আমরা অথবা অন্য যে কেহ তাঁহাদিগের যাগ ও তর্পণ করি, যজমানের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের (আরাধনা) করে, সেই ব্যক্তিই তাঁহাদিগের সর্ব্বাধিক অভিমত।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের সুবর্ণাবৃত, মনোহর বর্ণ, জলবর্ষী, অমৃতপূর্ণ মন ও বায়ুর ন্যায় বেগগামী, রথ আগমন করিতেছে; সেই রথে আরোহণ করিয়া তোমরা সমস্ত দুর্গম পথ অতিক্রম কর।

৪। যে ব্যক্তি যজ্ঞীয় হব্য বিভাগ কালে নাসত্যগণকে প্রচুর হব্যাংশ ও অন্ন প্রদান করেন, তিনি উক্ত কার্য্যদ্বারা নিজ পুত্রের কল্যাণ বিধান

করেন এবং যাহারা যজ্ঞীয় অগ্নি প্রাজ্জ্বলিত না করে, তাহাদিগের অনিষ্ট সাধন করেন।

৫। আমরা যেন অশ্বিদ্বয়ের বিশিষ্ট সংরক্ষণ ও শুভাগমনবিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গত হই। হে অমরদ্বয়! তোমরা আমাদিগকে ধন সন্ততি ও সমস্ত কল্যাণ প্রদান কর।

---

৭৮ সূক্ত

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অত্রির অপত্য সপ্তবধ্রি ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা এই যজ্ঞে আগমন কর। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা স্পৃহাশূন্য হইও না; হংসদ্বয়ের ন্যায় তোমরা অভিষুত সোম-রসের উপর অবতরণ কর।

২। হে অশ্বিদ্বয় ও হরিণদ্বয় ও গৌরমৃগদ্বয়! যেরূপ ঘাসের উপর পতিত হয়, তদ্রূপ তোমরা হংসদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমরসের উপর অবতরণ কর।

৩। হে অন্নরূপ ধনে ধনবান অশ্বিদ্বয়! তোমরা যেচ্ছানুসারে যজ্ঞীয় কর্ম্মদ্বারা প্রসন্ন হও। তোমরা হংসদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোমরসের উপর অবতরণ কর।

৪। অত্রি তোমাদিগের সাহায্যে তুষাগ্নি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া (পতিপ্রণয়) প্রার্থনাকারিণী রমণীর ন্যায় তোমাদিগের প্রীতি সাধন করিয়া স্তব করিয়াছিলেন, অতএব তোমরা শ্যেন পক্ষীর নবজাত বেগ সহকারে কল্যাণকর রথে আগমন কর।

৫। হে বনস্পতি(১)! তুমি প্রসবোন্মুখী রমণীর যোনিবৎ বিরত হও, হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর, সপ্তবধ্রিকে মুক্ত কর(২)।

---

(১) মূলে "বনস্পতে" আছে। অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত পেটিকা, (পেঁটরা)।

(২) সায়ণ বলেন পুরাবিদগণ সপ্তবধ্রি বিষয়ে এইরূপ ইতিহাস বর্ণন করেন, সপ্তবধ্রি ঋষির ভ্রাতৃগণ, তিনি ভার্য্যার সহিত সহবাস করিতে না পারেন এই নিমিত্ত তাঁহাকে প্রতি রাত্রিতে পেটিকায় বদ্ধ করিয়া রাখিত এবং প্রাতঃকালে

৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ভীত, প্রার্থনাকারী ঋষি সপ্তবধ্রির (উদ্ধারার্থ) বারম্বার পেটিকা সজ্জ ও বিভক্ত কর।

৭। বায়ু যেরূপ জলাশয়কে পরিচালিত করে তদ্রূপ তুমি।র গর্ভ সঞ্চালিত হউক এবং দশমাস পর গর্ভস্থ (জীব) নির্গত হউক।

৮। বায়ু, বন ও সমুদ্র যেরূপ কম্পিত হয় তদ্রূপ দশমাস যাবৎ গর্ভস্থিত (জীব) জরায়ু বেষ্টিত হইয়া পতিত হউক।

৯। দশমাস যাবৎ জননী জঠরে অবস্থিত (জীব) জীবিত ও অক্ষত ভাবে জীবিতা জননী হইতে নির্গত হউক।

---

৭৯ সুক্ত।

উষা দেবতা। অত্রির অপত্য সত্যশ্রবা ঋষি।

১। হে দীপ্তিমতী উষা! তুমি (পূর্ব্বকালে) আমাদিগকে যেরূপ প্রবোধিত করিয়াছিলে, অদ্য প্রচুর ধন প্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে সেইরূপ প্রবোধিত কর। হে সুজাতা দেবী! অশ্ব লাভের নিমিত্ত লোকে হৃদয়ের সহিত তোমার স্তব করিয়া থাকে। তুমি বয্যপুত্র সত্যশ্রবার প্রতি অনুগ্রহ কর।

২। হে স্বর্গতনয়া উষা! তুমি শুচদ্রথের পুত্র সুনীথের অন্ধকার দূর করিয়াছিলে। হে সুজাতা দেবী! অশ্ব লাভের নিমিত্ত লোকে হৃদয়ের সহিত তোমার স্তব করিয়া থাকে। তুমি বয্যপুত্র বলবান্ সত্যশ্রবার তমোনাশ কর।

৩। হে স্বর্গতনয়া ধনাহরণকারিণী উষা! তুমি সেইরূপ অদ্য আমাদিগের অন্ধকার দূর কর। হে সুজাতা অশ্বার্থ সমাহূত স্তুত্যদেবী! তুমি বয্যপুত্র বলবান্ সত্যশ্রবার তমোনাশ করিয়াছিলে।

খুলিয়া দিত, ঋষি এইরূপ অনেক দিন থাকিয়া দুঃখিত ও কৃশ হইয়া অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিলেন। অশ্বিদ্বয় আসিয়া পেটিকা খুলিয়া দিলেন এবং ঋষি তাঁহাদের সহিত সংবাদ করিয়া পুনরায় পেটিকায় প্রবেশ করিলেন। এইরূপে ঋষির স্ত্রী গর্ভিণী [illegible] ৭, ৮, ৯ ঋকে প্রকাশিত হইতেছে। [illegible] ঐ ৭ম, ৮ম ও ৯ম ঋককে [illegible] বলিয়াছেন, কারণ সপ্তবধ্রির ভার্য্যা গর্ভিণী হইলে আশু [illegible] ঋষি [illegible] দেবতা অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিয়াছিলেন।

৪। হে দীপ্তিমতী ঊষা! যে সকল ঋত্বিক স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করেন, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যদ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও দানশীল হয়েন। হে ধনশালিনী সুজাতা ঊষা! লোকে অশ্বলাভের নিমিত্ত সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিয়া থাকে।

৫। হে ঊষা! ধন প্রদানার্থ তোমার সম্মুখে সমবেত এই সমস্ত (উপাসক) অক্ষয় হব্যরূপ ধন প্রদান করিয়া আমাদিগের প্রতি অনুকূল ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। হে সুজাতা দেবী! লোকে অশ্ব লাভের নিমিত্ত হৃদয়ের সহিত তোমার স্তব করিয়া থাকে।

৬। ধনশালিনী ঊষা! তোমার এই সমস্ত স্তোতৃবর্গকে সন্ততি ও অন্ন প্রদান কর, কারণ তাহা হইলে তাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া প্রচুর পরিমাণে আমাদিগকে ধন প্রদান করিবেন। হে সুজাতা দেবী! লোকে অশ্ব লাভের নিমিত্ত হৃদয়ের সহিত তোমার স্তব করিয়া থাকে।

৭। হে ধনশালিনি ঊষা! যাঁহারা আমাদিগকে অশ্ব ও ধেনুগণের সহিত ধন প্রদান করিয়াছেন, সেই সমস্ত দাতাকে ধন ও প্রচুর অন্ন প্রদান কর। হে সুজাতা দেবি! লোকে অশ্বলাভের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিয়া থাকে।

৮। হে স্বর্গকন্যা! তুমি সূর্য্যের পবিত্র রশ্মি এবং (প্রজ্বলিত অগ্নির) প্রদীপ্ত জ্বালাসহকারে আমাদিগের নিকট অন্ন ও ধেনু সমূহ আনয়ন কর, হে সুজাতা দেবী! লোকে অশ্বলাভের নিমিত্ত সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিয়া থাকে।

৯। হে স্বর্গনন্দিনি ঊষা! তুমি প্রকাশিত হও, আমাদিগের কার্য্যে বিলম্ব বিধান করিও না; (রাজা) যেরূপ চৌরের (শাস্তিবিধান করেন) অথবা শত্রু (জয় করেন), তদ্রূপ সূর্য্য যেন রশ্মিদ্বারা তোমাকে সন্তপ্ত না করেন। হে সুজাতা দেবি! লোকে অশ্বলাভের নিমিত্ত সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিয়া থাকে।

১০। হে ঊষা! যাহা (প্রার্থিত হইয়াছে) এবং যাহা (প্রার্থিত হয় নাই), তুমি তৎসমুদয়ই আমাদিগকে প্রদান করিতে সমর্থ। কারণ হে

দীপ্তিশালিনি! তুমি স্তোতৃবর্গের তমোনাশ কর, অথচ তাহাদিগকে হিংসা কর না। হে সুজাতা দেবি! লোকে অশ্বলাভের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার স্তব করিয়া থাকে।

---

৮০ সূক্ত।

উষা দেবতা। সত্যশ্রবা ঋষি।

১। জ্ঞানী ঋত্বিগ্‌গণ স্তোত্রদ্বারা সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ়া, সর্ব্বব্যাপিনী, যজ্ঞে সম্যক্ পূজিতা, অরুণবর্ণা, সূর্য্যের পুরোবর্ত্তিনী, দীপ্তিমতি উষার স্তব করিতেছেন।

২। মনোহারিণী উষা মনুষ্যকে প্রবোধিত ও পথ সকল সুগম করিয়া বিস্তৃত রথে আরোহণপূর্ব্বক (সূর্য্যের) অগ্রে গমন করিতেছেন। মহতী বিশ্বব্যাপিনী উষা দিবসের আরম্ভে দীপ্তি বিস্তার করিয়াছেন।

৩। রথে অরুণবর্ণ বলীবর্দ্দ যোজনা করিয়া তিনি অবিশ্রান্ত ধনসকল অবিচলিত করিতেছেন। সর্ব্বপূজিত, বিশ্ববাঞ্ছিত, দীপ্তিমতী উষা সন্মার্গ সকল প্রকাশিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

৪। দুই প্রদেশে (অর্থাৎ ঊর্দ্ধ ও মধ্য অন্তরীক্ষে) অবস্থান করিয়া এবং পূর্ব্বদিক্ হইতে নিজমূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া নিরতিশয় শুভ্রাকৃতি উষা সম্প্রতি ব্রহ্মাণ্ডকে প্রবোধিত করিয়া সম্যক্‌রূপে আদিত্যের অনুসরণ করিতেছেন এবং দিক্ সকলের কোন হিংসা করিতেছেন না।

৫। তিনি সুবেশা রমণীর ন্যায় নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া এবং যেন স্নান হইতে উত্থিত হইয়া আমাদিগের নেত্র সমীপে উদিত হইতেছেন। স্বর্গ-কন্যা উষা দ্বেষভাজন তমোরাশি বিদূরিত করিয়া দীপ্তিসহকারে আগমন করিতেছেন।

৬। স্বর্গকন্যা উষা পশ্চিমাভিমুখী হইয়া হব্যদাতাকে বাঞ্ছিত ধন প্রদানপূর্ব্বক সুবেশা কামিনীর ন্যায় নিজ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছেন। স্থির যৌবনা উষা পূর্ব্বকালের ন্যায় নিজ দীপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

২। তিনি বৃক্ষ সকল নষ্ট করেন, রাক্ষস সকল বধ করেন ও বিপুল সংহাররূপ অস্ত্রদ্বারা সমগ্র ভুবনকে ভয় প্রদর্শন করেন। যৎকালে গর্জ্জনকারী পর্জ্জন্য পাপিষ্ঠ সংহার করেন, এমন কি নিরাপরাধী ব্যক্তি ও তৎকালে বারিবর্ষণকারী পর্জ্জন্যের নিকট হইতে (ভয়ে) পলায়ন করে।

৩। রথী যেরূপ কশাঘাত দ্বারা অশ্বগণকে উত্তেজিত করিয়া যোদ্ধাকে নিজ দৃষ্টি পথের পথিক করেন, পর্জ্জন্যও সেইরূপ (মেঘ সকলকে অপসারিত করিয়া) বারিবর্ষণকারী মেঘ সকলের আবিষ্কার করেন। যৎকালে পর্জ্জন্য বারিদসমূহ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত করেন, তৎকালে সিংহ (বৎ মেঘের গর্জ্জন দূর হইতে উদ্গত হয়।

৪। যৎকালে পর্জ্জন্য বৃষ্টিদ্বারা পৃথিবী রক্ষা করেন, তখন প্রবল বায়ু বহিতে থাকে, চতুর্দিকে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হয়, ওষধি সমূহ অঙ্কুরিত হয়, অন্তরীক্ষ বিগলিত হয় এবং পৃথিবী সমস্ত জীবের হিত সাধনে সমর্থ হয়।

৫। হে পর্জ্জন্য! তোমারই কার্য্যবশতঃ পৃথিবী অবনত হয়, খুরবিশিষ্ট (গবাদি) পুষ্টিলাভ করে এবং ওষধি সকল বিবিধরূপ ধারণ করে। তুমি আমাদিগকে বিপুল সুখ প্রদান কর।

৬। হে মরুৎগণ! তোমরা অন্তরীক্ষ হইতে আমাদিগের জন্য বৃষ্টি প্রদান কর। বর্ষণকারী ও সর্বব্যাপি (মেঘের) ধারা ক্ষরণ কর। হে পর্জ্জন্য! তুমি জল সেচন করিয়া এই গর্জ্জনকারী (মেঘের) সহিত আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। তুমি বারিবর্ষক ও আমাদিগের রক্ষক।

৭। তুমি (পৃথিবীর) উপর শব্দ কর; গর্জ্জন কর; বারিদ্বারা ওষধি সমূহের গর্ভবিধান কর, বারিপূর্ণ রথদ্বারা (অন্তরীক্ষ) পরিভ্রমণ কর, দৃঢ়বদ্ধ নিম্নমুখ ভস্ত্রা (বারিপূর্ণ মেঘকে) উন্মুক্ত কর, উচ্চ ও নিম্ন স্থান সকল যেন সমতল হয়।

৮। হে পর্জ্জন্য! তুমি বিপুল কোশ (বৎ মেঘকে) ঊর্দ্ধে উত্তোলন কর, (ইহা হইতে) বারিবর্ষণ কর, নদী সকল অপ্রতিহত বেগে সম্মুখে প্রবাহিত হউক। বারিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে আর্দ্র কর এবং ধেনুগণের জন্য প্রচুর পানীয় উৎপন্ন হউক।

৯। হে পর্জ্জন্য! যৎকালে তুমি উচ্চধ্বনি পুরঃসর গর্জ্জন করিয়া পাপকারী (মেঘ সকলকে) বিদীর্ণ কর, তৎকালে এই অখিল (বিশ্ব) এবং অন্তর্গত তাবৎ পদার্থ হৃষ্ট হয়।

১০। হে পর্জ্জন্য! তুমি বর্ষণ করিয়াছ, এক্ষণে বৃষ্টি সংহরণ কর। (তুমি মরু ভূমি সকলকে সুগম্য করিবার নিমিত্ত জলযুক্ত করিয়াছ, তুমি মনুষ্যের) ভোগের নিমিত্ত ওষধি সকল উৎপাদন করিয়াছ এবং লোকদিগের স্তুতি ভাজন হইয়াছ।

---

৮৪ সূক্ত।

পৃথিবী দেবতা। অত্রির পুত্র ভৌম ঋষি।

১। হে পৃথিবী(১) ফলতঃ এস্থলে তুমি পর্ব্বত সকলের খণ্ড ধারণ করিতেছ। তুমি বলশালী ও শ্রেষ্ঠ, (কারণ) তুমি মাহাত্ম্যদ্বারা পৃথিবীর প্রীতি বিধান কর।

২। হে বিচিত্র গমন শালিনি পৃথিবী! স্তোতৃবর্গ গমনশীল স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করেন। হে অর্জ্জুনি(২)! তুমি শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় (বারি) পূর্ণ মেঘকে উৎক্ষিপ্ত কর।

৩। যৎকালে দীপ্তিশালী অন্তরীক্ষ হইতে তোমার মেঘের বৃষ্টি পতিত হয়, তৎকালে তুমি দৃঢ় পৃথিবীর সহিত বৃক্ষ সকলকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া রাখ।

---

৮৫ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। অত্রি ঋষি।

১। প্রসিদ্ধ ও সম্রাট্ দীপ্তিশালী বরুণের প্রিয়, সুমহৎ ও গভীর স্তোত্র উচ্চারণ কর। পশুহন্তা যেরূপ নিহত পশুর চর্ম্ম (বিস্তৃত করে), তদ্রূপ তিনি সূর্য্যের আস্তরণার্থ অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত করিয়াছেন।

---

(১) সায়ণ এস্থলে পৃথিবী শব্দ অর্থ অন্তরীক্ষ করিয়া অন্য একরূপ ব্যাখ্যাও দিয়াছেন।

(২) মূলে "অর্জ্জুনি" আছে। "শুক্লবর্ণে গমনশীলে বা।" সায়ণ।

৮। হে দেব বরুণ! দ্যূতক্রীড়ায় প্রবঞ্চনাকারী পাশক্রীড়কের ন্যায় যদি আমরা জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞান বশতঃ (অপরাধ করি), তাহা হইলে তুমি শিথিল (বন্ধনের) ন্যায় তৎসমুদয় হইতে মুক্ত কর। তাহা হইলে আমরা তোমার স্নেহ ভাজন হইব।

---

৮৬ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। অত্রি ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! হে অগ্নি! তোমরা উভয়ে যে মর্ত্ত্যকে রক্ষা কর, তিনি (শত্রু) বাক্য খণ্ডনকারী ত্রিতের ন্যায় (শত্রুগণের) ঐশ্বর্য্য সুদৃঢ় হইলেও তৎসমুদয়কে নষ্ট করেন।

২। যাঁহারা সংগ্রামে অজেয়, যাঁহারা অন্ন (দানের) জন্য বিখ্যাত, যাঁহারা পঞ্চ শ্রেণীর মনুষ্যগণকে রক্ষা করেন, আমরা সেই ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি।

৩। ইঁহাদিগের বল (শত্রুগণের) অভিভবকারী। যৎকালে ইঁহারা উভয়ে এক রথে আরূঢ় হইয়া ধেনুগণের (উদ্ধারার্থ) ও বৃত্র সংহারের জন্য গমন করেন, তৎকালে এই দুই মঘবানের হস্তে দীপ্তিশালী (বজ্র) বিরাজ করিতে থাকে।

৪। হে গমনশীল, ধনের অধিপতি, সর্ব্বজ্ঞ ও নিরতিশয় বন্দনীয় ইন্দ্র ও অগ্নি! যুদ্ধে তোমরা বাণ (প্রেরণ করিবে) বলিয়া আমরা তোমাদিগের উভয়কে আহ্বান করিতেছি।

৫। হে অপ্রধৃষ্য দেবদ্বয়! আমি ধন (লাভার্থ) তোমাদিগের স্তব করিতেছি। তোমরা মানবগণের ন্যায় প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছ এবং আদিত্যদ্বয়ের ন্যায় যজ্ঞরূপে স্তুতিভাজন।

৬। প্রস্তরদ্বারা পিষ্ট সোমরসের ন্যায় সম্প্রতি বলকর হব্য প্রদত্ত হইয়াছে। তোমরা আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর; স্তবকারিগণকে প্রভূত ধন ও অন্ন প্রদান কর।

৮৭ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। অত্রির অপত্য এবযামরুৎ ঋষি।

১। এবযামরুতের বাক্‌নিষ্পন্ন স্তোত্র সকল যেন মরুৎগণ সমেত বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হয় এবং বলশালী, পূজনীয়, শোভনালঙ্কৃত, শক্তিসম্পন্ন, স্তুতিপ্রিয়, মেঘসঞ্চালনকারী ও দ্রুতগামী মরুৎগণের নিকট (যেন সেই স্তোত্রসকল উপস্থিত হয়)।

২। যাঁহারা মহান্ (ইন্দ্রের) সহিত প্রাদুর্ভূত হয়েন, যাঁহারা (যজ্ঞ প্রস্তুত হইয়াছে) এই জ্ঞানে স্বেচ্ছানুসারে শীঘ্র আবির্ভূত হয়েন, এবযামরুৎ তাঁহাদিগের স্তব করেন। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের কার্য্য বিষয়ে বল মহাবদান্যতা (যুক্ত হইলেও) অধৃষ্য। তোমরা পর্ব্বত সকলের ন্যায় অটল।

৩। যাঁহারা দীপ্ত ও স্বচ্ছন্দভাবে বিস্তীর্ণ স্বর্গ হইতে (আহ্বান) শ্রবণ করেন, যাঁহারা স্বগৃহে অবস্থিতি করিলে কেহই চালিত করিতে সমর্থ নহে এবং যাঁহারা নিজ দীপ্তিদ্বারা দীপ্তিমান্, অগ্নির ন্যায় নদী সকলের সঞ্চালনকারী, এবযামরুৎ স্তুতিদ্বারা তাঁহাদিগের উপাসনা করিতেছেন।

৪। মরুৎগণের স্বেচ্ছানুসারে [illegible]কারী অশ্বগণ রথে যোজিত হইলে, যখন এবযামরুৎ তাঁহাদিগের জন্য (অপেক্ষা করিতেছিলেন), তখন সর্ব্বব্যাপী মরুৎগণ বিস্তীর্ণ সাধারণ বসতি (অন্তরীক্ষ) হইতে নির্গত হইলেন। পরস্পর স্পর্দ্ধাকারী, বলশালী ও সুখদাতা মরুৎগণ নির্গত হইলেন।

৫। হে মরুৎগণ! তোমরা স্বাধীন তেজা, স্থিরদীপ্তি, স্বর্ণাভরণ ভূষিত ও অন্নদাতা। তোমরা যে শব্দদ্বারা (শত্রুগণকে) অভিভূত করিয়া নিজকার্য্য সাধন কর, সেই প্রবল বারিবর্ষণকারী, দীপ্ত, বিস্তৃত, প্রবৃদ্ধ ধ্বনি যেন এবযামরুৎকে কম্পিত না করে।

৬। হে সর্ব্বাধিক বলশালী মরুৎগণ! তোমাদিগের অপার মহিমা তোমাদিগের শক্তি এবযামরুৎকে রক্ষা করুক। যজ্ঞদীপ্ত দর্শন বিষয়ে

তোমরাই নিয়ামক। প্রজ্বলিত অগ্নি সদৃশ তোমরা নিন্দাকারী হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৭। হে পূজনীয় ও অগ্নির ন্যায় প্রভূত দীপ্তিশালী রুদ্রপুত্রগণ! এবযামরুৎকে রক্ষা করুন। মরুৎগণের অন্তরীক্ষ অবস্থিত, আয়ত ও বিস্তীর্ণ বসতি (তাঁহাদিগের দ্বারা) সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। নিষ্পাপ মরুৎগণের গমনকালে প্রভূত শক্তি (প্রকাশিত হয়)।

৮। হে বিদ্বেষহীন মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগের স্তোত্রের সন্নি-হিত হও এবং স্তবকারী এবযামরুতের আহ্বান শ্রবণ কর। হে বিষ্ণুর সহিত একত্র যজ্ঞভোজী মরুৎগণ! যোদ্ধৃগণ যেরূপ (শত্রুদিগকে অপসারিত করে) তদ্রূপ তোমরা আমাদিগের গূঢ় শত্রুগণকে দূরীভূত কর।

৯। হে পূজনীয় মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগের যজ্ঞে আগমন কর, কারণ তাহা হইলে ইহা সুসম্পন্ন হইবে। তোমরা রাক্ষসগণ দ্বারা সম্প্রাত-বিঘ্ন না হইয়া এবযামরুতের আহ্বান শ্রবণ কর। হে প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ! তোমরা উত্তুঙ্গ শৈল সকলের ন্যায় অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া নিন্দাকারীর শাসন কর।

ষষ্ঠ মণ্ডল

---

১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বৃহস্পতির অপত্য ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; দেবগণের চিত্ত তোমাতে সম্বদ্ধ; হে মনোজ্ঞ মূর্ত্তি! তুমিই এই যজ্ঞে দেবগণের আহ্বানকারী। হে অভীষ্টবর্ষী! সমস্ত বলশালী (শত্রুর) পরাজয়ের নিমিত্ত আমাদিগকে অনিবার্য্য বল প্রদান কর।

২। হে অগ্নি! তুমি সমধিক যজ্ঞকারী ও হোম নিষ্পাদক, তুমি হব্য-গ্রহণপূর্ব্বক স্তুতিভাজন হইয়া সম্প্রতি (বেদি) ভূমির উপর উপবেশন কর। ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ঋত্বিক্‌গণ বিপুল ধন প্রত্যাশায় দেবগণের মধ্যে অগ্রে তোমার অনুসরণ করেন।

৩। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিমান্, দর্শনীয়, মহান্, হব্যভোজী ও সর্ব্বসময়ে প্রদীপ্ত। তুমি বসুগণের (অন্তরীক্ষ) পথে গমন করিতেছ, ধনাভিলাষী (যজমানগণ) তোমার অনুসরণ করিতেছে।

৪। যজমানগণ অন্নলিপ্সু হইয়া দীপ্তিমান্ অগ্নির আহবনীয় স্থানে গমনপূর্ব্বক অপ্রতিহত ভাবে প্রচুর অন্নলাভ করে এবং যৎকালে তোমার শুভ সন্দর্শনে আনন্দিত হয় তৎকালে তোমার যজ্ঞার্হ নাম সকল কীর্ত্তন করে।

৫। হে অগ্নি! পৃথিবীতে মনুষ্যগণ তোমাকে বর্দ্ধিত করে। তুমি (পশু ও অপশু রূপ যে) উভয় বিধ ধন মনুষ্যগণকে প্রদান কর, তজ্জন্য তাহারা তোমাকে বর্দ্ধিত করে। হে দুঃখবিমোচনকারী অগ্নি! তুমি স্তুতিভাজন হইয়া মানবগণের রক্ষক ও পিতৃমাতৃ স্থানীয় হও।

৬। পূজনীয় অভীষ্টবর্ষী মনুষ্যগণের মধ্যে হোমনিষ্পাদক, প্রীতি-প্রদ, নিবৃত্তিপদ যাগকারী, অগ্নি (বেদির উপর) উপবিষ্ট হইয়া তুম

হে অগ্নি! তুমি গৃহে প্রজ্বালিত হইয়াছ, আমরা অবনত জানু হইয়া(১), স্তোত্র সহকারে তোমার নিকট উপস্থিত হই।

৭। আমরা সুবুদ্ধি, সুখাভিলাষী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ; হে স্তবার্হ! আমরা তোমার স্তব করিতেছি। হে অগ্নি! তুমি সমধিক দীপ্তিসম্পন্ন, তুমি মনুষ্যগণকে স্বর্গে লইয়া যাও(২)।

৮। চিরস্থায়ী মনুষ্যবর্গের অধিপতি, জ্ঞানী, শত্রুসংহারক, অভীষ্টবর্ষী, স্তোতৃবর্গের অধিগম্য, অন্নদাতা, পবিত্রতাবিধায়ী, ধনলাভার্থ যষ্টব্য ও দীপ্তিমান্ অগ্নিকে আমরা স্তব করিতেছি।

৯। হে অগ্নি! যে মানব তোমার যজ্ঞ করে ও স্তব করে, যে ব্যক্তি প্রজ্বলিত ইন্ধনের সহিত তোমাকে হব্য প্রদান করে, যে ব্যক্তি স্তুতিসহকারে তোমাকে আহুতি প্রদান করে, সেই ব্যক্তি তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সমস্ত বাঞ্ছিত ধন লাভ করে।

১০। হে শক্তিসম্পন্ন অগ্নি! এই আমরা নমস্কার, ইন্ধন ও হব্য সহকারে তোমার পূজা করিতেছি। হে শক্তিপুত্র! আমরা স্তোত্র ও শস্ত্রসহকারে বেদির উপর (তোমার পূজা করিতেছি)। আমরা যেন তোমার কল্যাণকর অনুগ্রহ লাভার্থ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হই।

১১। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছ, তুমি (মনুষ্যের) পরিত্রাণকারী ও স্তুতিদ্বারা পূজনীয়; তুমি প্রচুর অন্ন ও বিশিষ্টরূপ ধনের সহিত আমাদিগের নিকট সম্যকরূপে দীপ্ত হও।

১২। হে ধনাধিপতি! তুমি সর্ব্বদা আমাদিগকে পরিজনবর্গের সহিত ধন প্রদান কর এবং আমাদিগের পুত্রপৌত্রদিগকে প্রভূত পশু প্রদান কর। আমাদিগের যেন পর্য্যাপ্ত ইচ্ছানুরূপ অনিন্দ্য অন্ন এবং স্তুত ও প্রশস্ত (জীবনোপায়) বিহিত হয়।

১৩। হে দীপ্তিমান্ অগ্নি! আমি যেন তোমার নিকট হইতে বিবিধ ধনলাভ করিয়া ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হই; হে বহুলোকের বরণীয় অগ্নি! তুমি দীপ্তিশালী, তোমাতে প্রভূত ধন নিহিত আছে।

(১) মূলে "জ্ঞুবাধঃ" আছে। "জানুনি বাধমানঃ অবনত জানবঃ।" সায়ণ। "On bended knees."—*Wilson.*

(২) মূলে "স্বঃ [illegible] দিবঃ" আছে। মনুষ্যের স্বর্গলাভের স্পষ্ট উল্লেখ।

পঞ্চম অধ্যায়।

---

২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি মিত্রের ন্যায় শুষ্ক ইন্ধন সহকারে প্রদত্ত দ্রব্যের উপর অবতরণ কর; অতএব হে সর্ব্বদর্শী, ধনসম্পন্ন অগ্নি! তুমি অন্ন ও পুষ্টিদ্বারা আমাদিগকে বর্দ্ধিত কর।

২। হে অগ্নি! মনুষ্যগণ হব্য ও স্তোত্রদ্বারা তোমার পূজা করে; বেগবর্জ্জিত, বারিবর্ষক ও সর্ব্বদর্শী সূর্য্য তোমাতে প্রবিষ্ট হন।

৩। হে অগ্নি! যৎকালে মনুর সন্তান মনুষ্য সুখাভিলাষী হইয়া যজ্ঞে তোমাকে আহ্বান করে, তৎকালে স্তুতিপাঠক ঋত্বিক্‌গণ সমসুখভাগী হইয়া যজ্ঞের কেতুভূত তোমাকে প্রজ্বালিত করে।

৪। হে অগ্নি! তুমি দানশীল, যে মর্ত্ত্য যজ্ঞকার্য্যদ্বারা তোমাকে প্রসন্ন করে, তাহার সমৃদ্ধি হউক। তুমি দীপ্তিশালী, সে ব্যক্তি তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ভীষণ পাপের ন্যায় শত্রুগণকে পরাভূত করে।

৫। হে অগ্নি! যে মর্ত্ত্য ইন্ধনদ্বারা ত্বদীয় মন্ত্র সংস্কৃত আহুতি পরিপুষ্ট করে, সেই ব্যক্তি পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন গৃহে শত বৎসর পরিমিত আয়ু ভোগকরে।

৬। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিশালী, তোমার নির্ম্মল ধূম অন্তরিক্ষে বিস্তৃত হইয়া (মেঘরূপে) পরিণত হয়; হে পাবক! তুমি স্তোত্রদ্বারা প্রসন্ন হইয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি সহকারে বিরাজিত হও।

৭। হে অগ্নি! তুমি মনুষ্যদিগের ভক্তিভাজন, কারণ তুমি অতিথির ন্যায় আমাদিগের মিত্র, নগরস্থ (হিতোপদেষ্টা) বৃক্ষের ন্যায় আশ্রয়যোগ্য এবং প্রজাদের পালনীয়।

৮। হে অগ্নি! ঘর্ষণদ্বারা অরণিতে তোমার বিদ্যমানতা প্রকাশিত হয়; অশ্ব যেরূপ (নিজ আরোহীকে বহন করে) তদ্রূপ তুমি (হব্যবহন) কর; তুমি বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র গমন কর; তুমি অন্ন ও গৃহ (প্রদান কর); তুমি শিশুর ন্যায় এবং ঘোটকের ন্যায় কুটিলগামী।

৯। হে অগ্নি! তৃণ (ভক্ষণার্থ মুক্তবন্ধন) পশু যেরূপ (সমস্ত তৃণ ভক্ষণ করে) তদ্রূপ তুমি অপরিমিত (বৃক্ষ সকলকে) ভক্ষণ কর; হে অবিনশ্বর অগ্নি! তুমি দীপ্তিশালী, তোমার শিখাসমূহ অরণ্য সকলকে ছেদন করিতে থাকে।

১০। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞ করিতে অভিলাষী মনুষ্যদিগের গৃহে হোতারূপে প্রবিষ্ট হও। হে মনুষ্য পালক! তুমি তাহাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর। হে অঙ্গিরা! তুমি হব্য স্বীকার কর।

১১। হে অনুকূল দীপ্তিসম্পন্ন, স্বর্গ ও পৃথিবীতে অবস্থিত, দেব অগ্নি! দেবগণের নিকট আমাদিগের স্তোত্র প্রচার কর। স্তোত্রকারীগণকে সাংসারিক সুখে লইয়া যাও। আমরা যেন শত্রু, পাপ ও কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাই; আমরা যেন সেই সকল (পূর্ব্বজন্মের পাপ হইতে) মুক্ত হই; আমরা যেন তোমার রক্ষা (বলে) তৎসমুদয় হইতে উদ্ধার পাই।

---

৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে দেব অগ্নি! যে যজমান যজ্ঞপালক ও যজ্ঞ নিমিত্ত সঙ্গত, সেই দেবকাম যজমান তোমার বিস্তীর্ণ জ্যোতিঃ লাভ করে এবং তাহাকে তুমি মিত্র ও বরুণের সহিত সমপ্রীতি ভাগী হইয়া তেজোদ্বারা পাপ হইতে রক্ষা কর।

২। যে যজমান বাঞ্ছিতধনের অধিপতি, অগ্নির যাগ করে, সে সকল যজ্ঞে ব্রতধারী হয় এবং সমস্ত পবিত্র কর্ম্মদ্বারা পুষ্ট হয়। তাহার [illegible] (পুত্রের) অভাব ঘটে না, কিন্তু পাপ বা গর্ব্ব সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না।

৩। সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার দর্শন নিষ্পাপ, যে প্রজ্বলিত অগ্নির জ্বালা-সমূহ রাত্রির শব্দায়মান ধেনুগণের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, সকলের আবাসভূত, বনজাত সেই অগ্নি সর্ব্বত্র মনোজ্ঞ মূর্ত্তি হইয়া দৃষ্ট হয়েন।

৪। এই অগ্নির পথ তীক্ষ্ণ এবং ইঁহার দেহ মুখদ্বারা তৃণাদানকারী অশ্বের ন্যায় নিরতিশয় দীপ্তি পাইতেছে। স্বর্ণকার যেরূপ (ধাতুসকল) দ্রবীভূত করে(১) তদ্রূপ অগ্নি কাষ্ঠ সকল ভস্মসাৎ করিয়া কুঠারবৎ নিজ জিহ্বা নিঃসৃত করিতেছে।

৫। বাণ নিক্ষেপকারী যেরূপ (নিজ বাণ) নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ সেই অগ্নি (নিজ জ্বালাসমূহ দূরে) নিক্ষেপ করেন এবং (যোদ্ধা) যেরূপ লৌহময় (অস্ত্রের) ধার (শাণিত করে)(২) তদ্রূপ শিখা নিক্ষেপ সময়ে নিজ দীপ্তি সুতীক্ষ্ণ করেন এবং বৃক্ষের উপর অবস্থিত লঘুপতন-সমর্থ পাদবিশিষ্ট পক্ষীর ন্যায় বিচিত্রভাবে গমন করিয়া রাত্রি অতিক্রম করেন, (অর্থাৎ ধীরে২ অন্ধকার নাশ করে)।

৬। সেই অগ্নি স্তবার্হ, সূর্য্যের ন্যায় আপনাকে দীপ্ত রশ্মিদ্বারা আবৃত করেন। অনুকূল দীপ্তি বিস্তার করিয়া শিখাসহকারে নিরতিশয় শব্দ করেন; তিনি রাত্রিতে দীপ্তি প্রকাশ করিয়া দিবসের ন্যায় মনুষ্যগণকে (স্ব স্ব কার্য্যে) প্রেরণ করেন। অমর ও দোষ রহিত অগ্নি প্রজ্বালিত দীপ্তি সহকারে নেতৃভূত নিজ রশ্মি সকলকে প্রেরণ করেন।

৭। দীপ্তিসম্পন্ন সূর্য্যের ন্যায় রশ্মি বিস্তারকারী যে অগ্নির মহৎ শব্দ শ্রুত হয়, অভীষ্টবর্ষী দীপ্ত সেই অগ্নি (দহ্যমান) ওষধিসমূহের মধ্যে নিরতিশয় শব্দ করেন। যিনি দীপ্ত ও গমনশীল এবং ইতস্ততঃ ঊর্দ্ধগামী তেজোদ্বারা গমনপূর্ব্বক (শত্রুগণকে) মর্দ্দন করিয়া শোভনপতিসম্পন্ন স্বর্গ ও পৃথিবীকে ধনদ্বারা পূর্ণ করেন(৩)।

(১) মূলে "দ্রবিং ন দ্রাবয়তি" আছে। "As a melter causes to melt."—*Wilson.*

(২) মূলে "অয়সো ন ধারাং" আছে। অয়স অর্থে এস্থলে লৌহের অস্ত্র।

(৩) [illegible] ভাষ্যান্তরে অর্থ দান করেন, অর্থাৎ যেইরূপ স্বর্গ ও পৃথিবীকে ধন পূর্ণ করেন, [illegible] অর্থ।

৮। যে অগ্নি স্বয়ং নিযুক্ত হইয়া অশ্বের ন্যায় পৃথিবীর (বৃক্ষাদি) সহকারে গমন করেন, যিনি দিক্ বহনকারী (রশ্মি) সহকারে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, যিনি মরুৎগণের বল শোষণ করেন, নিরতিশয় দীপ্তিশালী সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত ও বেগসম্পন্ন সেই অগ্নি বিরাজ করিতেছেন।

---

৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে দেবগণের আহ্বানকারী, শক্তিপুত্র অগ্নি! যেরূপ মনুর যজ্ঞে তুমি হব্যদ্বারা দেবগণের যাগ করিয়াছিলে, তদ্রূপ অদ্য আমাদিগের এই যজ্ঞে যাগার্হ দেবগণকে আপনার সমকক্ষ বোধ করিয়া শীঘ্র তাঁহাদিগের যাগ কর।

২। যিনি দিন প্রকাশক (সূর্য্যের) ন্যায় প্রদীপ্ত ও (সকলের) বোধগম্য, যিনি সকলের জীবনভূত, অবিনশ্বর, অতিথি, জাতবেদা ও প্রাতঃকালে মনুষ্যগণের মধ্যে প্রবুদ্ধ হয়েন, সেই অগ্নি যেন আমাদিগকে উৎকৃষ্ট অন্ন প্রদান করেন।

৩। স্তোতৃগণ সম্প্রতি যে অগ্নির মহৎ কর্ম্মের প্রশংসা করিতেছেন, সূর্য্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ সেই অগ্নি আপনাকে দীপ্তিদ্বারা আবৃত করিতেছেন; অবিনশ্বর ও পবিত্রতা বিধায়ক সেই অগ্নি দীপ্তিদ্বারা সকল পদার্থকে প্রকাশিত করিতেছেন এবং সর্ব্বব্যাপী (রাক্ষসাদির) প্রাচীন নগর সকল ধ্বংস করিতেছেন।

৪। হে শক্তিপুত্র! তুমি বন্দনীয়; অগ্নি হব্যের উপর আসীন হইয়া অভ্যাগত উপাসকদিগকে গৃহ ও অন্ন প্রদান করিতেছেন। হে অন্নদাতা! তুমি আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর এবং রাজার ন্যায় (আমাদিগের রিপুগণকে) জয় কর এবং আমাদিগের উপদ্রব শূন্য (গৃহে) অবস্থান কর।

৫। যে অগ্নি (তেজদ্বারা) নাশক (তিমিরদিগকে) ক্ষীণীভূত করেন, যিনি [illegible] যিনি বায়ুর ন্যায় (সকলের) অধীশ্বর, সেই অগ্নি [illegible]

সকল অতিক্রম করেন। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি তোমাকে হব্য প্রদান না করে, আমরা যেন তাহাকে পরাভূত করি এবং তুমি যেন অশ্বের ন্যায় (বেগবান্) হইয়া আমাদিগের আক্রমণকারী শত্রুগণের উচ্ছেদ কর।

৬। হে অগ্নি! দীপ্তিশালী, পূজনীয় (কিরণ) দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় তুমি দীপ্তিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত কর। স্বপথে গমনকারী তেজোবিশিষ্ট সূর্য্যের ন্যায় বিচিত্র অগ্নি অন্ধকার সকল দূর করেন।

৭। হে অগ্নি! তুমি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক স্তুতিভাজন ও পূজার্হ দীপ্তি-সম্পন্ন, তোমাকে আমরা বন্দনা করিতেছি। অতএব তুমি আমাদিগের মহৎ স্তোত্র শ্রবণ কর। তুমি বলে বায়ু সদৃশ ও ইন্দ্রের ন্যায় দেবস্বরূপ (যজ্ঞের) নেতৃভূত, ঋষিগণ তোমাকে হব্য দ্বারা প্রীত করেন।

৮। হে অগ্নি! তুমি শীঘ্র দস্যুরহিত পথদ্বারা আমাদিগেকে নির্ব্বিঘ্নে ঐশ্বর্য্য সমীপে লইয়া যাও। পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। তুমি স্তোতৃবর্গকে যে সুখ প্রদান কর, আমি স্তবকারী আমাকে তাহা প্রদান কর। আমরা যেন শোভন সন্ততিসম্পন্ন হইয়া শত হেমন্ত (অর্থাৎ বৎসর) সুখ ভোগ করি(১)।

---

৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে অগ্নি! আমি স্তোত্রদ্বারা তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি শক্তিপুত্র, নিত্য তরুণ, অনিন্দনীয়, অল্পবয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন, বহুলোকের বরণীয় ও সদয়, তুমি সকলকে বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর।

২। হে বহুশিখাসম্পন্ন দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি! যজ্ঞার্হ (যজমানগণ) অহোরাত্র তোমাতে হব্যরূপ ধন অর্পণ করে। (দেবগণ) পৃথিবীতে যেরূপ জীবসমূহকে স্থাপন করিয়াছেন, তদ্রূপ অগ্নিতে ধন সকল নিহিত করিয়াছেন।

---

(১) মনুষ্যের পরমায়ু শত বৎসর।

৩। হে অগ্নি! তুমি প্রাচীন ও ইদানীন্তন প্রজাবর্গে সর্বতোভাবে অবস্থান করিতেছ এবং নিজ কার্য্যদ্বারা যজমানদিগকে বাঞ্ছিত ধন প্রদান করিয়াছ। অতএব হে জ্ঞানী জাতবেদা! তুমি পরিচর্য্যাকারী যজমানকে নিরন্তর ধন প্রদান কর।

৪। হে অনুকূল দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! যে অন্তর্হিত দেশে অবস্থিত হইয়া আমাদিগকে বাধা দেয়, অথবা যে অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ করে, তুমি সেই উভয় বিধ শত্রুকেই নিজ অক্ষয়, বৃষ্টিহেতুভূত অসাধারণ তেজঃ প্রভাবে দগ্ধ কর।

৫। হে শক্তিপুত্র! যে ব্যক্তি যাগ, ইন্ধন, উপাসনা ও স্তোত্রদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করে, মনুষ্যগণের মধ্যে প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন সেই ব্যক্তি ধন ও প্রকৃষ্ট অন্নদ্বারা বিশেষরূপে শোভা পায়।

৬। হে অগ্নি। তুমি যাহা করিতে প্রার্থিত হইতেছ শীঘ্র তাহা সম্পাদন কর। তুমি বলসম্পন্ন, তুমি নিজ বলদ্বারা আমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ কর। হে দীপ্তিসম্পন্ন! যে স্তোতা স্তোত্রদ্বারা তোমার উপাসনা করিতেছে, সেই স্তবকারীর উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত স্তোত্রদ্বারা প্রীতি লাভ কর।

৭। হে অগ্নি! আমরা তোমার রক্ষা (প্রভাবে) অভিলষিত বস্তু লাভ করি। হে ধনাধিপতি! আমরা যেন উৎকৃষ্ট সন্ততিসহকারে ঐশ্বর্য্য লাভ করি। আমরা যেন অন্নাভিলাষী হইয়া অন্নলাভ করি। হে অমর! আমরা অক্ষয়, দীপ্তিসম্পন্ন (যশ) লাভ করি।

---

৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। যে ব্যক্তি অন্নকামনা করে, সে স্তুতিযুক্ত, বলপ্রদানকারী, দুষ্ট-[illegible], শ্বেতবর্ণ, সুদীপ্ত, দেবকামী, বর্ষীয় শক্তিপুত্র (অগ্নির) অভিমুখে নবীনতর [illegible] গমন করুক।

২। (হে অগ্নি)! তুমি শ্বেতবর্ণ, শব্দকারী, অন্তরীক্ষে অবস্থিত, অক্ষয় ও বিপুল শব্দকারী (মরুৎগণের) সহিত (মিলিত) ও যুবতম; তুমি পাবক ও সুমহান্, তুমি অসংখ্য স্থূল (কাষ্ঠ) ভক্ষণপূর্ব্বক অনুগমন কর।

৩। হে বিশুদ্ধ অগ্নি! তোমার প্রদীপ্ত শিখা সকল পবন সঞ্চালিত হইয়া বহু (কাষ্ঠ) ভক্ষণপূর্ব্বক সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে সম্ভূত নবোৎপন্ন সেই সমস্ত রশ্মি বনসমূহকে ধর্ষণকারী দীপ্তিদ্বারা পীড়িত করিয়া ভস্মসাৎ করে।

৪। হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! তোমার যে সমস্ত শুভ্র রশ্মি পৃথিবীকে মুণ্ডিত করিতেছে(১) সেগুলি বিযুক্ত অশ্বগণের ন্যায় ইতস্ততঃ গমন করিতেছে) সম্প্রতি ত্বদীয় ভ্রমণশীল শিখাসমূহ বিচিত্ররূপা পৃথিবীর উপরিস্থিত উন্নত প্রদেশ আরোহণ করিয়া বিরাজিত হইতেছে।

৫। বর্দ্ধনকারী (অগ্নির) শিখা ধেনুগণের জন্য যুদ্ধকারী কর্ত্তৃক প্রযুক্ত বজ্রের ন্যায় নিরন্তর নির্গত হইতেছে, বীরের পৌরুষবৎ অগ্নির শিখা দুঃসহ, দুর্নিবার, ভীষণ অগ্নি বন সকল দগ্ধ করেন।

৬। হে অগ্নি! তুমি প্রবল ও উত্তেজক রশ্মি সহকারে পৃথিবীর গন্তব্য স্থান সকল দীপ্তিদ্বারা আচ্ছন্ন কর। তুমি সমস্ত বিপদ্ দূরীভূত কর এবং নিজতেজঃ প্রভাবে স্পর্দ্ধাকারীগণকে অভিভূত করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ কর।

৭। হে বিচিত্র, অদ্ভুত বলসম্পন্ন, আনন্দদায়ক অগ্নি! আমরা প্রীতিপ্রদ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করি; তুমি অদ্ভুত, অত্যদ্ভুত, বশস্কর, অন্নপ্রদ, আনন্দদায়ক, পুত্রপৌত্রাদিসমন্বিত বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রদান কর।

---

(১) মূলে "ক্ষাং বপন্তি" আছে। কেশশ্মশ্রুবিনাশোপলক্ষিতবপনার্থীন্ বপতী- ত্যর্থঃ। সায়ণ। ১।১৬৪।৪৪ শব্দের টীকা দেখ।

৭ সূক্ত।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। বৈশ্বানর অগ্নি স্বর্গের শিরোভূত, পৃথিবীর ব্যাপক, যজ্ঞার্থ জাত, জ্ঞানসম্পন্ন, সম্যক দীপ্তিসম্পন্ন, মানবগণের অতিথিভূত, (দেবগণের) মুখস্বরূপ ও রক্ষাকারী। দেবগণ তাঁহাকে উৎপাদিত করিয়াছেন।

২। (স্তোতৃবর্গ) যজ্ঞের বন্ধনকারী, ধনের আধারভূত, হব্যসকলের আশ্রয়স্বরূপ, (অগ্নির) সম্যকরূপে স্তব করেন। দেবগণ যজ্ঞীয় দ্রব্য সকলের বহনকারী ও যজ্ঞের কেতু স্বরূপ বৈশ্বানরকে উৎপাদিত করেন।

৩। হে অগ্নি! তোমা হইতেই হব্য প্রদাতা জ্ঞানসম্পন্ন হয়। বীরগণ তোমা হইতেই শত্রু বিজেতা হয়। অতএব হে দীপ্তিশালী বৈশ্বানর! তুমি আমাদিগকে বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর।

৪। হে অবিনশ্বর অগ্নি! তুমি পুত্রের ন্যায় (অরণিদ্বয় হইতে) উৎপন্ন; সমস্ত দেবগণ তোমাকে স্তব করেন। হে বৈশ্বানর! যৎকালে তুমি পালনকারী (অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী) দ্বয়ের মধ্যে দীপ্ত হও, তৎকালে তাঁহারা ত্বদীয় যাগ কার্য্যদ্বারা অমরত্ব লাভ করেন।

৫। হে বৈশ্বানর অগ্নি! কেহই তোমার সেই সমস্ত মহৎ কার্য্যের বাধা দিতে সমর্থ হয় না। তুমি মাতা ও পিতার ক্রোড়ভূত (অন্তরীক্ষে) উৎপন্ন হইয়া দিবসের কেতু (স্বরূপ সূর্য্যকে) অন্তরীক্ষ পথে সংস্থাপিত করিয়াছ।

৬। বৈশ্বানরের বারি প্রজ্ঞাপক দীপ্তিদ্বারা অন্তরীক্ষের উন্নত প্রদেশ সকল পরিমিত হইয়াছে। সেই বৈশ্বানরেরই শিরঃস্থানীয় (মেঘরূপে পরিণত হয়ে) বারিরাশি অবস্থান করে এবং তাহা হইতেই সাতটী নদী শাখার ন্যায় উদ্ভূত হইয়াছে(১)।

---

(১) এখানেও সপ্ত নদীর উল্লেখ আছে, কিন্তু নাম নাই।

৭। শোভন কর্ম্মকারী যে বৈশ্বানর ভুবন সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অন্তরীক্ষের দীপ্তিশালী (নক্ষত্রাদির) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমস্ত ভূতজাতকে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত করিয়াছেন; অজেয়, পালক ও বারিরক্ষক (সেই বৈশ্বানর বিরাজ করিতেছেন)।

---

৮ সূক্ত।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। আমি সর্ব্বব্যাপী, বারিবর্দ্ধক, দীপ্তিমান্, জাতবেদার বলের শীঘ্র এই যজ্ঞে সম্যক্রূপে স্তব করিতেছি। বৈশ্বানর অগ্নির অভিমুখে নবীন, নির্ম্মল, শোভন স্তোত্র সোমরসের ন্যায় নির্গত হইতেছে।

২। সৎকর্ম্মপালক বৈশ্বানর উৎকৃষ্ট স্বর্গে সঞ্জাত হইয়াই সৎকর্ম্ম সকলের রক্ষা ও অন্তরীক্ষের পরিমাণ করিয়াছেন। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী বৈশ্বানর নিজ মহিমাদ্বারা স্বর্গ লাভ করিয়াছেন।

৩। (সকলের) মিত্রভূত, অদ্ভুত (বৈশ্বানর) স্বর্গ ও পৃথিবীকে বিশেষরূপে (নিজ নিজ স্থানে) স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি দীপ্তিদ্বারা অন্ধকার অন্তর্হিত করিয়াছেন। তিনি আধারভূত (স্বর্গ ও পৃথিবীকে দুই খানি পশু) চর্ম্মের ন্যায় বিস্তৃত করিয়াছেন, বৈশ্বানর অগ্নি সমস্ত বীর্য্য ধারণ করেন।

৪। বলশালী মরুৎগণ অন্তরীক্ষ মধ্যে ইঁহাকে ধারণ করিয়াছিলেন এবং মনুষ্যগণ ইঁহাকে পূজনীয় নৃপতিরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। দেবগণের দূতস্বরূপ মাতরিশ্বা দূরদেশবর্ত্তী সূর্য্য (মণ্ডল) হইতে এই বৈশ্বানর অগ্নিকে (ইহলোকে) আনয়ন করিয়াছেন।

৫। হে অগ্নি! তুমি যাহারা তোমাকে উদ্দেশ করিয়া যাহারা নবীনতর স্তোত্র উচ্চারণ করে, তুমি তাহাদিগকে ধন ও যশস্বী (পুত্র) প্রদান কর; হে দীপ্তিমান্ অজর অগ্নি! তুমি বজ্রের ন্যায় নিজ দীপ্তিদ্বারা হন্তব্য শত্রুকে বিদ্ধ কর।

৬। হে অগ্নি! আমরা হব্যরূপ ধনে ধনবান্, আমাদিগকে তুমি অনপহার্য্য অক্ষয় ও সুবীর্য্য ধন প্রদান কর। হে বৈশ্বানর অগ্নি! আমরা যেন তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া শত সহস্র প্রকার অন্নলাভ করি।

৭। হে ত্রিভুবনাবস্থিত, যাগার্হ অগ্নি! তোমার অপ্রতিহত, রক্ষাকারী (বল) দ্বারা তুমি, স্তবকারীগণকে রক্ষা কর, হে বৈশ্বানর অগ্নি! তুমি (হব্য) দাতাদিগের বল রক্ষা কর, আমরা তোমার স্তব করিতেছি, তুমি আমাদিগের পরিত্রাণ কর।

---

৯ সূক্ত।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি এবং শুভ্রবর্ণ দিবস জ্ঞানগম্য স্বস্ব প্রবৃত্তিদ্বারা অখিল জগৎ রঞ্জিত করিয়া নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বৈশ্বানর অগ্নি রাজার ন্যায় প্রকাশিত হইয়া দীপ্তিদ্বারা তমোনাশ করেন।

২। আমি তন্তু (টানা সূত্র) অথবা ওতু (পড়্যান সূত্র) জানি না, কিম্বা সতত চেষ্টাদ্বারা যে (বস্ত্র) বয়ন করে তাহার কিছুই অবগত নহি। ইহলোকে অবস্থিত পিতাকর্ত্তৃক (উপদিষ্ট হইয়া) কাহার পুত্র অন্য জগতের বক্তব্য বাক্য সকল বলিতে সমর্থ হইবে(১)?

৩। একমাত্র সেই বৈশ্বানর অগ্নি তন্তু এবং ওতু অবগত আছেন। তিনি উচিত অবসরে বক্তব্য সকল বলেন। বাগ্মিরক্ষক, ভূবিহারী অগ্নি

---

(১) মূলে ঋকটী এইরূপ আছে:—"নাহং তন্তুং ন বি জানাম্যোতুং ন যং বয়ন্তি সমরেহতমানাঃ। কস্য স্বিৎপুত্র ইহ বক্ত্বানি পরো বদাত্যবরেণ পিত্রা"। সায়ন বলেন প্রজ্ঞানায় বিদ্বগণের (অনধিগতার্থের) স্তুতি ইহাদ্বারা দীনতাসূচক প্রকটিত হইয়াছে। এস্থলে তন্তু শব্দদ্বারা বৈদিক ছন্দঃসমূহ, ওতু শব্দদ্বারা যজুঃসমূহ ও সামসমূহ এবং উভয়ের সংঘটনদ্বারা বস্ত্র অর্থাৎ যজ্ঞ বুঝিতে হইবে। আত্মবিদ্যাপরায়ণ (বৈদান্তিক গণের) মতে ইহা দ্বারা আত্মতত্ত্ব রহস্য প্রকটিত হইয়াছে। তন্মতে তন্তু শব্দদ্বারা সূক্ষ্মভূত, ওতু শব্দদ্বারা স্থূলভূত এবং উভয়ের সংঘটনদ্বারা উৎপাদিত বস্ত্র অর্থাৎ লোক বুঝিতে হইবে। ঋকের শেষার্দ্ধের তাৎপর্য্য এই—কোন মনুষ্যই বক্তব্য বলিতে সমর্থ নহেন, একমাত্র সূর্য্য বলিতে পারেন, কারণ তিনি নিজ পিতা অগ্নিকর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়াছেন। ফলতঃ সূর্য্য ব্যতীত অগ্নি ব্যতিরেকে অপর কিছুই নহে।

অন্তরীক্ষে অন্য (মূর্ত্তি অর্থাৎ সূর্য্যরূপ) দ্বারা অখিল জগৎ প্রকাশিত করিয়া পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত ভূত অবগত আছেন।

৪। এই বৈশ্বানর অগ্নি আদ্য হোতা; (হে মানবগণ! তোমরা) এই অগ্নিকে ভজন কর। অক্ষয় এই অগ্নি মরণস্বভাব দেহে (জাঠররূপে অবস্থান করেন)। নিশ্চল সর্ব্বব্যাপী, অক্ষয় এই অগ্নি শরীর ধারণপূর্ব্বক জাত ও বর্দ্ধিত হন।

৫। চিত্ত অপেক্ষা অধিকতর বেগশালী, নিশ্চল জ্যোতিঃ সুখের (পথ) প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সমুদয় জঙ্গম জীবে অন্তর্নিহিত আছে। অখিল দেবগণ একমত ও সমান প্রজ্ঞ হইয়া সম্মানসহকারে প্রধান কর্ম্ম কর্ত্তা (বৈশ্বানরের) অভিমুখবর্ত্তী হয়েন।

৬। (ত্বদীয় গুণ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত) আমার কর্ণদ্বয় ও (ত্বদীয় রূপ দর্শনার্থ) আমার চক্ষু ধাবিত হইতেছে। হৃদয়ে যে (বুদ্ধিস্বরূপ) জ্যোতি নিহিত আছে, তাহাও ত্বদীয় স্বরূপ অবগত হইবার জন্য (সমুৎসুক হইয়াছে)। দূরস্থ বিষয়ক চিন্তা ব্যাপৃত আমার হৃদয় (তাঁহার অভিমুখে) ধাবিত হইতেছে। আমি (বৈশ্বানরের) কিরূপে স্বরূপ বর্ণন করিব? কিরূপেই বা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিব?।

৭। হে বৈশ্বানর! অখিল দেবগণ ভীত হইয়া অন্ধকারে অবস্থিত তোমাকে নমস্কার করেন। বৈশ্বানর যেন নিজ রক্ষাদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করেন। অক্ষয় অগ্নি যেন নিজ রক্ষাদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করেন।

---

১০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। (হে ঋত্বিগণ! তোমরা) প্রবৃত্ত, বিঘ্ন রহিত এই যজ্ঞে পূজনীয়, স্বর্গীয় ও সর্ব্বতোভাবে দোষ বর্জ্জিত অগ্নিকে স্তোত্র সহকারে সম্মুখে স্থাপন কর, কারণ সমধিক দীপ্তিসম্পন্ন জাতবেদা যজ্ঞে আমাদিগকে সমৃদ্ধি বিধান করেন।

২। হে দীপ্তিসম্পন্ন, অসংখ্য শিখাসম্পন্ন, (দেবগণের) আহ্বানকারী অগ্নি! তুমি অন্যান্য অগ্নি সহকারে প্রদীপ্ত হইয়া এই মানব (স্তোত্র শ্রবণ কর)। স্তোতাগণ মমতার(১) ন্যায় অগ্নির উদ্দেশে সেই মনোহর স্তোত্র পবিত্র ঘৃতের ন্যায় অর্পণ করিতেছে।

৩। যে ব্যক্তি স্তোত্র সহকারে অগ্নিতে (হব্য) প্রদান করে, মনুষ্যগণের মধ্যে সেই ব্যক্তি অন্নদ্বারা সমৃদ্ধি লাভ করে। বিচিত্র দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি সেই ব্যক্তিকে বিচিত্র রক্ষা সহকারে ধেনু সমন্বিত গোষ্ঠ ভোগে অধিকারী করেন।

৪। কৃষ্ণবর্ত্মা যে অগ্নি জন্মিবামাত্রেই দূর হইতে দৃশ্যমান নিজ দীপ্তিদ্বারা বিস্তীর্ণ (স্বর্গ ও পৃথিবীকে) পরিপূর্ণ করেন, সেই পাবক অগ্নি সম্প্রতি নিজ দীপ্তিদ্বারা রাত্রির নিবিড় অন্ধকারকে দূরীভূত করিতে দৃষ্ট হইতেছেন।

৫। হে অগ্নি! আমরা (হব্য রূপ ধনে) বলবান্, আমাদিগকে তুমি শীঘ্র বহু অন্ন ও রক্ষা সহকারে বিচিত্র ধন প্রদান কর এবং যাহারা ধন, অন্ন ও উৎকৃষ্ট বীর্য্যদ্বারা অন্য লোকদিগকে পরাজিত করে (তাদৃশ পুত্র ও প্রদান কর)।

৬। হে অগ্নি! উপবিষ্ট হব্যদাতা তোমার নিমিত্ত যে হোম করিতেছেন, তুমি হব্যাভিলাষী হইয়া সেই যাগসাধন অন্ন স্বীকার কর। ভরদ্বাজ (বংশীয়) গণের নির্দ্দোষ স্তোত্র গ্রহণ কর এবং তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর, যাহাতে তাহারা নানাবিধ অন্নলাভ করিতে পারে।

৭। হে অগ্নি! শত্রুগণকে দূরীভূত কর। আমাদিগের অন্ন বর্দ্ধিত কর। আমরা যেন শোভন পুত্রপৌত্রাদি সমন্বিত হইয়া শত হেমন্ত (অর্থাৎ বৎসর) সুখভোগ করি(২)।

---

(১) "মমতা নাম ব্রহ্মবাদিনী দীর্ঘতমসো মাতা।" সায়ণ।

(২) মনুষ্যের পরমায়ুর পরিমাণ শত বৎসর। ইহার পর ১২ ও ১৩ ও ১৭ ও ২৷ সূক্তের শেষেও এই রূপ আছে।

১১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে দেবগণের আহ্বানকারী, যজমানশ্রেষ্ঠ অগ্নি! আমরা তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি সম্প্রতি আমাদিগের এই আরব্ধ যজ্ঞে শত্রুবিজয়ী মরুৎগণের যাগ কর এবং মিত্র, বরুণ, নাসত্যদ্বয় স্বর্গ ও পৃথিবীকে আমাদিগের যাগার্থ আনয়ন কর।

২। হে অগ্নি! তুমি স্তুত্যতম, আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষবিহীন এবং দানাদিগুণসম্পন্ন; তুমি মনুষ্য মধ্যে প্রবৃত্ত যজ্ঞে দেবগণকে আহ্বান কর। হে অগ্নি! তুমি হব্য বহনপূর্ব্বক শুদ্ধি বিধায়ক শিখা সহকারে দেবগণের মুখস্বরূপ নিজ দেহ দেবগণের নিকট সমর্পণ কর।

৩। হে অগ্নি! ধনের কারণ ভূত স্তোত্র নিরন্তর তোমার প্রতি উচ্চারিত হয়, কারণ তোমার আবির্ভাব হইলে যজমান দেবগণের যজ্ঞ সাধনার্থ (সমর্থ হয়), তখন অঙ্গিরা ঋষিগণের মধ্যে সর্ব্বাধিক স্তবকারী, মেধাবী (ভরদ্বাজ) যজ্ঞে উল্লাসকারক স্তোত্র উচ্চারণ করেন।

৪। পরিপক্ক বুদ্ধি, দীপ্তিমান্ অগ্নি সম্যক্‌রূপে শোভা পাইতেছেন। তুমি শোভন হব্যসম্পন্ন, পঞ্চ প্রকার মনুষ্য(১) হব্য প্রদানপূর্ব্বক মর্ত্ত্য অতিথির ন্যায় তোমাকে অন্নদ্বারা পরিতৃপ্ত করে, তুমিও বিস্তীর্ণ স্বর্গ ও পৃথিবীকে হব্যদ্বারা পূজা কর।

৫। যৎকালে অগ্নি (সমীপে) হব্যসহকারে কুশ আহৃত হয় এবং দোষবর্জ্জিত ঘৃতপূর্ণ স্রুক্ (কুশোপরি) আনীত হয়, তখন ভূমির উপর তোমার আধারভূত (বেদি) রচিত হয় এবং সূর্য্যে যেরূপ তেজোরাশি (সমবেত হয়) তদ্রূপ (যজমান কর্ত্তৃক) যাগকার্য্য সমাশ্রিত হয়।

৬। হে বহুশিখাসম্পন্ন, দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি! তুমি দীপ্তিশালী অগ্নি সহকারে প্রদীপ্ত হইয়া আমাদিগকে ধন প্রদান কর; হে শক্তি পুত্র! আমরা যেন তোমাকে হব্যদ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া শত্রুবৎ পাপ হইতে মুক্ত হই।

(১) মূলে "পঞ্চ জনাঃ" আছে।

১২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। দেবগণের আহ্বানকারী, যজ্ঞের অধিপতি অগ্নি স্বর্গ ও পৃথিবীর যাগ করিবার নিমিত্ত যজমান গৃহে অবস্থিতি করেন। শক্তিপুত্র, যজ্ঞসম্পন্ন (অগ্নি) সূর্য্যের ন্যায় দূর হইতেই দীপ্তির দ্বারা (অখিল জগৎ) প্রকাশিত করেন।

২। হে যাগার্হ, দীপ্তিসম্পন্ন, অগ্নি! তুমি পরিপক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন, সমস্ত যজমান তোমাতে আগ্রহ সহকারে প্রচুর হব্য অর্পণ করে, তুমি ত্রিভুবনে অবস্থিত হইয়া দেবগণের নিকট উৎকৃষ্ট মনুষ্যদত্ত হব্য বহন করিবার নিমিত্তে সূর্য্যের ন্যায় বেগশালী হও।

৩। যাহার সর্ব্বব্যাপী, তেজস্বী শিখা বনে দীপ্তি পায়, প্রবৃদ্ধ সেই অগ্নি সূর্য্যের ন্যায় (অন্তরীক্ষ) পথে বিরাজ করিতেছেন এবং সকলের কল্যাণ বিধায়ক (বায়ুর) ন্যায় অক্ষয় ও অনিবার্য্য অগ্নি বেগপূর্ব্বক ওষধিমধ্যে গমন করিয়া নিজ দীপ্তিদ্বারা (অখিল জগৎ) প্রবুদ্ধ করিতেছেন।

৪। জাতবেদা সেই অগ্নি যাচকের (স্তোত্রবৎ) সুখদায়ক অস্মদীয় স্তোত্রদ্বারা আমাদিগের গৃহে স্তুত হইতেছেন। যজমানগণ দ্রুমভোজী, অরণ্যাশ্রয়কারী, (বৎসগণের) পিতা বৃষভের ন্যায় ক্ষিপ্রকর্ম্মকারী সেই অগ্নির স্তব করিতেছেন।

৫। যৎকালে অগ্নি অনায়াসে বন সকল ভস্মসাৎ করিয়া পৃথিবীর উপর বিস্তৃত হয়, তখন স্তোতৃবর্গ ইহলোকে এই অগ্নির শিখাসমূহের স্তব করে। অপ্রতিহতভাবে বিচরণকারী এবং চৌরবৎ দ্রুতগামী অগ্নি মরুভূমির উপরেও বিরাজিত হয়েন(১)।

৬। হে ক্ষিপ্রগামী অগ্নি! তুমি সমস্ত অগ্নির সহিত প্রজ্বলিত হইয়া আমাদিগকে নিন্দা হইতে (রক্ষা কর), তুমি আমাদিগকে ধন প্রদান কর এবং দুঃখদায়ক শত্রুসৈন্য দূরীভূত কর; আমরা যেন শোভন পুত্রপৌত্র সম্পন্ন হইয়া শত বৎসর (অর্থাৎ শতসংবৎসর) সুখ ভোগ করি।

---

(১) মূলে "অভিধন্বারাট্" আছে। "ধন্ব মরুভূমিমতিক্রম্য রাট্ রাজতে যদ্বা ধন্বশব্দেনাত্রাপ উচ্যন্তে ... অতিশয়েনাতিক্রম্য রাজতে।" সায়ণ। "Shines over the desert."—*Wilson.*

১৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে প্রশস্ত ধনসম্পন্ন অগ্নি! বৃক্ষ হইতে শাখাসমূহের ন্যায় ধন, শত্রুসংহারক বল এবং অন্তরিক্ষের বৃষ্টি, এই সমস্ত সৌভাগ্য তোমা হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব হে বারিবর্ষক, তুমি স্তবার্হ।

২। হে পূজনীয় অগ্নি! আমাদিগকে রমনীয় ধন প্রদান কর; হে মনোজ্ঞ দীপ্তি, তুমি সর্ব্বব্যাপী (বায়ুর) ন্যায় সর্ব্বত্র অবস্থিতি কর; হে দীপ্তিমান্ অগ্নি! তুমি মিত্রের ন্যায় প্রচুর যজ্ঞ এবং পর্য্যাপ্ত বাঞ্ছিত ধন দান কর।

৩। হে প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন, যজ্ঞার্থে সমুৎপন্ন, অগ্নি! তুমি বারিপুত্র (বৈদ্যুতাগ্নির) সহিত সঙ্গত হইয়া ধনের নিমিত্ত যে ব্যক্তিকে প্রেরণ কর, সাধুগণের রক্ষাকারী, বুদ্ধিমান্, সেই ব্যক্তি বলদ্বারা শত্রু সংহার করেন এবং পণির শক্তি হরণ করেন।

৪। হে শক্তিপুত্র! যে মানব স্তুতি উপাসনা এবং যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞভূমিতে ত্বদীয় তীক্ষ্ণদীপ্তি আকর্ষণ করে, হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! সেই মনুষ্য সমস্ত প্রাচুর্য্য ও ধান্য(১) ধারণ করে এবং ধন সম্পন্ন হয়।

৫। হে শক্তিপুত্র অগ্নি! তুমি সমৃদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগকে উৎকৃষ্ট পুত্রসহকারে প্রশস্ত অন্ন প্রদান কর; তুমি দানশীল, বিদ্বেষপূর্ণ রিপু হইতে বলদ্বারা যে পশু সম্বন্ধীয় (দধ্যাদি) অন্ন আহরণ কর, তাহাও প্রচুর পরিমাণে প্রদান কর।

৬। হে শক্তিপুত্র অগ্নি! তুমি বলশালী, তুমি আমাদিগের উপদেষ্টা হও, আমাদিগকে অন্নসহকারে পুত্র ও পৌত্র প্রদান কর; আমি স্তুতিসমূহদ্বারা পূর্ণকাম হই; আমরা যেন প্রশস্ত পুত্র পৌত্রাদি সম্পন্ন শত হেমন্ত (সংবৎসর) সুখ ভোগ করি।

(১) মূলে "ধান্যং" আছে, আমি অনুবাদে ঐ শব্দটির রাখিলাম; কিন্তু ১। ৩৫।৩ ঋকের টীকা দেখ।

১৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। যে মানব স্তোত্রসহকারে অগ্নির পরিচর্য্যা ও (যাগাদি) কার্য্য করে, সে যেন শীঘ্র (মনুষ্যগণের মধ্যে) প্রধান হইয়া শোভা পায় এবং (পুত্রাদির) পোষণার্থ প্রচুর অন্নলাভ করে।

২। এক মাত্র অগ্নিই প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন; তিনি প্রধান যাগ কার্য্য-নির্ব্বাহক ও সর্ব্বদর্শী। মনুষ্য সন্তানগণ যজ্ঞে অগ্নিকে দেবগণের আহ্বান-কারী বলিয়া স্তব করেন।

৩। হে অগ্নি! শত্রুগণের ঐশ্বর্য্য সকল (তাহাদিগের নিকট হইতে) বিযুক্ত হইয়া (ত্বদীয় স্তোতৃবর্গের) রক্ষণার্থ পরস্পর স্পর্দ্ধা করে। শত্রুবিজয়ী ত্বদীয় (স্তোতৃবর্গ) তোমার যজ্ঞ করিয়া ব্রতবিরোধীদিগকে পরাভূত করিতে ইচ্ছা করে।

৪। অগ্নি (স্তোতৃবর্গকে) সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী, শত্রুবিজয়ী ও সাধু-রক্ষকপুত্র প্রদান করেন। তাঁহার সন্দর্শনে অরিগণ (ত্বদীয়) বলে ভীত হইয়া কম্পিত হইতে থাকে।

৫। যাহার (হব্যরূপ) ধন (শত্রুদ্বারা) বিঘ্ন প্রাপ্ত না হয় এবং যজ্ঞে অন্যান্য যজমানদ্বারা সন্তুষ্ট না হয়, বলশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন দেব অগ্নি সেই ব্যক্তিকে নিন্দক হইতে রক্ষা করেন।

৬। হে বন্ধু স্বর্গ ও পৃথীতে অবস্থানকারী, দেব অগ্নি! তুমি আমা-দিগের এই শোভন স্তুতি দেবগণের নিকট প্রচার কর এবং স্তবকারীকে গার্হস্থ্যসুখে লইয়া যাও। আমরা যেন শত্রু, পাপ ও কষ্ট সকল অতিক্রম করি। আমরা ত্বদীয় রক্ষণ বশতঃ তাহাদিগকে অতিক্রম করি।

১৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র বীতহব্য, অথবা ভরদ্বাজ ঋষি।

১। (হে বীতহব্য বা ভরদ্বাজ)! তুমি প্রাতঃ প্রবুদ্ধ, লোকরক্ষক, স্বভাবপবিত্র এই অতিথিকে (অর্থাৎ, অগ্নিকে) প্রসন্ন কর। অগ্নি সকল সময়ে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়েন এবং (অরণিদ্বয়ের মধ্যে) গর্ভরূপে অবস্থান করিয়া অক্ষয় হব্য ভক্ষণ করেন।

২। হে অদ্ভুত অগ্নি! তুমি অরণি মধ্যে নিহিত, সুবার্হ ও ঊর্দ্ধশিখ; তোমাকে ভৃগুগণ বন্ধুবৎ গৃহে স্থাপন করিয়াছিলেন। বীতহব্য(১) প্রতিদিন উৎকৃষ্ট স্তোত্রদ্বারা তোমার পূজা করেন, তুমি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হও।

৩। হে অপ্রতিহত প্রভাব অগ্নি! (যে ব্যক্তি যাগাদির অনুষ্ঠানে) নিপুণ, তুমি তাহার সমৃদ্ধিবিধায়ক এবং বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট শত্রু হইতে তাহার রক্ষক হও। অতএব হে সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ শক্তিপুত্র! তুমি ভরদ্বাজ বীতহব্যকে(২) ধন ও গৃহ প্রদান কর।

৪। (হে বীতহব্য)! তুমি শোভন স্তুতিদ্বারা হব্যবাহক, দীপ্তিমান্, অতিথিবৎ, পূজনীয়, স্বর্গ প্রদর্শক, মনুর (যজ্ঞে) দেবগণের আহ্বানকারী, যজ্ঞসম্পাদক, মেধাবী বিপ্রের ন্যায় ওজস্বী বক্তা, অধীশ্বর দেব অগ্নির প্রীতি সাধন কর।

৫। যিনি ভানুদ্বারা উষার ন্যায় পৃথিবীর উপর পবিত্রতাকারিণী ও চেতনাবিধায়িনী দীপ্তিদ্বারা বিরাজিত হন; যিনি সংগ্রামে শত্রুসংহারকারী (বীরের) ন্যায় এতশের সাহায্যার্থ শীঘ্র প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন; যিনি সর্ব্বভক্ষণশীল ও জরারহিত।

---

(১) "ভরদ্বাজ ঋষিশ্চেৎ বীতহব্যো দ্বয় বিকে ভরদ্বাজ ইতি যোজনীয়ম্।" সায়ণ।

(২) মূলে "বীতহব্যায় ভরদ্বাজায়" আছে। "ভরদ্বাজায় সত্যভরবিলক্ষণায় বীতহব্যায় বীতং গমিতং হব্যং হবির্যেন তাদৃশায় ভরদ্বাজায়েতি বা যোজ্যম্।" সায়ণ।

৬। (হে অস্মদীয় স্তোতৃবর্গ)! তোমরা নিরতিশয় প্রীতিভাজন, অতিথিভূত, পূজনীয় অগ্নিকে নিরন্তর ইন্ধনদ্বারা পূজা কর। তোমরা অবিনশ্বর অগ্নির সম্মুখীন হইয়া স্তোত্রদ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা কর। কারণ দেবগণের মধ্যে দানাদিগুণসম্পন্ন অগ্নি আমাদিগের পূজা গ্রহণ করেন।

৭। আমি ইন্ধনদ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নির স্তুতির দ্বারা স্তব করি। আমি স্বভাববিশুদ্ধ, পবিত্রতা বিধায়ক ধ্রুব অগ্নিকে যজ্ঞে অগ্রে স্থাপন করি। আমরা জ্ঞানসম্পন্ন, দেবগণের আহ্বানকারী, বহুলোকের বরণীয়, সদাশয়, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নির নিকট ধন প্রার্থনা করি।

৮। হে অগ্নি! তুমি অক্ষয়, হব্যবাহক, রক্ষাকারী ও পূজনীয়; যুগে যুগে দেবগণ ও মনুষ্যগণ তোমাকে দৌত্যকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রবুদ্ধ, সর্ব্বব্যাপী, প্রজাপালক অগ্নিকে নমস্কারপূর্ব্বক (বেদীর উপর) সংস্থাপিত করিয়াছেন।

৯। হে অগ্নি! তুমি দেব ও মনুষ্য উভয়ের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া এবং যজ্ঞে দেবগণের সমীপে দৌত্যকার্য্য করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবীতে সঞ্চরণ কর। যেহেতু আমরা তোমার জন্য যজ্ঞ করিতেছি ও স্তোত্র পাঠ করিতেছি। অতএব ত্রিভুবনবর্ত্তী তুমি আমাদিগের সুখ বিধান কর।

১০। আমরা অল্প বুদ্ধি; আমরা বিচক্ষণ শ্রেষ্ঠ, অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন, মনজ্ঞমূর্ত্তি ও মনোহরগতি অগ্নির পরিচর্য্যা করিতেছি। সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি যেন যাগ করেন এবং অমরগণের মধ্যে আমাদিগের হব্য প্রচার করেন।

১১। হে শৌর্য্যসম্পন্ন অগ্নি! তুমি দূরদর্শী, যে পুরুষ তোমার স্তব করে, তুমি তাহাকে রক্ষা কর ও তদীয় মনোরথ পূর্ণ কর। যে ব্যক্তি যজ্ঞ সম্পাদন বা হব্য উৎক্ষেপ করে তাহাকেই তুমি বল ও ধনদ্বারা পূর্ণ কর।

১২। হে অগ্নি! তুমি শত্রু হইতে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর। হে বলসম্পন্ন! তুমিই আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ কর। তোমার নিকট দোষহীন, হব্য উপস্থিত হউক। (তোমা কর্তৃক প্রদত্ত) সহস্র প্রকার ধন (আমাদিগের নিকট) উপস্থিত হউক।

১৩। দেবগণের আহ্বানকারী, রাজা অগ্নি গৃহের অধিপতি এবং জাত বেদা, (সুতরাং) সমস্ত ভূতজাত অবগত আছেন। তিনি দেব ও মনুষ্যগণের মধ্যে নিরতিশয় যাগকারী। সত্যসম্পন্ন সেই অগ্নি প্রকৃষ্টরূপে যজ্ঞ করুন।

১৪। হে যজ্ঞসম্পাদক, পাবনদীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! অদ্য যজমান যে (যজ্ঞ) সম্পাদন করিতেছেন, তুমি তাহার অনুমোদন কর। তুমি যজমান, অতএব তুমি যজ্ঞে (দেবগণের) যাগ কর। যেহেতু তুমি নিজ মহিমা-দ্বারা সর্ব্বব্যাপী, অতএব হে যুবতম অগ্নি! অদ্য আমরা তোমাকে যে হব্য প্রদান করিতেছি তাহা তুমি স্বীকার কর।

১৫। হে অগ্নি! (বেদির উপর) যথাবিধি স্থাপিত (হব্যরূপ) অন্নের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। স্বর্গ ও পৃথিবীর যাগ করিবার জন্য (এই যজমান) তোমাকে সংস্থাপিত করিয়াছে। হে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন অগ্নি! তুমি আমাদিগকে সংগ্রামে রক্ষা কর, যাহাতে আমরা সমস্ত কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইব। আমরা যেন সমস্ত দুরিত হইতে পরিত্রাণ পাই; আমরা যেন তোমার রক্ষা বশতঃ তৎসমুদয় হইতে উদ্ধার পাই।

১৬। হে শোভন শিখাসম্পন্ন অগ্নি! অখিল দেবগণের সহিত সর্ব্বাগ্রগণ্য তুমি ঊর্ণাবিশিষ্ট ঘৃত সংপৃক্ত কুলায় সদৃশ (উত্তর বেদির) উপর উপবেশন কর এবং হব্যদাতা যজমানের যজ্ঞ যথাযথরূপে (দেবগণের নিকট) বহন কর।

১৭। কর্ম্মনির্ব্বাহক ঋত্বিগ্‌গণ অথর্ব্বা ঋষির ন্যায় অগ্নিকে মন্থন করিতেছেন এবং অজ্ঞশীল অমূঢ় অগ্নিকে রাত্রির অন্ধকার সমূহ হইতে আনয়ন করিতেছেন।

১৮। হে অগ্নি! যজ্ঞে দেবকাম যজমানের কল্যাণার্থ প্রাদুর্ভূত হও। যজ্ঞের সমৃদ্ধি বিধায়ক অমরগণকে আনয়ন কর। দেবগণের নিকট আমাদিগের যজ্ঞ বহন কর।

১৯। হে গৃহের অধিপতি অগ্নি! মানবগণের মধ্যে আমরাই ইন্ধন-দ্বারা তোমার বৃদ্ধি সাধন করিয়াছি। অতএব আমাদিগের গার্হপত্য অগ্নি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুদ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করুক। তুমি তীক্ষ্ণ দীপ্তি-দ্বারা আমাদিগকে শোভিত কর

১৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি দেবগণ কর্তৃক মনুর সন্তান মানবগণের সমস্ত যজ্ঞে হোতারূপে নিয়োজিত হইয়াছ।

২। তুমি আমাদিগের যজ্ঞে পূজনীয় শিখাসমূহদ্বারা মহৎ দেবগণের যাগ কর। দেবগণকে এস্থানে আনয়ন কর; তাঁহাদিগকে হব্য প্রদান কর।

৩। হে সৃষ্টিকারক, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী, দেব অগ্নি! তুমি যজ্ঞ সকলে মহামার্গ ও ক্ষুদ্র পথ অবগত আছ।

৪। হে অগ্নি! হব্যদাতা ঋত্বিগ্‌গণের সহিত ভরত দ্বিবিধ ধর্ম্মা-ক্রান্ত (অর্থাৎ সুখদাতা দুঃখনাশক) তোমাকে সুখের (উদ্দেশে) স্তব করিয়াছিলেন এবং হব্যদ্বারা যজ্ঞার্হ তোমার যাগ করিয়াছিলেন(১)।

৫। হে অগ্নি! সোমাভিষবকারী দিবোদাসকে এই সমস্ত নানাবিধ সুখ যেরূপ প্রদান করিয়াছিলে, সম্প্রতি হব্যদাতা ভরদ্বাজকে (সেইরূপ) সমুদয় প্রদান কর।

৬। তুমি অমর দূত; মেধাবী ভরদ্বাজের শোভন স্তোত্র শ্রবণ করিয়া তুমি দেবগণকে এস্থানে আনয়ন কর।

৭। হে দেব অগ্নি! ধার্ম্মিক মনুষ্যগণ দেবগণের তৃপ্তি সাধনার্থ যজ্ঞ সকলে তোমার স্তব করেন।

৮। হে অগ্নি! তুমি দানশীল, আমি তোমার মনোহর দীপ্তির এবং কার্য্যের পূজা করিতেছি। যাহারা (তোমার অনুগ্রহে) পূর্ণকাম হইয়াছে তাহারা সকলেই তোমার পরিচর্য্যা করে।

৯। হে অগ্নি! তুমি শিখারূপ মুখদ্বারা হব্যবহনকারী ও সুবিচক্ষণ, তোমাকে মনু হোতৃকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। অতএব তুমি স্বর্গীয় ব্যক্তিগণের যাগ কর।

(১) সায়ণ এই স্থলের উল্লিখিত ভরতকে দুষ্মন্ত তনয় ভরত মনে করিয়াছেন।

১০। হে অগ্নি! তুমি হব্যভক্ষণার্থ আগমন কর এবং দেবগণের নিকট হব্যবহনার্থ স্তুতিভাজন হইয়া হোতাস্বরূপ কুশোপরি উপবেশন কর।

১১। হে অঙ্গিরা! আমরা ইন্ধন ও আজ্যদ্বারা তোমাকে প্রবর্দ্ধিত করিতেছি, অতএব হে যুবতম অগ্নি! তুমি নিরতিশয় দীপ্তিলাভ কর।

১২। হে দেব অগ্নি! তুমি আমাদিগকে প্রশস্ত পুত্রপৌত্রাদি সহকারে বিপুল উৎকৃষ্ট ধন প্রদান কর।

১৩। হে অগ্নি! অথর্ব্বা ঋষি শিরোবৎ বিশ্বের ধারণকারী পুষ্কর হইতে মন্থন করিয়া তোমাকে নিঃসারিত করিয়াছেন(২)।

১৪। অথর্ব্বার পুত্র দধীচি তোমাকে প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। তুমি বৃত্রহন্তা ও পুরবিনাশক।

১৫। হে বর্ষাকারী অগ্নি! তুমি দস্যুহন্তা ও প্রতিযুদ্ধে ধনবিজয়ী, ঋষি পাথ্য তোমাকে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন।

১৬। হে অগ্নি! তুমি আগমন কর, কারণ আমি তোমার নিকট এইরূপে স্তোত্র উচ্চারণ করিব। তুমি এই সমস্ত সোমদ্বারা বর্দ্ধিত হও।

১৭। হে অগ্নি! তুমি যে কোন স্থানে, যে কোন যজমানের প্রতি চিত্ত সমর্পিত কর, সেই যজমানকে প্রকৃষ্ট বল প্রদান কর এবং তথায় তুমি অবস্থিতি কর।

১৮। হে অগ্নি! ত্বদীয় পূর্ণদীপ্তি যেন দৃষ্টিবিঘাতক না হয়। হে উপাসকগণের গৃহপ্রদাতা! তুমি আমাদিগের পূজা গ্রহণ কর।

---

(২) অথর্ব্বা পুষ্কর হইতে অগ্নিকে মন্থন করিয়া উৎপন্ন করিয়াছিলেন, ইহার অর্থ কি? সায়ণ প্রজাপতিদ্বারা পদ্মপত্রের উপর জগতের সৃষ্টির শাস্ত্রীয় কথা অবলম্বন করিয়া পুষ্কর অর্থে এখানে পদ্ম করিয়াছেন। সামবেদের টীকাকার মহীধর পুষ্কর অর্থে জল এবং অথর্ব্বা অর্থে বায়ু করিয়া একটী অর্থ করিয়াছেন। *Wilson* সায়ণের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, *Langlois* পুষ্কর অর্থে করিয়াছেন অরণি কাষ্ঠের ছিদ্র যাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে সমস্ত ঋষিগণ প্রথমে আর্য্য বর্ণে অগ্নির যজ্ঞ বিশেষরূপে প্রচার করেন, অথর্ব্বা ও তৎপুত্র দধীচি ও তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। ১। ৭১। ৩ ঋকের টীকা ও ১। ৮০। ১৬ ঋকের টীকা দেখ। অতএব এই ঋকেও সেই অথর্ব্বা ঋষি কর্ত্তৃক অগ্নি উৎপাদনের কথার উল্লেখ আছে মাত্র। জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে যে অর্থ করা হইয়াছে তাহা কাল্পনিক। ইহার পরের দুইটী ঋক দেখ।

১৯। আমরা হব্যবাহক, দিবোদাসের শত্রুনিধনকারী, সর্ব্বজ্ঞ ও সাধুরক্ষক অগ্নিকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছি।

২০। নিজ মহিমাদ্বারা শত্রু সংহারকারী, অধ্বৃষ্য ও অপ্রতিহত অগ্নি আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে অখিল পার্থিব ধন প্রদান করুন।

২১। হে অগ্নি! তুমি প্রাচীনবৎ নবীন দীপ্তিদ্বারা এই বিস্তীর্ণ (অন্তরীক্ষ) আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছ।

২২। হে বন্ধুগণ! তোমরা শত্রুহন্তা ও বিধানকর্ত্তা অগ্নির স্তোত্র গান কর এবং তাঁহাকে হব্য প্রদান কর।

২৩। যিনি মানবগণের প্রতিযুগে দেবগণের আহ্বানকারী, প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞ, দেবগণের দূতস্বরূপ ও হব্যবাহক, সেই অগ্নি যেন (আমাদিগের যজ্ঞে) উপবেশন করেন।

২৪। হে গৃহপ্রদাতা অগ্নি! তুমি এই যজ্ঞে দুই দীপ্তিমান্ ও বিশুদ্ধ কর্ম্মকারী দেব, মিত্র ও বরুণ এবং আদিত্যগণ, মরুতগণ, স্বর্গ ও পৃথিবীর যাগ কর।

২৫। হে শক্তিপুত্র অগ্নি! তুমি অবিনশ্বর, তোমার প্রশস্ত দীপ্তি মর্ত্ত্য উপাসককে অন্ন প্রদান কর।

২৬। হে অগ্নি! হব্যদাতা অদ্য কার্য্যদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিয়া অতি প্রশংসনীয় ও মহৈশ্বর্য্যশালী হউক। সেই মানব সর্ব্বদা যেন সম্যক্‌রূপে ত্বদীয় স্তোত্র উচ্চারণ করে।

২৭। হে অগ্নি! ত্বদীয় যে সকল স্তোত্রকারী তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হয়, তাহারা অন্ন কামনা করিয়া আক্রমণকারী শত্রুগণকে পরাজিত ও বিনষ্ট করিয়া সমস্ত অন্নলাভ করে।

২৮। অগ্নি যেন নিজ তীক্ষ্ণ দীপ্তিদ্বারা (হব্য) ভোজী (রাক্ষসাদির) সংহার করেন এবং আমাদিগকে ধন প্রদান করেন।

২৯। হে সর্ব্বদর্শী জাত বেদা! তুমি শোভন পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন ধন আহরণ কর। হে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী! তুমি রাক্ষসগণকে বিনাশ কর।

৩০। হে জাতবেদা! তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর। হে যজ্ঞের উৎপাদক অগ্নি! তুমি বিদ্বেষকারী হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৩১। হে অগ্নি! যে দুষ্টাভিপ্রায় মানব ভীষণ অস্ত্রদ্বারা আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করে, তাহা হইতে এবং পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৩২। হে দীপ্তি সম্পন্ন অগ্নি! যে মানব আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, সেই দুষ্কর্ম্মকারী মনুষ্যকে জ্বালা রূপ জিহ্বাদ্বারা অপসারিত কর।

৩৩। হে শত্রুবিজয়ী অগ্নি! তুমি ভরদ্বাজকে অপরিমিত সুখ ও বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর।

৩৪। স্তুতিদ্বারা প্রসাদিত, হব্যরূপ ধন লিপ্সু, প্রজ্বলিত, শুভ্র বর্ণ, অগ্নি শত্রুদিগকে নাশ করিবার নিমিত্ত হব্য দ্বারা আহূত হইয়াছেন।

৩৫। মাতা (পৃথিবীর) গর্ভভূত অক্ষয় (বেদির উপর) দীপ্তিসম্পন্ন এবং পিতা স্বর্গলোকের পালনকারী অগ্নি যজ্ঞের (উত্তর বেদি নামক) স্থানে উপবিষ্ট আছেন।

৩৬। হে সর্ব্বদর্শী জাতবেদা! তুমি আমাদিগের নিকট সন্ততিসংকারে এরূপ অন্ন আনয়ন কর, যাহা স্বর্গলোকে দীপ্তি প্রকাশ করে।

৩৭। হে শক্তিপুত্র অগ্নি! তুমি রম্য দর্শন, আমরা (হব্যরূপ) অন্নপ্রদানপূর্ব্বক তোমার নিকট স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছি।

৩৮। হে অগ্নি! তুমি রমণীয় তেজঃ সম্পন্ন ও দীপ্তিশালী, তোমার আশ্রয় আমরা ছায়ার ন্যায় গ্রহণ করিতেছি।

৩৯। হে অগ্নি! তুমি বাণদ্বারা শত্রুনিহন্তা, প্রচণ্ড বলশালী, ধানুকের ন্যায় এবং তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় পুরীসকল নষ্ট করিয়াছ।

৪০। (ঋত্বিগ্‌গণ) হব্য ভোজী শোভন যাগ নিষ্পাদক যে অগ্নিকে সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় হস্তে ধারণ করেন, সেই অগ্নির (পরিচর্য্যা কর।

৪১। দেবগণের ভক্ষ্যদ্রব্যের (ভারগ্রহণ করিবার নিমিত্ত) প্রকৃষ্ট ধন প্রদাতা দেব অগ্নির আহরণ কর। সেই অগ্নি নিজ উচিত স্থানে উপবেশন করুন।

৪২। প্রাদুর্ভূত, অতিথিবৎ প্রিয়, গৃহাধিপতি অগ্নিকে জ্ঞানপ্রদায়ক আহবনীয় অগ্নিতে সংস্থাপিত কর।

৪৩। হে দীপ্তিসম্পন্ন অগ্নি! তুমি সেই সকল সুশিক্ষিত অশ্বগণকে (নিজরথে) যোজিত কর, যে সকল অশ্ব তোমাকে শীঘ্র যজ্ঞে আনয়ন করে।

৪৪। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। হব্য ভোজন এবং সোমরস পান করিবার নিমিত্ত দেবগণকে এস্থানে আনয়ন কর।

৪৫। হে হব্যবাহক অগ্নি! তুমি উন্নতভাবে প্রদীপ্ত হও। হে অক্ষয় দীপ্তিসম্পন্ন অমর! তুমি বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হও।

৪৬। যে কোন হব্য প্রদানকারী মনুষ্য হব্যদ্বারা দেব পূজা করিবেন, তিনিই স্বর্গ ও পৃথিবীর হোতৃভূত, সত্য সহকারে যাগকারী অগ্নির পূজা করেন। তিনি যেন বদ্ধাঞ্জলি হইয়া হব্যদ্বারা অগ্নির পূজা করেন।

৪৭। হে অগ্নি! আমরা তোমাকে হৃদয়দ্বারা সংস্কৃত ঋক্ রূপ হব্য প্রদান করিতেছি। বলশালী বৃষভ ও ধেনুগণ তোমার নিকট পূর্ব্বোক্তরূপ হব্য হউক(৩)।

৪৮। অগ্নি (শত্রুর) ধন হরণ করিয়াছেন এবং রাক্ষসগণের সংহার করিয়াছেন। দেবগণ অগ্নিকে প্রধান ও প্রধানতঃ বৃত্রহন্তা বোধ করিয়া উদ্দীপিত করেন।

---

(৩) এখানে গো ও বৃষ আহুতি প্রদানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র! তুমি যে সোমপান করিবার নিমিত্ত (পণিগণ কর্তৃক অপহৃত) গোসমূহ প্রকাশিত করিয়াছিলে, অঙ্গিরাগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া সেই সোমরস পান কর। হে শত্রুনিধনকারী বজ্রপাণি! তুমি বলসম্পন্ন হইয়া অখিল বিঘ্নকারী শত্রুকে সংহার করিয়াছ।

২। হে নীরস সোমপায়ী, রক্ষাকারী, মনোজ্ঞহনু ও স্তোতৃগণের কামপূরক ইন্দ্র! তুমি এই (সোমরস) পান কর। হে গোত্রভিৎ, বজ্রধর, অশ্বনিয়ন্তা ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে বিবিধ অন্ন প্রদান কর।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি পুরাতন সোমের ন্যায় এই সোম পান কর। ইহা তোমার হর্ষ উৎপাদন করুক। আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ কর এবং ইহা দ্বারা বর্দ্ধিত হও। সূর্য্যকে প্রকাশিত কর, আমাদিগকে অন্ন ভোজন করাও, আমাদিগের শত্রুগণকে সংহার কর এবং (পণিগণকর্তৃক অপহৃত) ধেনুবৃন্দ প্রকাশিত কর।

৪। হে অন্নসম্পন্ন ইন্দ্র! তুমি দীপ্তিশালী এই সমস্ত পীত মাদক সোমরস তোমাকে বিশেষরূপে অভিষিক্ত করুক। বলশালী তুমি সর্ব্বগুণে গুণবান্, সমর্থ, বিচিত্র ও শত্রুনিধনকারী; মদকর এই সকল সোমরস তোমার নিরতিশয় আনন্দ উৎপাদন করুক।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি (সোমরস) দ্বারা উল্লাসিত হইয়া নিবিড় তমো ভেদ করিয়া সূর্য্য ও উষাকে স্থাপিত করিয়াছ এবং স্বস্থান হইতে অবিচলিত ধেনুগণের চারিদিকে অবস্থিত মহা অদ্রি বিদারণ করিয়াছ।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি নিজ জ্ঞান, কার্য্য ও শক্তি দ্বারা অপরিণত গো-সমূহে পরিণত (দুগ্ধ) অর্পণ করিয়াছ; তুমি ধেনুগণের (নির্গমনের) নিমিত্ত

দৃঢ় দ্বার সকল উদ্ঘাটিত করিয়াছ ; তুমি অঙ্গিরাগণের সহিত সমবেত হইয়া গোষ্ঠ হইতে ধেনুবৃন্দ উন্মুক্ত করিয়াছ।

৭। হে ইন্দ্র! মহৎকার্য্যদ্বারা বিস্তীর্ণ পৃথিবী পূর্ণ করিয়াছ। তুমি বলশালী, তুমি বিশাল স্বর্গকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ। তুমি পুরাতন মাতা ঋতের কন্যা ও দেবমাতা স্বর্গ ও পৃথিবী পোষণ করিতেছ।

৮। হে ইন্দ্র! যৎকালে পাপিষ্ঠ (বৃত্র) দেবগণকে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন সমস্ত দেবগণ যুদ্ধার্থ বলশালী তোমাকে আপনাদিগের অগ্রে অধ্যক্ষস্বরূপ স্থাপন করিয়াছিলেন। মরুৎগণ সংগ্রামে ইন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন।

৯। যৎকালে অন্ন প্রদাতা ইন্দ্র আক্রমণকারী অহিকে বধ করিয়া মহানিদ্রায় অভিভূত করিলেন তৎকালে স্বর্গ তদীয় বজ্র ও ক্রোধ এই উভয়ের ভয়ে অবসন্ন হইয়াছিল।

১০। হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র! ত্বষ্টা তোমার জন্য সহস্রধার ও শতপর্ব্ব বজ্রনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হে ঋজীষ সোমপায়ী ইন্দ্র! তদ্দ্বারা তুমি উগ্রকাম, উদ্ধত প্রকৃতি, বিকট শব্দকারী অহিকে নিষ্পিষ্ট করিয়াছ।

১১। হে ইন্দ্র! অখিল মরুৎগণ সম্প্রীতিভাজন হইয়া তোমাকে (স্তোত্র দ্বারা) বর্দ্ধিত করে, তোমার জন্য পূষা ও বিষ্ণু শত মহিষ পাক করুন(১) এবং মদকর শত্রুনাশক সোমপূর্ণ তিনটী নদী প্রবাহিত হউক।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি (বৃত্র কর্ত্তৃক) সমাচ্ছাদিত নদী সকলের প্রকাণ্ড বারিরাশি উন্মুক্ত করিয়াছ ; তুমি জলরাশি মুক্ত করিয়াছ। তুমি সেই সমস্ত নদীকে নিম্নপথে প্রবাহিত করিয়াছ ; তুমি বেগবান্ সলিলরাশিকে সমুদ্রে লইয়া গিয়াছ।

১৩। হে ইন্দ্র! এইরূপে তুমি সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানকারী, ঐশ্বর্য্যশালী, মহান্, ওজস্বী, ক্ষয় রহিত, বলপ্রদাতা, (মরুৎরূপে) শোভন

(১) এখানেও মহিষ পাকের উল্লেখ আছে।

সম্ভজিঘাংসু, অস্ত্রধারী ও বজ্রধর; তোমাকে আমাদিগের নবীন স্তোত্র আমাদিগের রক্ষা করণে প্রবর্ত্তিত করুক।

১৪। হে ইন্দ্র! আমরা দীপ্তিসম্পন্ন ও মেধাবী; তুমি আমাদিগকে বল, পুষ্টি, অন্ন ও ধন লাভের নিমিত্ত আশ্রয় প্রদান কর। পরিচারকগণের সহিত ভরদ্বাজকে স্তবকারী পুত্রপৌত্রাদি প্রদান কর এবং ভবিষ্যতে আমাদিগের (রক্ষক হও)।

১৫। আমরা যেন এই স্তুতিদ্বারা দীপ্তিশালী ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত অন্ন লাভ করি, আমরা যেন উৎকৃষ্ট পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন হইয়া শত হেমন্ত (অর্থাৎ বৎসর) সুখভোগ করি।

---

১৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। (হে ভরদ্বাজ!) তুমি অভিভবকারী, তেজোবিশিষ্ট, শত্রুনিধনকারী, অধৃষ্য ও বহুলোকের আহূত ইন্দ্রেরই স্তব কর; তুমি এই সমস্ত স্তোত্রদ্বারা অপ্রতিহত প্রভাব, ওজস্বী শত্রুবিজয়ী ও মনুষ্যগণের অভীষ্টপূরক ইন্দ্রের সংবর্দ্ধনা কর।

২। তিনি যোদ্ধা দানশীল, যুদ্ধব্যাপৃত, সহানুভূতিসম্পন্ন, বহুলোকের উপকারক, শব্দকারী, ঋজীষ, সোমপায়ী (সংগ্রামে) রেণু সকলের উত্থাপক, বলশালী এবং মনুর সন্তানগণের প্রধান রক্ষাকারী।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি দস্যুদিগকে শীঘ্র স্ববশে আনয়ন করিয়াছ এবং তুমিই প্রধানতঃ আর্য্যদিগকে পুত্রদাসাদি প্রদান করিয়াছ(১)। হে ইন্দ্র! তোমার তাদৃশ বীর্য্য প্রকৃত পক্ষে আছে কি(২)? তুমি সময়ে সময়ে সেই বীর্য্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিও।

---

(১) এখানে আর্য্য কর্ত্তৃক দস্যুর বশীকরণের পরিচয় পাওয়া যায়।

(২) উপাসকদিগের মনে ইন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন দেবগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সময়ে সময়ে সন্দেহ উপস্থিত হইত, তাহা ৩। ৪ ঋকে উপলব্ধি হয়।

৪। তথাপি হে বলবত্তম ইন্দ্র! তুমি বহুযজ্ঞে প্রাদুর্ভূত ও অস্মদীয় শত্রুগণের হিংসাকারী; তোমার তাদৃশ প্রচণ্ড ও প্রবৃদ্ধ বল আছে, আমি এইরূপ বিশ্বাস করি। কারণ তুমি ওজস্বী, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, শত্রুগণের অজেয় অথচ জেতৃশত্রুগণের নিধনকারী।

৫। হে অবিচলিত (পর্ব্বতাদির) সঞ্চালনকারী, মনোজ্ঞ দর্শন ইন্দ্র! আমাদিগের পুরাতন বন্ধুত্ব যেন চিরস্থায়ী হয়। তুমি স্তবকারী অঙ্গিরাগণের সহিত অস্ত্র নিক্ষেপকারী বলকে বধ করিয়াছ এবং তদীয় নগর ও নগরদ্বার সকল উদ্‌ঘাটিত করিয়াছ।

৬। ওজস্বী, স্তোতৃগণের সামর্থ্য বিধায়ী ইন্দ্র, মহাসংগ্রামে স্তোতৃবর্গের আহ্বানার্হ; বজ্রধারী ও সংগ্রামে স্তোত্রদ্বারা বিশিষ্টরূপে বন্দনীয় সেই ইন্দ্র পুত্র ও পৌত্রগণের লাভার্থও বন্দনীয় হয়েন।

৭। তিনি অক্ষয়, শত্রুদমনকারী ও বলদ্বারা মানব জন্মের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। নেতৃশ্রেষ্ঠ সেই ইন্দ্র কীর্ত্তি, বল, ধন ও বীরত্বের সহিত একত্র অবস্থিতি করেন।

৮। যিনি কখনও (সংগ্রামে) হতবুদ্ধি হয়েন নাই, যিনি কখনও নিষ্ফল বস্তুর উৎপাদক হয়েন নাই, প্রসিদ্ধনামা যিনি শত্রুদিগের পুরীনাশে এবং নিধনে বিশেষ সচেষ্ট; হে ইন্দ্র! সেই তুমি চুমুরি, ধুনি, পিপ্রু শম্বর ও শুষ্ণকে সংহার করিয়াছ।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি ঊর্দ্ধগামী, শত্রুহ্রাসকারী, প্রশস্যতর বল সহকারে সংহারার্থ রথোপরি আরোহণ কর। দক্ষিণ হস্তে বজ্র ধারণ কর। হে ধনপ্রদাতা! তুমি গমনপূর্ব্বক শত্রুদিগের মায়া একবারে উচ্ছেদ কর।

১০। হে ইন্দ্র! অগ্নি যেরূপ নীরস বৃক্ষসমূহকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ তদীয় বজ্র (শত্রু সংহার করে), তুমি বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর। তুমি নিঃশেষরূপে রাক্ষস সকলকে ভস্মসাৎ কর। তুমি অনিবার্য্য ও বিপুল (বজ্র) দ্বারা শত্রুগণকে পেষণ করিয়াছ, (রণস্থলে) সিংহনাদ করিয়াছ এবং সমস্ত দুরিত নষ্ট করিয়াছ।

১১। হে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, বহুলোকের বরণীয় শক্তিপুত্র ইন্দ্র! কেহ বলদ্বারা তোমাকে বিযুক্ত করিতে সমর্থ হয় না। তুমি অসংখ্য বলশালী, বাহনদ্বারা ধন সহকারে আমাদিগের নিকট আগমন কর।

১২। ঐশ্বর্য্যশালী, শত্রু নিহন্তা, প্রাচীন ইন্দ্রের মহিমা স্বর্গ ও পৃথিবীর মাহাত্ম্য অতিক্রম করিয়াছে। এই ইন্দ্রের প্রতিপক্ষ, উপমান, অথবা আদর্শ নাই।

১৩। হে ইন্দ্র! তুমি কুৎস, আয়ু ও অতিথিগ্ব (দিবোদাস) এই তিন জনের জন্য যে মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছ, তাহা অদ্যাপি প্রকাশিত আছে, তুমি তাঁহাকে (অতিথিগ্বকে) বহু সহস্র ধন প্রদান করিয়াছ এবং বিজয়ী (বজ্র) দ্বারা পৃথিবীস্থিত দ্রুতগামী (অতিথিগ্বকে) বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ।

১৪। হে দীপ্তিসম্পন্ন অখিলস্তোতৃগণ! অহি সংহারের নিমিত্ত তোমার স্তব করিয়াছেন। স্তোতৃবর্গের স্তবে প্রসন্ন হইয়া তুমি (দারিদ্র্যাদি-দ্বারা) পীড়িত যজমান ও তদীয় পুত্রকে ধন প্রদান করিয়াছ।

১৫। হে ইন্দ্র! স্বর্গ, পৃথিবী ও অমর দেবগণ ত্বদীয় বল স্বীকার করে। হে বহুকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! তুমি অসম্পাদিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর এবং (ত্বদীয়) যজ্ঞ সকলে নূতন স্তোত্রের উৎপত্তি বিধান কর।

---

১৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। রাজার ন্যায় জনগণের অভীষ্টপূরক, প্রভূত বলশালী ইন্দ্র এস্থানে আগমন করুন। (স্বর্গ ও মর্ত্ত্য) উভয় লোকের উপর বিস্তৃতপরাক্রম এবং শত্রু বলদ্বারা অপ্রতিহত প্রভাব ইন্দ্র যেন আমাদিগের নিকট বীরত্ব প্রকাশের জন্য বৃদ্ধি লাভ করেন। তিনি বিপুলদেহ ও প্রথ্যাতগুণ, যজমানগণ যেন তাঁহার সমুচিত পরিচর্য্যা করেন।

২। মহান, দ্রুতগামী, অক্ষয়, নিত্যতরুণ, অজেয়, বলে বলবান ও দ্রুতবর্দ্ধনশীল ইন্দ্রকে আমাদিগের স্তোত্র দানার্থ উত্তেজিত করে।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নদানার্থ আমাদিগের অভিমুখে তোমার বিস্তীর্ণ, কর্ম্মক্ষম ও দানশীল করদ্বয় প্রসারিত কর। হে জিতেন্দ্রিয়! পশু পালক যেরূপ পশু যূথকে (সঞ্চারিত করে), তদ্রূপ তুমি সংগ্রামে আমাদিগকে সঞ্চারিত করিও।

৪। আমারা অন্নাভিলাষী হইয়া এই যজ্ঞে বলবান্ সহায় (মরুৎ) গণের সহিত শত্রুনিহন্তা, প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের স্তব করিতেছি। হে ইন্দ্র! ত্বদীয় প্রাচীন স্তোতৃবর্গের ন্যায় আমারাও যেন অনিন্দ্য, পাপরহিত ও অহিংসিত হই।

৫। নদী সকল যেরূপ প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, তদ্রূপ তাবৎ হিতকর, ধনব্রত, রক্ষক, ধনদাতা, সোমরসপ্রবৃদ্ধ, বাঞ্ছিত ধনের অধিপতি ও অন্নদাতা সেই ইন্দ্রে সমবেত হয়।

৬। হে পরাক্রমশালী ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে প্রকৃষ্টতম বল প্রদান কর। হে শত্রুবিজয়ী! আমাদিগকে দুঃসহ ও ওজস্বিতম দীপ্তি প্রদান কর। হে অশ্বাধিপতি! তুমি আমাদিগের সুখ বিধানার্থ মনুষ্যগণের (ভোগের) উপযোগী সমুজ্জ্বল ও বলকারক তাবৎ ধন আমাদিগকে অর্পণ কর।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে শত্রুসৈন্যবিজয়ী ও অনিবার্য্য সেই উল্লাস প্রদান কর। তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমরা বিজয় লাভ করিয়া সেই উল্লাশ বশতঃ পুত্রপৌত্রলাভার্থ তোমার স্তব করিতে পারিব।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে অর্থোৎপাদক, শক্তিবিধায়ক, প্রভূত বল প্রদান কর। তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আমরা সংগ্রামে কি আত্মীয়, কি অপরিচিত, সমস্ত শত্রুকে সেই বলদ্বারা সংহার করিতে সমর্থ হইব।

৯। হে ইন্দ্র! তেজোবিধায়ী ত্বদীয় বল পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভাগ হইতে যেন আমাদিগের অভিমুখে আগমন করে। ইহা যেন প্রতিদিক হইতে আমাদিগের নিকট আগমন করে। তুমি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুখের সহিত ধন প্রদান কর।

১০। হে ইন্দ্র! আমরা ত্বদীয় রক্ষাদ্বারা পরিচালিত হইয়া পরিচারক-যুক্ত ও কীর্ত্তি সহকারে অভিলষিত ধন উপভোগ করিতেছি। হে ইন্দ্র! তুমি

(স্বর্গীয় ও পার্থিব) উভয় ধনের অধিপতিস্বরূপ বিরাজ করিতেছ; অতএব তুমি আমাদিগকে মহৎ, অসীম এবং মহামূল্য রত্ন প্রদান কর।

১১। আমরা অভিনব রক্ষার নিমিত্ত এই যজ্ঞে সেই ইন্দ্রের আহ্বান করিতেছি। তিনি মরুৎগণ সমবেত, অভীষ্টবর্ষী, সমৃদ্ধ, শত্রুদ্বারা অপ্রধর্ষিত, দীপ্তিমান্, শাসনকারী, সর্ব্বাভিভাবী, প্রচণ্ড ও বলপ্রদ।

১২। হে বজ্রধর! আমি যে শ্রেণীভুক্ত সেই শ্রেণীর লোক অপেক্ষা যে ব্যক্তি আপনাকে মহৎ বলিয়া বোধ করে, তাহাকে খর্ব্ব কর। সম্প্রতি আমরা তোমাকে যুদ্ধকালে এবং পুত্র, পশু ও উদক (লাভের নিমিত্ত) আহ্বান করি।

১৩। হে বহুলোকের বন্দনীয় ইন্দ্র! আমরা যেন এই সমস্ত (স্তোত্ররূপ) বন্ধুকার্য্যদ্বারা তোমার সহিত সমুদয় শত্রু সংহার পূর্ব্বক তাহাদিগের অপেক্ষা প্রবল হই। হে বীর! আমরা যেন তোমা কর্তৃক রক্ষিত হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্যদ্বারা সুখী হই।

---

২০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে শক্তিপুত্র ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে সহস্র প্রকার ধন ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের অধিকার ও শত্রুনিহন্তা একটী পুত্র প্রদান কর। সূর্য্য যেরূপ নিজ দীপ্তিদ্বারা পৃথিবী আক্রমণ করেন, তদ্রূপ সেই (পুত্ররূপ) ধন সংগ্রামে বলদ্বারা শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে(১)।

২। বস্তুতঃ হে ইন্দ্র! স্তোতৃবর্গ স্তোত্রদ্বারা সূর্য্যের ন্যায় তোমাতে সমস্ত বল অর্পণ করিয়াছেন। হে ঋজীষ সোমপায়ী ইন্দ্র! তুমি বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া সেই বলদ্বারা বারিনিরোধক অহি বৃত্রকে বধ করিয়াছ।

---

(১) ঋগ্বেদের সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা ঋষি তাঁহারাই আবার যোদ্ধা; যাঁহারা যোদ্ধা তাঁহারাই স্তুতিকারী ঋষি। স্তোতা ও যোদ্ধাগণের ভিন্ন ভিন্ন "জাতি" সৃষ্ট হয় নাই।

৩। যৎকালে হিংসকগণের হিংসাকারী, নিরতিশয় ওজস্বী, বলবত্তম, অন্নদাতা ও প্রবৃদ্ধ-তেজা ইন্দ্র শত্রুপুরী সমূহের বিদারক বজ্র প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি মধুর সোমরসের অধিপতি হইলেন।

৪। হে ইন্দ্র! যুদ্ধস্থলে বহুহব্য প্রদাতা, তোমার সহায়ভূত মেধাবী (কুৎস) হইতে ভীত হইয়া পণিগণ শতসৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়াছিল। তিনি বলশালী শুষ্ণের কপটতা আয়ুধদ্বারা খর্ব করিয়া (স্বীয়) সমস্ত অন্ন আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

৫। যখন বজ্র পতনে শুষ্ণ প্রাণ ত্যাগ করিল, তখন মহা পীড়নকারী শুষ্ণের সমগ্র বল বিনষ্ট হইল এবং ইন্দ্র সূর্য্যের পূজার নিমিত্ত নিজ সারথীভূত কুৎসের (ব্যবহারার্থ) নিজ রথ বিস্তৃত করিলেন।

৬। যৎকালে ইন্দ্র উপদ্রবকারী নমুচির মস্তক চূর্ণ করিয়া এবং সয়ের পুত্র নিদ্রিত নমীকে রক্ষা করিয়া অক্ষয় ধন ও অন্নদ্বারা তাঁহাকে যোজিত করিলেন, তখন শ্যেনপক্ষী ইন্দ্রের নিকট মদকর সোম বহন করিয়াছিল।

৭। হে বজ্রধর! তুমি দুরন্ত মায়াবী পিপ্রুর সুদৃঢ় নগরী সকল বলদ্বারা বিদারিত করিয়াছ। হে বদান্য ইন্দ্র! তুমি হব্যরূপ ধনপ্রদাতা (রাজর্ষি) ঋজিশ্বাকে অক্ষয় ধন প্রদান করিয়াছ।

৮। অভিলষিত সুখদাতা ইন্দ্র বেতসু, দশোণি, তূতুজি, তুগ্র এবং ইভকে মাতার নিকট পুত্রের ন্যায় (রাজা) দ্যোতনের নিকট সর্ব্বদা প্রণামভাবে গমন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

৯। অপ্রতিহত প্রভাব ইন্দ্র, হস্তে শত্রুনাশক বজ্রধারণ পূর্ব্বক স্পর্দ্ধাকারী শত্রুগণের সংহার করেন। বীর যেরূপ রথে আরোহণ করে, তদ্রূপ তিনি নিজ যুগ্মাশ্ব (রথে) আরোহণ করেন। বাক্যমাত্রে নিযুক্ত ত্বদীয় অশ্বদ্বয় মহেন্দ্রকে বহন করে।

১০। হে ইন্দ্র! আমরা ত্বদীয় রক্ষাদ্বারা (অনুগৃহীত হইয়া) নূতন ধন প্রার্থনা করিতেছি। তুমি যজ্ঞবিঘাতকদিগকে নষ্ট করিয়া (ত্বদীয়) ধন পুরুকুৎসকে প্রদান পুরঃসর বজ্রদ্বারা শরদের সপ্তপুরী বিদারিত করিয়াছ বলিয়া, মনুষ্যগণ যজ্ঞে এই স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করেন।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি ধনার্থী হইয়া কবিপুত্র উশনার প্রাচীন উপকারক হইয়াছ। তুমি নববাস্ত্বকে বধ করিয়া ক্ষমতাশালী পিতা (উশনার) নিকট তদীয় দেয় পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছ।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি (শত্রুগণের) কম্পনবিধায়ী, তুমি ধুনি কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ বারিরাশিকে বেগবতী নদীসকলের ন্যায় প্রবাহিত করাইয়াছ। হে বীর! যৎকালে তুমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলে, তখন সমুদ্র পারে অবস্থিত তুর্বশ ও যদুকে সমুদ্র পার করাইয়াছিলে।

১৩। হে ইন্দ্র! সংগ্রামে এসমস্ত তোমারই কার্য্য। তুমি চুমুরিকে মহা নিদ্রায় অভিভূত করিয়াছ। তৎপরে দভীতি (নামক রাজর্ষি) সোমাভিষব, হব্যপাক ও ইন্ধন সঞ্চয় করিয়া হব্যরূপ অন্নদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

---

২১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা, কিন্তু নবম ও একাদশ ঋকে বিশ্ব দেবগণ দেবতা।
ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে বীর ইন্দ্র! তুমি রথারূঢ় অজয় ও নবীনতর। একান্ত অভিলাষী, স্তবকারী (ভরদ্বাজের) এই সমস্ত উৎকৃষ্ট স্তোত্র তোমাকে আহ্বান করিতেছে। শ্রেষ্ঠ ও ঐশ্বর্য্যহেতু ধন তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছে।

২। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি স্তোত্রদ্বারা প্রসন্ন ও যজ্ঞদ্বারা উপাসিত হয়েন, যিনি বিবিধ জ্ঞানসম্পন্ন যাঁহার মাহাত্ম্য স্বর্গ ও পৃথিবীর মাহাত্ম্য অতিক্রম করে, আমি সেই ইন্দ্রের স্তব করি।

৩। সেই ইন্দ্রই অপ্রকাশিত বিস্তীর্ণ অন্ধকার, সূর্য্যদ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন। হে বলশালী অবিনশ্বর ইন্দ্র! যে কোন সময়ে মর্ত্ত্যগণ তোমার বসতির যাগ করিতে অভিলাষ করে, তাহারা কখনই কাহাকেও হিংসা করে না।

৪। যে ইন্দ্র এই সমস্ত (বৃত্রবধাদি) কার্য্য করিয়াছেন, তিনি কোন্ স্থানে এবং কোন্ লোকের মধ্যে আছেন? হে ইন্দ্র! কীদৃশ যজ্ঞ তোমার

হৃদয়ের প্রীতিকর; কোন্ স্তোত্র তোমাকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ? কোন্ হোতাই বা তোমার প্রীতি বিধানে সমর্থ?।

৫। হে বহুকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! পূর্ব্বকালজাত পুরাতন (অঙ্গিরা প্রভৃতি) ইদানীন্তন সময়ের ন্যায় যজ্ঞ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তোমার বন্ধু হইয়াছিলেন। মধ্যকালীন ও ইদানীন্তনগণও সেইরূপ হইয়াছেন। অতএব হে বহুলোকের বন্দনীয়! তুমি অর্ব্বাচীন (এই ব্যক্তিরও স্তোত্র) শ্রবণ কর।

৬। হে বীর, স্তোত্রপ্রিয় ইন্দ্র! অর্ব্বাচীন মনুষ্যগণ তোমার পূজার্থ ত্বদীয় উৎকৃষ্ট পুরাতন ও মহৎকার্য্য সকল (স্তোত্রদ্বারা) নিবদ্ধ করে। আমরা যে সকল কর্ম্ম অবগত আছি, তদ্দ্বারা তোমার স্তব করিতেছি। তুমি বলশালী।

৭। হে ইন্দ্র! রাক্ষসগণের বল তোমার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি সেই প্রাদুর্ভূত মহাবলের বিরুদ্ধে স্থিরভাবে অবস্থান কর। হে শত্রু বিজয়ী! তুমি পুরাতন, সহচর, মিত্রভূত নিজ বজ্রদ্বারা সেই বল দূরীভূত কর।

৮। হে স্তোতৃবর্গের পোষণকারী, বীর ইন্দ্র! তুমি ইদানীন্তন স্তোত্রকারীর (অর্থাৎ আমার) স্তোত্র শীঘ্র শ্রবণ কর, কারণ তুমি পূর্ব্বকালে যজ্ঞে সর্ব্বদা পিতৃগণের বন্ধুর ন্যায় আহ্বান শ্রবণ করিতে।

৯। অদ্য আমাদিগের আশ্রয় ও রক্ষার নিমিত্ত বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, মরুৎগণ, পূষা, বিষ্ণু, বহুকর্ম্মনিষ্পাদক অগ্নি, সবিতা, ওষধিসমূহ ও পর্ব্বতগণকে (স্তোত্র দ্বারা) প্রসন্ন কর।

১০। হে বহু শক্তিসম্পন্ন ও সম্যক্‌রূপে যাগার্হ ইন্দ্র! এই স্তোতৃবর্গ স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন। হে স্তূয়মান অবিনশ্বর ইন্দ্র! আমি স্তবকারী, তুমি আমার স্তোত্র শ্রবণ কর, কারণ কোনও দেবই তোমার সদৃশ নহে।

১১। হে শক্তিপুত্র সর্ব্বজ্ঞ ইন্দ্র! তুমি মদীয় বাক্যে যজ্ঞার্হ সেই সমস্ত দেবগণের সহিত শীঘ্র আগমন কর। যাঁহারা অগ্নিরূপ জিহ্বাদ্বারা যজ্ঞ ভক্ষণ করেন এবং যাঁহারা মনুকে শত্রুবিজয়ী করিয়াছেন।

১২। হে মার্গনির্ম্মিতা সর্ব্বজ্ঞ ইন্দ্র! তুমি সুগম ও দুর্গম পথে আমাদিগের পুরোযায়ী হও। হে ইন্দ্র! ক্লান্তি রহিত, বিপুল বাহকশ্রেষ্ঠ ত্বদীয় অশ্বগণদ্বারা তুমি আমাদিগের নিকট অন্ন বহন কর।

---

২২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। মানবগণের (বিপদকালে) যিনি একমাত্র আহ্বান যোগ্য, যিনি (স্তোতৃবর্গের নিকট) আগমন করেন, যিনি অভীষ্টপূরক, বলবান্, সত্যনিষ্ঠ, শত্রুবিজয়ী, বিবিধ জ্ঞান সম্পন্ন ও শক্তিমান্, আমি এই সমস্ত স্তোত্রদ্বারা সেই ইন্দ্রের স্তব করিতেছি।

২। আমাদিগের প্রাচীন পিতা নবগ্ব সপ্তর্ষিগণ হব্য প্রদানপূর্ব্বক সেই ইন্দ্রেরই স্তব করিয়াছিলেন, তিনি শত্রুগর্ব্ব খর্ব্বকারী, পর্য্যটনকারী, মেঘ সমূহে অবস্থিত ও অলঙ্ঘ্য বাক্।

৩। আমরা সেই ইন্দ্রের নিকট পুত্রপৌত্রাদি পরিচারকবর্গ ও পশুযূথ সহকারে অবিচ্ছিন্ন, অক্ষয় ও সুখদায়ক ধন প্রার্থনা করিতেছি। হে অশ্বগণের অধিপতি! তুমি আমাদিগকে সুখী করিবার নিমিত্ত সেই ধন আহরণ কর।

৪। হে ইন্দ্র! যদি পূর্ব্বকালে ত্বদীয় স্তোতৃগণ সুখলাভ করিয়া থাকেন, তবে আমাদিগকেও সেই সুখ প্রদান কর। হে দুর্দ্ধর্ষ, শত্রুবিজয়ী, ঐশ্বর্য্যশালী পুরুহূত! তুমি অসুরনিহন্তা(১), তোমার জন্য কোন্ ভাগ ও কোন হব্য কল্পিত হইয়াছে?।

৫। যে যজমান স্তুতিদ্বারা বজ্রপাণি, রথারূঢ়, বহুলোকের আশ্রয়দাতা, বহুকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী, বলপ্রদাতা ইন্দ্রের গুণ কীর্ত্তন করে, সেই যজমান শীঘ্র সুখলাভ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হয় এবং শত্রুর সম্মুখীন হয়।

৬। হে নিজবলে বলিয়ান্ ইন্দ্র! তুমি এই মায়াদ্বারা প্রবৃদ্ধ, প্রসিদ্ধ বৃত্রকে পর্ব্বযুক্ত ও মনোবৎ বেগগামী বজ্রদ্বারা চূর্ণ করিয়াছ। হে শোভন

---

(১) মূলে "অসুরঘ্নঃ" আছে। ৫।১২।১ ঋকের টীকা দেখ।

দীপ্তিশালী মহেন্দ্র! তুমি নিজ দুর্দ্ধর্ষ বজ্রদ্বারা অজয়, অশিথিল ও দৃঢ় (পুরী সকল) ভগ্ন করিয়াছ।

৭। হে ইন্দ্র! আমি প্রাচীনদিগের ন্যায় প্রাচীন ও নিরতিশয় বলশালী তোমার (গৌরব) নবীনতর স্তোত্রদ্বারা বিস্তৃত করিতেছি। অপরিমেয় ও শোভন বহনকারী ইন্দ্র যেন আমাদিগকে সমস্ত বিঘ্ন হইতে উদ্ধার করেন।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি উৎপীড়কদিগের জন্য পৃথিবী, স্বর্গ ও অন্তরীক্ষস্থিত স্থান সকল সন্তপ্ত কর। হে অভীষ্টবর্ষী! তুমি নিজ দীপ্তিদ্বারা সর্ব্বদা তাহাদিগকে দাস কর এবং স্তুতি দ্বেষ্টার নিমিত্ত স্বর্গ ও অন্তরীক্ষকে সন্তপ্ত কর।

৯। হে সমুজ্জ্বলমূর্ত্তি ইন্দ্র! তুমি স্বর্গীয় ও পার্থিব জনগণের অধীশ্বর। হে স্তুত্যতীত ইন্দ্র! তুমি যে বজ্রদ্বারা মায়া উচ্ছিন্ন কর, দক্ষিণ হস্তে সেই বজ্র ধারণ কর।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে সমবেত, বিপুল মঙ্গলময় সম্পত্তি প্রদান কর, যেন শত্রুগণ বর্ষণ করিতে সমর্থ না হয়। হে বজ্রধর! তুমি যে সম্পত্তিদ্বারা কি দস্যু কি আর্য্য সমুদয় মানব শত্রুকে(২) সুজেয় সম্পাদন করিয়াছ।

১১। হে বহু লোকের বন্দনীয়, শক্তি বিধায়ক, যাগার্হ ইন্দ্র! তুমি সর্ব্ব প্রশংসিত সেই সমস্ত অশ্ব সমভিব্যাহারে আমাদিগের নিকট আগমন কর, যাহাদিগকে কি অদেব, কি দেব, কেহই নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। এই সমুদয় (অশ্ব) সমভিব্যাহারে তুমি শীঘ্র আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হও।

---

(২) ভারতবর্ষে লোকের মধ্যে তৎকালে এই বিভাগটী ছিল, "আর্য্য" ও "দস্যু।" অন্য প্রকার জাতি সৃষ্ট হয় নাই।

২৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! সোমরস অভিষুত, মহাস্তোত্র পঠিত ও উপাসনা সম্পাদিত হইলে, তুমি (নিজ রথে অশ্ব যোজনা করিতে) প্রবৃত্ত হও অথবা, হে মঘবা! তুমি হস্তে বজ্রধারণ করিয়া রথে যোজিত অশ্বদ্বয়সহকারে আমাদিগের নিকট আগমন কর।

২। অথবা, হে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গে বীরসেব্য সংগ্রামে উপস্থিত হইলে অভিষবকারী যজমানকে রক্ষা কর এবং নির্ভীক হইয়া ধার্ম্মিক সমস্ত যজমানের বিঘ্নকারী দস্যুগণকে বশীভূত কর।

৩। যিনি স্তবকারীকে নিরাপদমার্গে লইয়া যান, সেই ভীষণ ইন্দ্র অভিষুত সোমরস পান করুন। তিনি যেন যাগকুশল সোমাভিষবকারীকে স্থান এবং স্তবকারীকে ধন দান করেন।

৪। ইন্দ্র বজ্রধর ও সোমপায়ী, তিনি ধেনু ও মনুষ্যের জন্য বহুপুত্রোপেত পুত্র প্রদান করেন এবং স্তবকারীর স্তোত্র শ্রবণ ও স্বীকার করেন, তিনি যেন নিজ অশ্বদ্বয়সহকারে সমুদয় যাগে আগমন করেন।

৫। যিনি প্রাচীনকাল হইতে আমাদিগের জন্য কার্য্য করিতেছেন, আমরা সেই ইন্দ্রের অভিলষিত (স্তোত্র) উচ্চারণ করি। সোমরস অভিষুত হইলে তাঁহার স্তব করি এবং তাঁহার উদ্দেশে প্রদত্ত হব্য যেন তাঁহার বৃদ্ধিকারক হয় এই অভিপ্রায়ে প্রার্থনা করি।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি স্তোত্র সকল বৃদ্ধি বিধায়ক করিয়াছ বলিয়া আমরা বুদ্ধিপূর্ব্বক সেইগুলি তোমার উদ্দেশে উচ্চারণ করি। হে অভিষুত সোমপায়ী ইন্দ্র! আমরা যেন হব্যসহকারে নিরতিশয় সুখদায়ক এবং রমণীয় স্তোত্র প্রদান করি।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি প্রীত হইয়া আমাদিগের পুরোডাশ স্বীকার কর। দধ্যাদি মিশ্রিত সোমরস শীঘ্র পান কর। যজমান (প্রদত্ত) কুশোপরি

উপবেশন কর। যে যজমান তোমার উপর নির্ভর করেন, তাঁহার স্থান বিস্তৃত কর।

৮। হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র! তুমি সেচ্ছানুসারে উল্লাসিত হও! এই সমস্ত সোমরস তোমার নিকট উপস্থিত হউক। হে পুরুহূত! আমাদিগের আহ্বান যেন তোমার নিকট উপস্থিত হয়। এই স্তুতি যেন আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তোমাকে প্রবৃত্তি প্রদান করে।

৯। হে বন্ধুগণ! সোমরস অভিষুত হইলে তোমরা সেই বদান্য ইন্দ্রকে ইচ্ছানুরূপ সোমরসদ্বারা প্রসন্ন কর। তাঁহার জন্য ইহার পরিমাণ যেন প্রচুর হয়, কারণ তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে পোষণ করিবেন। ইন্দ্র অভিষবকারী যজমানের প্রতি যত্ন লইতে অবহেলা করেন না।

১০। সোমরস অভিষুত হইলে হব্যদাতার ঈশ্বর ইন্দ্র স্তোতার সন্মার্গ প্রদর্শক এবং বাঞ্ছিতধনপ্রদাতা হইবেন বলিয়া ভরদ্বাজ তাঁহার এই রূপে স্তব করিয়াছেন।

---

২৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। সোমরস বিশিষ্ট যাগে ইন্দ্রের সোমপান জনিত হর্ষ এবং উপাসনা সহিত স্তোত্র (যজমানের কামনা) পূর্ণ করে। সোমপায়ী, ঋজীষ-সোমগ্রহীতা মঘবা স্তোত্র সহকারে যজমানগণের অর্চনীয়। স্বর্গনিবাসীর স্তোত্রাধিপতি ইন্দ্র রক্ষাবিষয়ে ক্লান্তি বোধ করেন না।

২। রিপু নিধনকারী, পরাক্রান্ত, মানববহিতকারী, বিবেকসম্পন্ন, স্তোত্রশ্রবণকারী, স্তোতৃবর্গের রক্ষাকারী, গৃহপ্রদাতা, মনুষ্যগণের স্তুতিভাজন, স্তোতৃগণের পোষণকারী, অন্নসম্পন্ন ইন্দ্র, যজ্ঞে আমাদিগ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া আমাদিগকে অন্ন প্রদান করেন।

৩। হে পরাক্রান্ত ইন্দ্র! চক্রদ্বয়ের অক্ষবৎ ত্বদীয় মহিমা স্বর্গ ও পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াছে। হে পুরুহূত! বৃক্ষের শাখা সমূহের ন্যায় ত্বদীয় অসংখ্য রক্ষণকার্য্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে।

৪। হে বহুকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! তুমি প্রজ্ঞাশালী, ধেনুগণের মার্গের ন্যায় তোমার শক্তি সকল সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে। হে দানশীল! বৎসগণের রজ্জুর ন্যায় ত্বদীয় শক্তি সকল স্বয়ং অনিরুদ্ধ হইয়া অসংখ্য শত্রুকে বন্ধন করে।

৫। ইন্দ্র অদ্য এককর্ম্ম সম্পাদন করেন, পর দিন অন্য এককর্ম্ম সম্পাদন করেন, ফলতঃ তিনি পুনঃ পুনঃ সৎ ও অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি, মিত্র, বরুণ, পূষা, ও অর্য্য (সবিতা) এই যজ্ঞে যেন আমাদিগের কামপূরক হয়েন।

৬। হে ইন্দ্র! (মনুষ্যগণ) স্তোত্র ও হব্যদ্বারা পর্ব্বতশিখর হইতে বারিরাশির ন্যায় তোমা হইতে স্ব স্ব অভিলষিত বস্তু লাভ করে! হে স্তোত্রদ্বারা বন্দনীয়! অশ্বগণ যেরূপে বেগ সহকারে সংগ্রামে উপস্থিত হয়, তদ্রূপ তাহারা এই সমস্ত স্তোত্র সহকারে অন্নাভিলাষী হইয়া তোমার নিকট গমন করে।

৭। সংবৎসর ও মাস সকল যে ইন্দ্রের বার্দ্ধক্য বিধান করিতে সমর্থ হয় না, অথবা দিন সকল যাঁহাকে দুর্ব্বল করিতে পারেনা, সেই মহান ইন্দ্রের দেহ আমাদিগের স্তোত্র ও প্রার্থনাদ্বারা স্তূয়মান হইয়া যেন নিয়ত বৃদ্ধি লাভ করে।

৮। যে দস্যুগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, সে দৃঢ় গাত্র, সংগ্রামে অবিচলিত ও উৎসাহ সমন্বিত হইলেও আমাদিগের স্তুতিভাজন ইন্দ্র তাহার বশীভূত হন না। মহাপর্ব্বত সকলও ইন্দ্রের পক্ষে সুগম এবং অগাধ স্থান ও ইঁহার অবিষয়ীভূত নহে।

৯। বলশালী, সোমপায়ী ইন্দ্র! তুমি দুরবগাহ এবং উদারচিত্তে আমাদিগকে অন্ন ও বল প্রদান কর। সদাশয় ইন্দ্র! তুমি অহোরাত্র আমাদিগের রক্ষাবিষয়ে তৎপর হও।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি সংগ্রামে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যজমানের সহিত সঙ্গত হও। সন্নিহিত ও দূরস্থিত শত্রু হইতে তাঁহাকে রক্ষা কর। তাঁহাকে গৃহে কিম্বা অরণ্যে রিপু হইতে রক্ষা কর এবং আমরা যেন পুত্রপৌত্রাদিসম্পন্ন হইয়া শত বৎসর সুখ ভোগ করি।

২৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে বলসম্পন্ন ইন্দ্র! তুমি সংগ্রামে আমাদিগকে অধম, উত্তম ও মধ্যম সর্ব্বপ্রকার রক্ষাদ্বারা সম্যক্‌রূপে পালন কর। হে ভীষণ ইন্দ্র! তুমি বলশালী, তুমি অন্নসকলদ্বারা আমাদিগকে যোজিত কর।

২। হে ইন্দ্র! আমরা শত্রুকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, তুমি আমাদিগের এই সমস্ত স্তুতিদ্বারা আমাদিগের সৈন্য সকলকে রক্ষা করিয়া সংগ্রামে শত্রুকোপ বিধ্বস্ত কর। এই সমস্ত স্তুতিদ্বারা তুমি আর্য্যের জন্য সর্ব্বত্র বিদ্যমান দাসদিগকে বিনষ্ট কর(১)।

৩। হে ইন্দ্র! কি আত্মীয়, কি অপরিচিত, যাহারা আমাদিগের সম্মুখীন হইয়া প্রতিকূলতাচরণ করিতে উদ্যোগী হয়, তুমি তাহাদিগের বল নষ্ট কর। ইহাদিগের বীর্য্য ক্ষয় কর এবং ইহাদিগকে পরাঙ্মুখ কর।

৪। হে ইন্দ্র! (তোমার অনুগৃহীত) বীর (শত্রুপক্ষীয়) বীরকে শারীরিক বলদ্বারা সংহার করে, যৎকালে উভয়ে পরস্পর বিরোধী দৈহিক বলে বলীয়ান্ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, অথবা যৎকালে পুত্র, পৌত্র, ধেনু, জল বা উর্ব্বরা ভূমীর নিমিত্ত(২) পরস্পর আক্রোশ করিয়া বিবাদ করে।

৫। হে ইন্দ্র! কি বীর, কি শত্রুনিহন্তা, কি বিজয়ী, কি যুদ্ধে প্রকুপিত যোদ্ধা, কেহই তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে। হে ইন্দ্র! ইহাদিগের মধ্যে কেহই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। তুমি এই সমুদয় ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৬। প্রবল শত্রুর (উচ্ছেদ) সাধনার্থই বিবাদ উপস্থিত হউক, অথবা পরিচারকসম্পন্ন গৃহের নিমিত্তই বা বিতণ্ডা হউক, দুইজন (বিবাদকারীর) মধ্যে যাহার ঋত্বিগ্‌গণ যজ্ঞে ইন্দ্রের স্তব করে সেই ব্যক্তিরই ধনলাভ হয়।

---

(১) আর্য্য ও দাসের উল্লেখ।

(২) ভিন্ন২ লোক বা সম্প্রদায়দিগের মধ্যে নদীকূল বা উর্ব্বরা ভূমি লইয়া যুদ্ধ হইত, তাহা প্রকাশ পাইতেছে।

৭। হে ইন্দ্র! যৎকালে ত্বদীয় উপাসকগণ ভয়ে কম্পিত হয়, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিও। তুমি তাহাদিগের পালক হও। যাঁহারা আমাদিগের নেতা এবং যে সকল স্তোতৃবর্গ আমাদিগকে অগ্রে সংস্থাপন করিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ কর।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি বলসম্পন্ন শত্রু বধের নিমিত্ত তোমাতে সমস্ত (শক্তি) অর্পিত হইয়াছে। হে পূজনীয় ইন্দ্র! দেবগণ তোমাকে যথোচিত বল ও সংগ্রামযোগ্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি এইরূপে যুদ্ধে আমাদিগের শত্রুগণকে (সংহার করিবার নিমিত্ত) আমাদিগকে প্রোৎসহিত কর। তুমি আমাদিগের জন্য হিংসাকারী সৈন্যদিগকে বশীভূত কর। আমরা তোমার স্তবকারি, আমরা অর্থাৎ ভরদ্বাজগণ যেন নিশ্চিতরূপে অন্নসহকারে বাসস্থান লাভ করি।

---

২৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আমরা অন্নলাভের নিমিত্ত সোমরস অভিষুত করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর। ভবিষ্যতে যখন মনুষ্যগণ যুদ্ধার্থ সমবেত হইবে তখন তুমি আমাদিগকে নিশ্চিতরূপে রক্ষা করিও।

২। হে ইন্দ্র! সুপ্রাপ্য প্রচুর অন্নলাভের নিমিত্ত বাজিনীর পুত্র (ভরদ্বাজ) অন্নসহকারে তোমাকে আহ্বান করিতেছে। তুমি সজ্জনপালক, ও দুর্জন হইতে রক্ষাকারী, তোমাকে তিনি উপদ্রব নিবারণার্থ (আহ্বান করিতেছেন) তিনি মুষ্টিবলদ্বারা শত্রুনিধনকারী, তিনি যৎকালে ধেনুগণের জন্য যুদ্ধ করেন, তখন তোমারই উপর নির্ভর করেন।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি কবির (ভার্গব ঋষির) অন্নলাভেচ্ছা উত্তেজিত করিয়াছ। তুমি হব্যদাতা কুৎসের নিমিত্ত শুষ্ণকে ছেদন করিয়াছ। তুমি অতিথিগ্ব (দিবোদাস) কে সুখী করিবার নিমিত্ত সেই (শম্বরের) শিরশ্ছেদন করিয়াছ যে আপনাকে দুর্ভেদ্য জ্ঞান করিত।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি বৃষভ (নামক রাজা) কে যুদ্ধসাধন বিপুল রথ প্রদান করিয়াছ। যখন তিনি দশ দিবস যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তুমি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছ। তুমি বেতসুর সহিত তুগ্রকে সংহার করিয়াছ। তুমি স্তবকারী, তুজি (নামক রাজার) সমৃদ্ধি বিধান করিয়াছ।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুনিহন্তা, তুমি প্রশংসনীয় কার্য্যসম্পাদন করিয়াছ, কারণ, হে বীর! তুমি শত শত ও সহস্র সহস্র (শম্বর সৈন্য) বিদারিত করিয়াছ; পর্ব্বত হইতে (নির্গত) দাস শম্বরকে বধ করিয়াছ এবং বিচিত্র রক্ষাদ্বারা দিবোদাসকে রক্ষা করিয়াছ।

৬। হে ইন্দ্র! শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত কার্য্য ও সোমরসদ্বারা উল্লাসিত হইয়া তুমি দভীতি রাজার নিমিত্ত চুমুরিকে বধ করিয়াছ এবং পিঠীনাকে রজি(১) প্রদান করিয়া নিজ বুদ্ধিবলে এককালে ষষ্টিসহস্র (যোদ্ধাকে) বিনষ্ট করিয়াছ।

৭। হে বীরসহচর, বলবত্তম ইন্দ্র! তুমি ত্রিভুবনরক্ষক ও শত্রুবিজয়ী, স্তোতৃবর্গ তোমাকর্ত্তৃক (প্রদত্ত) যে উৎকৃষ্ট সুখ ও বলের প্রশংসা করেন, আমি (ভরদ্বাজ) ও যেন মদীয় স্তোতৃবর্গের সহিত সেই উৎকৃষ্ট সুখ ও বল লাভ করি।

৮। হে পূজনীয় ইন্দ্র! আমরা ত্বদীয় মিত্রভূত ও স্তবকারী, আমরা যেন ধনলাভার্থ সম্পাদিত এই স্তোত্রদ্বারা তোমার নিরতিশয় প্রীতিভাজন হই। প্রতর্দ্দনের পুত্র, (মদীয় যজমান) ক্ষত্রশ্রীঃ (নামক রাজা) যেন শত্রু সংহার ও ধনলাভ করিয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন।

(১) মূলে "রজিম্" আছে। "রজিম্ এতদাখ্যাং কন্যাং বা রাজ্যং বা।" সায়ণ।

২৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা, কিন্তু অষ্টম ঋকের দান দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। ইন্দ্র এই (সোমরসে) হৃষ্ট হইয়া কি করিয়াছেন? তিনি এই (সোমরস) পান করিয়া কি করিয়াছেন? তিনি ইহার সাহচর্য্যে কি করিয়াছেন? পুরাতন ও আধুনিক স্তোতৃবর্গ সোমগৃহে তোমার নিকট হইতে কি লাভ করিয়াছেন?।

২। ইন্দ্র এই (সোমরসে) হৃষ্ট হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি এই (সোমরস) পান করিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি ইহার সাহচর্য্যে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; পুরাতন ও আধুনিক স্তোতৃবর্গ সোমগৃহে তোমার নিকট হইতে উপকার লাভ করিয়াছেন।

৩। হে মঘবা! আমরা কাহারও তত্তুল্য মহিমা অবগত নহি, তত্তুল্য ঐশ্বর্য্য বা শ্লাঘ্য ধনও অবগত নহি। হে ইন্দ্র! কেহই তত্তুল্য সামর্থ্য দর্শন করে নাই।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি যে বীর্য্যদ্বারা বরশিখের পুত্রগণকে সংহার করিয়াছ, আমরা ত্বদীয় সেই বীর্য্য অবগত আছি। বলিষ্ঠতম (বরশিখের পুত্র) বলপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত ত্বদীয় বজ্রের শব্দেই বিদীর্ণ হইয়াছিল।

৫। ইন্দ্র চয়মানের পুত্র অভ্যাবর্ত্তীর প্রতি অনুকূল হইয়া বরশিখের পুত্রগণকে সংহার করিয়াছেন। তিনি হরিয়ূপীয়ার(১) পূর্ব্বভাগে অবস্থিত (বরশিখের পুত্র) বৃচীবানের বংশধরদিগকে বধ করেন, তখন পশ্চিমভাগে অবস্থিত (বরশিখের) শ্রেষ্ঠ পুত্র ভয়ে বিদীর্ণ হইয়াছিল।

৬। হে পুরুহূত! তোমার প্রতি হিংসা করণদ্বারা যশোলিপ্সু হইয়া যজ্ঞপাত্র ভঞ্জনকারী যব্যাবতীর নিকট(২) সমবেত ত্রিংশৎশত বর্ম্মধারী(৩) বৃচীবৎ পুত্র এককালে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল।

---

(১) "হরিয়ূপীয়া নাম কাচীৎ নদী নগরী বা।" সায়ণ।

(২) সায়ণ বলেন যব্যাবতী হরিয়ূপীয়ার আর একটী নাম। যে নদীতীরে এত যুদ্ধ হইয়াছিল সে নদী কোথায়?।

(৩) মূলে "ত্রিংশচ্ছতং বর্ম্মিণঃ" আছে। সায়ণ "ত্রিংশৎ শতং" অর্থে এক শত ত্রিশ করিয়াছেন।

৭। যাঁহার সমুজ্জ্বল, শোভন তৃণাভিলাষী, পুনঃ পুনঃ তৃণ লেহনকারী অশ্বগণ (স্বর্গ ও পৃথিবীর) মধ্যভাগে বিচরণ করে, সেই ইন্দ্র সৃঞ্জয় নামক রাজার নিকট তুর্বশকে সমর্পণ করিয়াছেন এবং বৃচীবৎগণকে দেবব্রাত বংশীয় (অভ্যবর্ত্তীর) বশতাপন্ন করিয়াছেন।

৮। হে অগ্নি! চয়মানের পুত্র, ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাট অভ্যবর্ত্তী আমাকে রথ ও রমণী সহকারে বিংশতি গোমিথুন প্রদান করিয়াছেন। পৃথুর বংশধরের এই দান অক্ষয় অর্থাৎ কেহই ইহার বিলোপ করিতে সমর্থ নহে।

---

২৮ সূক্ত।

গো দেবতা, কিন্তু দ্বিতীয় ঋকের ও অষ্টম ঋকের কিয়দংশের ইন্দ্র দেবতা।
ভরদ্বাজ ঋষি(১)।

১। গোগণ যেন (আমাদিগের গৃহে) আগমন করে ও আমাদিগের কল্যাণ বিধান করে। তাহারা যেন আমাদিগের গোষ্ঠে উপবেশন করে ও আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হয়। বিচিত্রবর্ণ ধেনুবৃন্দ যেন এই স্থানে সন্ততি সম্পন্ন হইয়া প্রত্যুষে ইন্দ্রের নিমিত্ত দুগ্ধপ্রদান করে।

২। ইন্দ্র যজমানের ও প্রীতিদায়ক স্তোতার অভিলাষ পূর্ণ করেন। তিনি সর্ব্বদা তাহাদিগকে ধন প্রদান করেন এবং কখনও তাহাদিগকে স্বকীয় নিজধন হইতে বঞ্চিত করেন না। তিনি নিরন্তর তাহাদিগের ধন বৃদ্ধি করিয়া নিজ ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দুর্গে স্থাপন করেন।

৩। ধেনুগণ যেন বিনষ্ট না হয়। তস্করগণ যেন তাহাদিগকে অপহরণ না করে। শত্রুসম্বন্ধীয় অস্ত্র সকল যেন তাহাদিগের উপর পতিত না হয়। যে সকল ধেনু দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হয়, যাগ সাধন সেই গোবৃন্দের সহিত গোস্বামী যেন কখনও বিযুক্ত না হয়েন।

---

(১) তৎকালে দুগ্ধধারী গাভীই লোকের একটী প্রধান সম্পত্তি ছিল, সুতরাং ঋষিগণের বড় প্রিয় ছিল। এই সূক্তের ঋষি গোসমূহেরই স্তুতি করিতেছেন, এবং ৫ ঋকে তাহাদিগকে স্বয়ং ইন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ৪ ঋকে গাভীর আহুতি দানের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে।

৪। রেণু সকলের উৎথাপনকারী সাংগ্রামিক অশ্ব যেন তাহাদিগের নিকট উপস্থিত না হয়। তাহারা যেন যজ্ঞে বিশসনাদি (অর্থাৎ বলিদানাদি) সংস্কার প্রাপ্ত না হয়। যাগানুষ্ঠানকারী মনুষ্যের ধেনুগণ যেন নির্ভয় ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।

৫। গোগণ আমার ধনস্বরূপ। ইন্দ্র আমাকে গোসমূহ প্রদান করুন। ধেনুগণ হব্যশ্রেষ্ঠ সোমরসের ভক্ষণীয় প্রদান করুক। হে মনুষ্যগণ! এই সমস্ত ধেনুগণই সেই ইন্দ্র, যাহাকে আমি হৃদয় ও মনের সহিত কামনা করি।

৬। হে ধেনুগণ! তোমরা আমাদিগের পুষ্টিবিধান কর। তোমরা ক্ষীণ ও কুৎসিত দেহকে শ্রীযুক্ত কর। হে কল্যাণকর ধ্বনিসম্পন্ন ধেনুবৃন্দ! তোমরা আমাদিগের গৃহ সমৃদ্ধিসম্পন্ন কর। যজ্ঞসভায় তোমাদিগের প্রদত্ত প্রচুর অন্নই সম্যক রূপে কীর্ত্তিত হয়।

৭। হে ধেনুগণ! তোমরা সন্ততিসম্পন্ন হও। শোভন শস্পভক্ষণ ও সুগম সরোবরে জল পান কর। তস্কর যেন তোমাদিগের অধিপতি না হয় এবং হিংস্রক জন্তুও যেন তোমাদিগকে আক্রমণ না করে এবং রুদ্রাস্ত্র যেন তোমাদিগের দূরে থাকে।

৮। হে ইন্দ্র! তোমার বলাধানের নিমিত্ত ধেনুগণের পুষ্টি প্রার্থিত হউক এবং (গোগণের গর্ভাধানকারী) বৃষভের বল (প্রার্থিত হউক)।

সপ্তম অধ্যায়।

---

২৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। (হে যজমানগণ)! তোমাদিগের ঋত্বিক্‌সমূহ অনুগ্রহার্থী হইয়া মহাস্তোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বন্ধুত্বলাভের নিমিত্ত ইন্দ্রের পরিচর্য্যা করিতেছেন। কারণ বজ্রপাণি ইন্দ্র বিপুল (ধন) প্রদান করেন। অতএব রক্ষার্থ, রমণীয় ও মহান সেই ইন্দ্রেরই যাগ কর।

২। যাঁহার হস্তে মানব হিতকর (ধন) সঞ্চিত আছে; যিনি সুবর্ণময় রথে আরূঢ়; যাঁহার বিশাল বাহুদ্বয়ে রশ্মি সকল নিয়মিত আছে; যাঁহাকে রথে নিয়োজিত বলশালী অশ্বগণ (অন্তরীক্ষ) পথে (বহন করে)।

৩। হে ইন্দ্র! ঐশ্বর্য্যলাভার্থ (ভরদ্বাজ) ত্বদীয় পাদদ্বয়ের পরিচর্য্যা করিতেছেন, কারণ তুমি বলদ্বারা শত্রুগণকে পরাজিত কর, বজ্র ধারণ কর এবং (স্তোতৃবর্গকে) ধন প্রদান কর। হে নেতা! তুমি সকলের দর্শনার্থ মনোজ্ঞ ও সতত গমনশীল রূপ ধারণ করিয়া সূর্য্যের ন্যায় পরিভ্রমণ কর।

৪। অভিষুত সোম যথোপযুক্তরূপে মিশ্রিত হইয়াছে, ইহা অভিষুত হইলে পাকযোগ্য (পুরোডাশাদি) পক্ব হয়, ভৃষ্টযব সকল (হব্যার্থ) সংস্কৃত হয়(১) এবং ঋত্বিগ্‌গণ হব্য প্রদানপূর্ব্বক ইন্দ্রের স্তুতি পাঠ ও প্রশংসা গান করিতে করিতে দেবগণের সন্নিকৃষ্ট হন।

৫। হে ইন্দ্র! ত্বদীয় বলের সীমা নির্দ্ধারিত হয় নাই। স্বর্গ ও পৃথিবী ইহার মাহাত্ম্যে ভীত হইয়াছে। (গোপাল) যেরূপ বারিদ্বারা গোযূথের (তৃপ্তি সাধন করে), স্তবকারী সেইরূপ সত্বর আগ্রহসহকারে হব্যদ্বারা যাগ করিয়া ত্বদীয় বলের তৃপ্তি বিধান করে।

---

(১) মূলে আছে "পক্তিঃ পচ্যতে সং ভৃজ্যন্তে ধানাঃ।"

৬। হরিতনাসিক মহেন্দ্র যেন এরূপে অনায়াসে আমাদিগের আহ্বানযোগ্য হয়েন। তিনি স্বয়ং উপস্থিত বা অনুপস্থিত হউন, স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান করেন; অনুপম শক্তিমান্ সেই ইন্দ্র যেন এইরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া অসংখ্য প্রতিকূলাচারীদিগকে ও দস্যুগণকে সংহার করেন!

---

৩০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। ইন্দ্র পুনর্ব্বার বীরত্ব প্রকাশের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ও জরারহিত ইন্দ্র (স্তোতৃবর্গকে) ধন প্রদান করেন। ইন্দ্র স্বর্গ ও পৃথিবীকে অতিক্রম করেন। ইন্দ্রের অর্দ্ধভাগই স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ের সমকক্ষ।

২। সম্প্রতি আমি তাঁহার মহৎ অসুর্য্য বলের স্তব করিতেছি। তিনি যে সমস্ত কার্য্য (সম্পাদন করিতে) সঙ্কল্প করেন, কেহই তাহার খণ্ডন করিতে সমর্থ হয় না। তিনিই প্রত্যহ (বৃত্রাবৃত) সূর্য্যকে দৃষ্টিগোচর করেন। শোভন কার্য্যের অনুষ্ঠানকারী সেই ইন্দ্র ত্রিভুবন বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

৩। হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালের ন্যায় ইদানীন্তন সময়েও নদী সকলের (বিমোচনরূপ) ত্বদীয় কার্য্য বর্ত্তমান রহিয়াছে; তদ্দ্বারা তুমি সেই সমস্ত নদীর প্রবহণার্থ পথ নিরূপিত করিয়া দিয়াছ। পর্ব্বত সকল ভোজনার্থ উপবিষ্ট মনুষ্যগণের ন্যায় (ত্বদীয় আজ্ঞাক্রমে) নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছে। হে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! এই অখিল বিশ্ব তোমাকর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে।

৪। হে ইন্দ্র! ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে তোমার সমকক্ষ নাই। কি দেব, কি মনুষ্য, কেহই তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। তুমি বারিরাশি নিরোধ করিয়া শয়ান অহিকে সংহার করিয়াছ এবং বারিরাশিকে সমুদ্রে পতিত হইবার নিমিত্ত বিমুক্ত করিয়াছে।

৫। তুমি নিরুদ্ধ বারিরাশিকে সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইবার নিমিত্ত বিমুক্ত করিয়াছ। তুমি মেঘের সুদৃঢ় (বন্ধন) ছিন্ন করিয়াছ। তুমি সূর্য্য, আকাশ ও উভয়কে প্রকাশিত করিয়া জগতের অধিবাসিগণের উপর আধিপত্য করিতেছ।

৩১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। সুহোত্র ঋষি।

১। হে ধনাধিপতি ইন্দ্র! তুমি ধনের অদ্বিতীয় (অধীশ্বর)। তুমি মনুষ্যগণকে নিজ বাহুদ্বয়ে ধারণ কর। পুত্র, শত্রুবিজয়ী পৌত্র ও বৃষ্টির জন্য মনুষ্য বিবিধ প্রকারে তোমার স্তব করে।

২। হে ইন্দ্র! (মেঘ সকল), অন্তরীক্ষোদ্ভব বারিরাশি পতন-যোগ্য না হইলেও বর্ষণ করে। স্বর্গ, পৃথিবী, পর্ব্বত সকল, বৃক্ষসমূহ এবং এই অখিল স্থাবর (জগৎ) তোমার আগমনে ভীত হয়।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি কুৎসের সহিত প্রবল শুষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছ। রণে কুয়বকে বধ করিয়াছ। সংগ্রামে সূর্য্যের রথচক্র হরণ করিয়াছ এবং পাপকারী (রাক্ষসাদিকে) দূরীকৃত করিয়াছ।

৪। তুমি দস্যু শম্বরের একশত দুর্ভেদ্য নগর উচ্ছিন্ন করিয়াছ। হে প্রজ্ঞাসম্পন্ন, অভিষুত সোমদ্বারা ক্রীত ইন্দ্র! তৎকালে তুমি বদান্যতা-নিবন্ধন হব্যপ্রদাতা দিবোদাস এবং স্তবকারী ভরদ্বাজকে ধন প্রদান করিয়াছিলে।

৫। প্রকৃত বীরগণের অগ্রণী, অতুলৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র! তুমি তুমুল সংগ্রামের নিমিত্ত নিজ ভীষণ রথে আরোহণ কর। হে প্রকৃষ্ট পথগামী ইন্দ্র! তুমি রক্ষাবিধানার্থে মদভিমুখে আগমন কর। হে সুপ্রসিদ্ধ! তুমি জনসমাজে আমাদিগকে প্রসিদ্ধ কর।

---

৩২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। সুহোত্র ঋষি।

১। আমি বলশালী, বীর, শক্তিযুক্ত, বেগসম্পন্ন, সম্যক্‌রূপে স্তবার্হ, প্রাচীন বজ্রধারী ইন্দ্রের নিমিত্ত মুখদ্বারা অপূর্ব্ব, সুবিস্তীর্ণ, সুখদায়ক স্তোত্র রচনা করিয়াছি।

২। তিনি মেধাবী (অঙ্গিরাগণের) জন্য রমণীয়স্বরূপ স্বর্গ ও পৃথিবীকে সূর্য্যদ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন এবং (তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক) স্তূয়মান হইয়া পর্ব্বতকে চূর্ণ করিয়াছেন এবং ধ্যানপরায়ণ স্তোতৃবর্গ (অঙ্গিরাগণ) কর্ত্তৃক বারম্বার প্রার্থিত হইয়া ধেনুগণের বন্ধন মোচন করিয়াছেন।

৩। বহুকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র ধেনুগণের (উদ্ধারের) জন্য জানুপাতনপূর্ব্বক নিরন্তর হব্যপ্রদানকারী স্তোতৃবর্গ (অঙ্গিরাগণের) সহিত মিলিত হইয়া শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। মিত্রভূত, মেধাবী (অঙ্গিরাগণের) সহিত মিত্রাভিলাষী ও দূরদর্শী হইয়া সেই পুরন্দর দৃঢ় পুরী সকল ধ্বংস করিয়াছেন।

৪। হে অভীষ্টপূরক, স্তুতিদ্বারা বন্দনীয় ইন্দ্র! তুমি প্রচুর অন্ন, প্রকৃষ্ট বল ও বহু বৎসবতী যুবতী বড়বাদ্বারা ত্বদীয় স্তবকারীকে, মনুষ্যগণের মধ্যে সুখী করিবার নিমিত্ত তদভিমুখে আগমন কর।

৫। স্বভাবতঃ তেজস্বী অশ্বগণের অধিপতি তুরাষাট্ দক্ষিণ হইতে(১) বারিরাশিকে (বিমুক্ত করেন) এইরূপে বিসৃষ্ট বারিসমূহ সেই ক্ষোভ-শূন্য গন্তব্য স্থানে (সমুদ্রে) প্রত্যহ ব্যাপ্ত হইয়া পতিত হয়, যাহা হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভবে না।

---

৩৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে কামপূরক ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে বলবত্তম, আনন্দবিধায়ক, শোভন যজ্ঞকারী ও হব্যপ্রদানকারী একটী পুত্র প্রদান কর, যে পুত্র উৎকৃষ্ট অশ্বে আরূঢ় হইয়া সংগ্রামে উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহ ও প্রতিকূলাচারী শত্রুগণকে পরাভূত করিবে।

---

(১) মূলে "অপঃ বৃজিনাঃ" আছে। সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন সূর্য্যের দক্ষিণায়নের সময়ে বারিরাশি বিমুক্ত করেন। ভারতবর্ষে দক্ষিণায়নের সময়েই বৃষ্টি আরম্ভ হয়।

২। হে ইন্দ্র! বিবিধ বাক্‌শক্তিসম্পন্ন যুদ্ধবর্দ্ধন যুদ্ধে [illegible] তোমাকে আহ্বান করে। তুমি মেধাবী (অঙ্গিরাগণের) সহিত শত্রুগণকে সংহার করিয়াছ। উপাসক তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া অন্নলাভ করে।

৩। হে বীর ইন্দ্র! তুমি কি দস্যু, কি আর্য্য, উভয়বিধ শত্রুই সংহার করিয়াছ। হে নেতৃশ্রেষ্ঠ! (কাষ্ঠচ্ছেদক) যেরূপ বৃক্ষ সকল (ছেদন করে) তদ্রূপ তুমি সংগ্রামে সুনিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহদ্বারা শত্রুগণকে বিদারিত কর।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত গতি। তুমি অনিন্দ্য রক্ষাপ্রকারে আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধানার্থ রক্ষক ও বন্ধু হও। আমরা কতিপয় পুরুষ সমন্বিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া ধনলাভার্থ তোমাকে আহ্বান করি।

৫। ফলতঃ হে ইন্দ্র! তুমি সম্প্রতি এবং অন্য সময়ে আমাদিগের হইও। আমাদিগের অবস্থানুসারে সুখপ্রদাতা হও। তুমি ঐশ্বর্য্যশালী, এইরূপে প্রত্যহে তোমার স্তব ও উপাসনা করিয়া আমরা যেন তোমার প্রদত্ত সমুজ্জ্বল ও অসীম সুখে অবস্থান করি।

---

৩৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। শুনহোত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! অসংখ্য স্তোত্র তোমাতে সঙ্গত হয়। তোমা হইতে স্তোতৃবর্গের পর্য্যাপ্ত প্রশংসা নির্গত হয়। পূর্ব্বকালে ও ইদানীন্তন সময়ে ঋষিগণের স্তোত্র, উপাসনা ও মন্ত্র সকল ইন্দ্রের (পূজা বিষয়ে) পরস্পর স্পর্দ্ধা করে।

২। আমরা যেন সর্ব্বদা সেই ইন্দ্রকে প্রসন্ন করি; তিনি বহুলোকের বন্দনীয়, পুরোহিতকর্তৃক প্রবোধিত, মহান্, অদ্বিতীয় এবং যজমানগণ কর্তৃক [illegible] স্তুত হয়েন। আমরা যেন মহৎ বল লাভ করিবার নিমিত্ত [illegible] সেই ইন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার স্তব করি।

৩। সমৃদ্ধিবিধায়ক সমূহ স্তোত্র সেই ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করে। কর্ম্ম ও স্তুতি সকল তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট উৎপাদন করে না, কারণ শত সহস্র স্তবকারী স্তুতিভাজন সেই ইন্দ্রের স্তব করিয়া প্রীতি উৎপাদন করে।

৪। যাগদিনে স্তোত্রবৎ পূজা সহকারে (প্রমত্ত হইবার জন্য) ইন্দ্রের নিমিত্ত মিশ্রিত সোমরস প্রস্তুত হইয়াছে। মরুভূমিতে জল যেরূপ মনুষ্যকে পোষণ করে, তদ্রূপ স্তোত্রসকল হব্যসহকারে তাঁহাকে বর্দ্ধিত করে।

৫। সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্র মহা সংগ্রামে আমাদিগের রক্ষক ও সমৃদ্ধি বিধায়ক হইবেন বলিয়া স্তোতৃবর্গ কর্ত্তৃক এই স্তোত্র আগ্রহ সহকারে ইন্দ্রের প্রতি উক্ত হইয়াছে।

---

৩৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। নর ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! অস্মদীয় স্তোত্র সকল কবে রথারূঢ় তোমার নিকট উপস্থিত হইবে? কবে তুমি ত্বদীয়-উপাসক আমাকে সহস্র পুরুষ পোষণ করিবার (উপায়) প্রদান করিবে? কবে তুমি এই স্তবকারীর (আমার) স্তোত্র ধনদ্বারা পুরস্কৃত করিবে? কবেই বা তুমি যজ্ঞীয় কার্য্য সকলকে অন্নোৎপাদক করিবে?।

২। হে ইন্দ্র! কবে তুমি অস্মদীয় পুরুষের সহিত শত্রুদিগের পুরুষ ও অস্মদীয় পুত্রগণের সহিত শত্রুগণের পুত্রদিগকে মিলিত করিবে? কবে আমাদিগের জন্য যুদ্ধজয় করিবে? কবে তুমি শত্রু হইতে (ক্ষীর দধি ঘৃতরূপ ত্রিবিধ খাদ্যোৎপাদিকা গাভী সকল জয় করিবে? হে ইন্দ্র! কবেই বা তুমি আমাদিগকে বিস্তৃত ধন প্রদান করিবে?।

৩। হে বলবত্তম ইন্দ্র! কবে তুমি তোমার স্তবকারীকে বিবিধ অন্ন প্রদান করিবে? কবে তুমি আমাতে যাগ ও স্তোত্র সমর্পিত করিবে? কবেই বা তুমি স্তোত্র সকলকে ধেনুগণের উৎপাদক করিবে?।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি ত্বদীয় স্তবকারীকে ধেনুগণের উৎপাদক অশ্বগণ দ্বারা প্রীতিবিধায়ক ও বলদ্বারা প্রসিদ্ধ অন্ন প্রদান কর। তুমি অন্নসকল ও [illegible]

অনায়াসে দোহনযোগ্য গাভীসমূহকে পরিপুষ্ট কর এবং যাহাতে তৎসমুদয় দীপ্তিসম্পন্ন হয়, তুমি তাহা বিধান কর।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের শত্রুকে অন্যরূপে (অর্থাৎ মৃত্যুপাশে) পরিচালিত কর। হে ইন্দ্র। তুমি শক্তিমান, বীর ও শত্রুনিহন্তা বলিয়া আমরা তোমার স্তব করি। তুমি বিশুদ্ধ বস্তু প্রদানকারী, আমি তোমার যেন স্তোত্র উচ্চারণে বিমুখ না হই। হে প্রাজ্ঞ ইন্দ্র! তুমি অঙ্গিরাগণকে অন্নদ্বারা প্রীত কর।

---

৩৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। মনু ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! সোমপানজনিত ত্বদীয় হর্ষ যথার্থই সমস্ত লোকের হিতকর। ত্রিভুবনস্থিত (ত্বদীয়) ধনসমূহ যথার্থই (সমস্ত লোকের হিতকর)। তুমি যথার্থই অন্নদাতা; কারণ তুমি দেবগণের মধ্যে বল ধারণ কর।

২। যজমান বিশিষ্টরূপে এই ইন্দ্রের বলের পূজা করেন ও বীরত্বের নিমিত্ত তাঁহারই উপর নির্ভর করেন এবং অবিচ্ছিন্ন শত্রুশ্রেণীর নিরোধকারী, হিংসাকারী ও আক্রমণকারী ইন্দ্র বৃত্র সংহার করিবেন বলিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করেন।

৩। সমবেত মরুৎগণ, বীরত্ব, বল ও রথে নিযুজ্যমান অশ্বগণ সেই ইন্দ্রের পরিচর্য্যা করে। নদী সকল যেরূপ সমুদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ উপাসনারূপ শক্তি সমন্বিত স্তুতি সকল বিশ্বব্যাপী সেই ইন্দ্রের সহিত সঙ্গত হয়।

৪। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তব করিতেছি, তুমি বহুলোকের আনন্দজনক ও সুখদায়ক ঐশ্বর্য্যের স্রোত প্রবাহিত কর। কারণ তুমি অখিল লোকের অতুল্য অধিপতি এবং সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর।

৫। হে ইন্দ্র। তুমি আমাদিগের সেবাভিলাষী হইয়া সূর্য্যের ন্যায় আমাদিগের [illegible] বিপুল ধন জয় কর। তুমি শীঘ্র শ্রবণ [illegible] [illegible] শ্রবণ কর, তুমি বলসম্পন্ন, প্রতি যুগে স্তুয়মান ও হব্যরূপ [illegible] আবির্ভাব হইয়া আমাদিগের নিকট যেরূপ ছিলে [illegible] [illegible]।

৩৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে প্রচণ্ড বলশালী ইন্দ্র! তোমার রথনিযোজিত অশ্বগণ আমাদিগের সম্মুখে ত্বদীয় বিশ্ববন্দনীয় রথ আনয়ন করুক, কারণ ত্বদেকাগ্র চিত্ত স্তোতা (ভরদ্বাজ) তোমাকে আহ্বান করিতেছে। অদ্য যেন আমরা তোমার সহিত উল্লাসিত হইয়া সমৃদ্ধি সম্পন্ন হই।

২। হরিতবর্ণ সোমরস আমাদিগের যজ্ঞে প্রবাহিত হইতেছে এবং পূত হইয়া সরলভাবে কলস মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। পুরাতন, দীপ্তিসম্পন্ন মত্ততাবিধায়ক সোমরসের অধীশ্বর ইন্দ্র যেন আমাদিগের এই সোমরস পান করেন।

৩। সর্ব্বত্র গমনশীল, সরলগতি, রথযোজিত অশ্বগণ বলশালী ইন্দ্রকে দৃঢ়চক্র রথে করিয়া যেন আমাদিগের যজ্ঞে আনয়ন করে। অমৃতময় সোমরস যেন বায়ুতে শুষ্ক না হয়।

৪। নিরতিশয় বলশালী, বিবিধ মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র ধনসম্পন্নগণের মধ্যে এই (যজমানকে) দক্ষিণা প্রেরণ করেন। হে বজ্রধর তুমি তদ্দ্বারা পাপ নাশ কর, হে শক্রবিজয়ী! তদ্দ্বারা তুমি ধনরাশি ও স্তবকারী পুত্র সকলও প্রদান কর।

৫। ইন্দ্র স্থিতিশীল খাদ্য প্রদান করুন। সমধিক তেজঃসম্পন্ন ইন্দ্র আমাদিগের স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত হউন। শত্রু নিহন্তা ইন্দ্র বিশিষ্টরূপে বৃত্র সংহার করুন; উত্তেজক সেই ইন্দ্র ত্বরান্বিত হইয়া আমাদিগকে সেই সমস্ত ধন প্রদান করুন।

---

৩৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। বিচিত্রতম সেই ইন্দ্র (আমাদিগের পানপাত্র) হইতে সোমরস পান করুন। তিনি যেন মহৎ ও সমুজ্জ্বল আহ্বান স্বীকার করেন। বদান্য ইন্দ্র যেন ধার্ম্মিক যজমানের যজ্ঞে প্রশংসনীয় পরিচর্য্যা ও হব্য গ্রহণ করেন।

২। ইন্দ্র দূর দেশে অবস্থিত হইলেও ইন্দ্রের কর্ণে শব্দ উপস্থিত হইবে, (এই অভিপ্রায়ে) স্তবকারী উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্র পাঠ করেন। ইন্দ্রের আহ্বানরূপ এই স্তোত্র যেন স্বয়ং প্রবৃদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে আমার অভিমুখে আনয়ন করে।

৩। তুমি প্রাচীন ও জরারহিত, আমি উৎকৃষ্টতম স্তুতি ও হব্যদ্বারা তোমার স্তব করিতেছি। কারণ এই ইন্দ্রে প্রভূতরূপ অন্ন ও স্তোত্র সকল নিহিত থাকে, মহাস্তোত্র (তাঁহার উদ্দেশে উচ্চারিত হইলে) বর্দ্ধিত হয়।

৪। যাঁহাকে যজ্ঞ ও সোমরস বর্দ্ধিত করে, যাঁহাকে হব্য, স্তুতি, উপাসনা ও পূজা বর্দ্ধিত করে, যাঁহাকে দিবা ও রাত্রির গতি বর্দ্ধিত করে, যাঁহাকে মাস, বৎসর ও দিন সকল বর্দ্ধিত করে।

৫। হে মেধাবী ইন্দ্র! তুমি এই রূপে প্রাদুর্ভূত, সমৃদ্ধ, বলশালী ও প্রচণ্ড, আমরা যেন অদ্য ধন, কীর্ত্তি, রক্ষা ও শত্রুবিনাশের জন্য তোমাকে প্রসন্ন করি।

---

৩৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের সেই সোমরস পান কর। ইহা মদকর, বিক্রান্ত, স্বর্গীয়, প্রাজ্ঞসম্মত, ফলোপধারক, সুপ্রসিদ্ধ ও সেবনীয়। হে দেব! তুমি আমাদিগকে গোপ্রমুখ অন্ন প্রদান কর(১)।

২। এই ইন্দ্র পর্ব্বত মধ্যে গুপ্তভাবে স্থাপিত গোগণের উদ্ধারার্থী হইয়া যাগানুষ্ঠানকারী (অঙ্গিরাগণের) সহিত মিলিত ও তাহাদিগের

---

(১) মূলে "ইষং যুবস্ব গৃণতে গো অগ্রাঃ" আছে। গৃণতে গৃণতা স্তবতা ময়া গো অগ্রাঃ গাবোহগ্রে প্রমুখে যাসাং তাদৃশাঃ ইষোহন্নানি যুবস্ব সংযোজয়।" সায়ণ।
"Is this to be understood literally? and were cows in the time of the Vedas a principal article of food? Of course a Brahmin would interpret it metonymically, cows being put for their produce—milk and butter; Sáyana is silent, but there does not seem to be anything in the Veda that militates against the literal interpretation."—*Wilson.*

সত্যভূত (স্তোত্র) দ্বারা উত্তেজিত হইয়া বলের দুর্ভেদ্য পর্ব্বত ভগ্ন ও পণিগণকে তর্জ্জনদ্বারা অভিভূত করিয়াছিলেন।

৩। হে ইন্দ্র! এই সোম দীপ্তিরহিত রাত্রি, দিবস এবং বৎসর সকলকে দীপ্ত করিয়াছে। পূর্ব্বকালে দেবগণ এই সোমকে দিবসের কেতুস্বরূপ সংস্থাপন করিয়া ছিলেন এবং এই সোম (নিজ দীপ্তিদ্বারা) উষা সকলকে আলোকিত করিয়াছে।

৪। এই ইন্দ্র (সূর্য্যরূপে) দীপ্ত হইয়া দীপ্তিহীন (ভুবন সকল) প্রকাশিত করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র গমনশীল দীপ্তিদ্বারা উষাসমূহের তমোনাশ করেন। মনুষ্যগণের অভীষ্টপূরক এই ইন্দ্র স্তোত্রদ্বারা যুজ্যমান অশ্বগণ দ্বারা আকৃষ্ট, ধন পূর্ণ রথে আরূঢ় হইয়া গমন করেন।

৫। হে প্রাচীন, দীপ্তিমান ইন্দ্র! তুমি স্তূয়মান হইয়া ধনপ্রদান যোগ্য স্তবকারীকে প্রচুর অন্ন প্রদান কর। তুমি স্তোতাকে জল, ওষধি, বিষরহিত বৃক্ষসমূহ, ধেনু, অশ্ব ও মনুষ্য প্রদান কর।

---

৪০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার মদবিধানার্থ যে সোম অভিষুত হইয়াছে, তাহা তুমি পান কর। ত্বদীয় মিত্রভূত অশ্বদ্বয়কে সংযত কর। রথ হইতে তাহাদিগকে বিমুক্ত কর। স্তোতৃবর্গের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া আমাদিগের কৃত স্তোত্রোচ্চারণে যোগ দাও। স্তবকারী যজমানকে অন্ন প্রদান কর।

২। হে মহেন্দ্র! তুমি উল্লাস ও বীরত্ব প্রকাশের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ মাত্রেই যে সোম পান করিয়াছিলে, সেই সোম পান কর। গোগণ, ঋত্বিগ্বর্গ, বারিরাশি ও পাষাণ সকলে তোমার পানার্থ এই সোম প্রস্তুত করিতে সমবেত হয়।

৩। হে ইন্দ্র! অগ্নি প্রজ্বালিত ও সোমরস অভিষুত হইয়াছে। বহনসমর্থ ত্বদীয় অশ্বগণ এই যজ্ঞে তোমাকে আনয়ন করুক। আমি ত্বদেকাগ্র-

চিত্ত হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদিগের মহাসমৃদ্ধির নিমিত্ত আগমন কর।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি বহুবার সোমপানার্থ যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছ, অতএব তুমি সম্প্রতি সোম পানেচ্ছু মহৎ অন্তঃকরণের সহিত এই যজ্ঞে আগমন কর। আমাদিগের এই সমস্ত স্তোত্র শ্রবণ কর! ত্বদীয় দেহের (পুষ্টি বিধানার্থ) যজমান যেন তোমাকে (সোমাত্মক) অন্ন প্রদান করে।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি দূরস্থিত স্বর্গে বা অন্য কোন স্থানে, বা নিজ গৃহে, অথবা যে কোন স্থানে অবস্থান কর, তুমি স্তুতিভাজন ও অশ্বগণের অধিপতি, তুমি তথা হইতে মরুৎগণের সহিত প্রীত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদিগের যজ্ঞ রক্ষা কর।

---

৪১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি ক্রোধ বিরহিত হইয়া আমাদিগের যজ্ঞে আগমন কর, কারণ তোমার জন্য পবিত্র সোমরস অভিষুত হইয়াছে। হে বজ্রধর! ধেনুগণ যেরূপ গোষ্ঠে গমন করে, তদ্রূপ (সোমরস কলস মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে)। অতএব হে ইন্দ্র! তুমি আগমন কর, তুমি যজ্ঞার্হ দেবগণের মধ্যে প্রধান।

২। হে ইন্দ্র! তুমি সুনির্ম্মিত ও সুবিস্তীর্ণ যে জিহ্বাদ্বারা নিরন্তর সোমরস পান কর, সেই জিহ্বা দ্বারা অস্মদীয় সোমরস পান কর। ঋত্বিক্ (সোমরস গ্রহণ করিয়া) তোমার অগ্রে দণ্ডায়মান আছে। হে ইন্দ্র! শত্রু-সম্বন্ধীয় গোগণকে আত্মসাৎ করিতে অভিলাষী ত্বদীয় বজ্র শত্রুগণকে সংহার করুক।

৩। দ্রবীভূত অভীষ্টবর্ষী, বিভিন্ন মূর্ত্তি এই সোম অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের নিমিত্ত সংস্কৃত হইয়াছে। হে অশ্বগণের অধিপতি, সকলের শাসনকারী প্রচণ্ড বলসম্পন্ন ইন্দ্র! বহুকাল হইতে তুমি যাহার উপর প্রভুত্ব করিতেছ এবং যাহা তোমার অন্নরূপে কল্পিত হইয়াছে, তুমি সেই এই সোমরস পান কর।

৪। হে ইন্দ্র! অভিষুত সোম অনভিষুত সোম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও বিচারক্ষম তোমার অধিকতর প্রীতিপ্রদ। হে শত্রুবিজয়ী ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞসাধন এই সোমের সহিত হও এবং তদ্দ্বারা নিজ সমস্ত শক্তি সম্পূর্ণ কর।

৫। হে ইন্দ্র! আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তুমি আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। আমাদিগের এই সোম যেন তোমার দেহের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত হয়। হে শতক্রতু! তুমি অভিষুত সোমরসদ্বারা উল্লাসিত হও, এবং সংগ্রামেও লোক সকল হইতে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর।

---

৪৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। (হে ঋত্বিগ্‌গণ)! তোমরা ইন্দ্রকে সোমরস অর্পণ কর, কারণ তিনি পিপাসু, সর্ব্ববেত্তা, সর্ব্বগামী, যজ্ঞে অধিষ্ঠানকারী, যজ্ঞের নায়কভূত ও সকলের অগ্রগামী।

২। (হে ঋত্বিগ্‌গণ)! তোমরা সোমরসের সহিত নিরতিশয় সোমপানকারী ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হও। অভিষুত সোমরসে পরিপূর্ণ পাত্র সহকারে বলশালী ইন্দ্রের সম্মুখীন হও।

৩। (হে ঋত্বিগ্‌গণ)! যৎকালে তোমরা অভিষুত দীপ্ত সোমরস সহকারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হও, মেধাবী ইন্দ্র তোমাদিগের অভিপ্রায় জানিতে পারেন এবং শত্রুসংহার পূর্ব্বক তিনি তোমাদিগের সেই সেই মনোরথ পূর্ণ করেন।

৪। হে ঋত্বিক্! তুমি এক মাত্র ইন্দ্রকেই (সোমরূপ) অন্নের অভিষুত রস প্রদান কর এবং তিনি যেন সমস্ত জেতব্য উৎসাহান্বিত শত্রুর দ্রোহ হইতে আমাদিগকে নিরন্তর রক্ষা করেন।

---

৪৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! যে সোমরস পানজনিত উল্লাসে তুমি দিবোদাসের নিমিত্ত শম্বরকে বশীভূত করিয়াছিলে, সেই সোমরস তোমার জন্য অভিযুত হইয়াছে। অতএব তুমি ইহা পান কর।

২। হে ইন্দ্র! যখন সোমের মাদকরস (প্রত্যূষে) মধ্যাহ্নে অথবা অন্তে (অর্থাৎ সায়ংকালীন পূজায়) অভিযুত হয়, তখন তুমি ইহা ধারণ কর। সেই সোমরস তোমার জন্য অভিযুত হইয়াছে। অতএব তুমি ইহা পান কর।

৩। হে ইন্দ্র! যে সোমের মাদকরস পান করিয়া তুমি পর্ব্বত মধ্যে দৃঢ়ভাবে (বদ্ধ) গোগণকে মুক্ত করিয়াছিলে, সেই সোমরস তোমার জন্য অভিযুত হইয়াছে। অতএব তুমি ইহা পান কর।

৪। হে ইন্দ্র! যে (সোমরূপ) অন্নের রসপানে উল্লাসিত হইয়া তুমি ঐশ্ব বলধারণ করিতেছ, সেই এই সোমরস তোমার জন্য অভিযুত হইয়াছে। অতএব তুমি ইহা পান কর।

---

৪৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বৃহস্পতির অপত্য শংযু ঋষি।

১। হে ধনসম্পন্ন, (সোমরূপ) অন্নের রক্ষাকারী ইন্দ্র! যে সোম নিরতিশয় ধনশালী ও যাহা দীপ্ত (যশঃ) দ্বারা সমুজ্জ্বল, সেই সোম অভিযুত হইয়া তোমাকে উল্লাসিত করিতেছে।

২। হে বিপুল সুখশালী, (সোমরূপ) অন্নের রক্ষাকারী ইন্দ্র! যে সোম তোমার প্রীতিপ্রদ ও তুদীয় স্তোতৃবর্গের ঐশ্বর্য্যবিধায়ক, সেই সোম অভিযুত হইয়া তোমাকে উল্লাসিত করিতেছে।

৩। হে (সোমরূপ) অন্নের রক্ষাকারী ইন্দ্র! যে সোম পান করিয়া প্রবৃদ্ধ বল হইয়া নিজ রক্ষাকারী (মরুৎগণের) সহিত শত্রু সংহার কর, সেই সোম অভিযুত হইয়া তোমাকে উল্লাসিত করিতেছে।

৪। (হে যজমানগণ)! আমি তোমাদিগের জন্য সেই ইন্দ্রের স্তব করিতেছি, যিনি (ভক্তগণের) অনুগ্রাহক, বলের অধিপতি, বিশ্ববিজয়ী, (যাগাদিক্রিয়ার) নায়কভূত, দাতৃশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বদর্শী।

৫। আমাদিগের স্তুতি সকল ইন্দ্রের শত্রুধনাপহারক যে বল বর্দ্ধিত করিতেছে, দেব স্বর্গ ও দেবী পৃথিবী আগ্রহসহকারে ইন্দ্রের সেই বলের পরিচর্য্যা করেন।

৬। (হে স্তোতৃগণ)! তোমাদিগের স্তোত্র ইন্দ্রের নিমিত্ত বিস্তার কর; কারণ মেধাবী ব্যক্তির ন্যায় ত্বদীয় রক্ষা তাঁহার সহিত একত্র অবস্থিত বলিয়া প্রকটিত হয়।

৭। যে যজমান (যাগাদিকার্য্যে) দক্ষ, ইন্দ্র তাঁহার বিষয় অবগত হন। মিত্রভূত, নবীনতর সোমপায়ী সেই ইন্দ্র স্তোতৃবর্গকে শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করেন। হব্যান্নভোজী সেই ইন্দ্র প্রবৃদ্ধ ও (পৃথিবীর) কম্পন বিধায়ী (অশ্বগণের সহিত) স্তোতৃগণের রক্ষণেচ্ছায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের রক্ষা বিধান করেন।

৮। যজ্ঞপথে সর্ব্বদর্শী সোম পীত হইয়াছে। ঋত্বিগ্গণ সেই সোম ইন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত প্রদর্শন করিতেছেন। শত্রুবিজয়ী বিপুল দেহধারী সেই ইন্দ্র যেন আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হন।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে নিরতিশয় দীপ্তিসম্পন্ন বলপ্রদান কর। ত্বদীয় উপাসকগণের অসংখ্য শত্রু নিবারণ কর। নিজ বুদ্ধিদ্বারা আমাদিগকে প্রচুর অন্ন প্রদান কর। ধনভোগার্থ আমাদিগকে রক্ষা কর।

১০। হে ধনসম্পন্ন ইন্দ্র! আমরা তোমারই জন্য হব্যদানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হে অশ্বগণের অধিপতি! তুমি আমাদিগের প্রতিকূল হইও না, মর্ত্ত্যগণের মধ্যে আমরা তোমা ভিন্ন অন্য কোন বন্ধু দেখিতে পাই না, হে ইন্দ্র! নতুবা প্রাচীনগণ তোমাকে কি জন্য ধনদ এই সংজ্ঞা প্রদান করিবেন?।

১১। হে অভীষ্টবর্ষি ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে কার্য্যবিঘাতক (রাক্ষসাদি) গণের নিকট পরিত্যাগ করিও না, তুমি ধনসম্পন্ন, আমরা তোমার বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করিয়া যেন কোন বিঘ্ন না পাই। মানবগণের মধ্যে নানা বিঘ্ন তোমার উদ্দেশে উৎপাদিত হয়। তুমি অমভিষবকারিগণকে সংহার কর এবং যাহারা হব্য প্রদানবিমুখ তাহাদিগকে উন্মূলিত কর।

১২। গর্জ্জনকারী (পর্জ্জন্য) যেরূপ মেঘ সকল উৎপাদিত করে, ইন্দ্র সেইরূপ (স্তোতৃবর্গকে প্রদান করিবার নিমিত্ত) অশ্ব ও গোধন উৎপাদিত করেন। হে ইন্দ্র! তুমি স্তোতৃবর্গের প্রাচীন রক্ষক, ধনিগণ হব্য প্রদান না করিয়া তোমার প্রতি যেন অযথাচরণ না করে।

১৩। হে ঋত্বিগ্গণ! তোমরা এই মহেন্দ্রকে অভিষুত সোম অর্পণ কর, কারণ তিনি সোমের অধিপতি। সেই ইন্দ্র স্তবকারী ঋষিগণের প্রাচীন ও ইদানীন্তন স্তোত্রদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছেন।

১৪। জ্ঞানসম্পন্ন ও অপ্রতিহত প্রভাব ইন্দ্র এই সোম পান করিয়া উল্লাসিত হইয়া অসংখ্য প্রতিকুলাচারী শত্রু বিনাশ করিয়াছেন। শোভন হনুযুক্ত বীর ইন্দ্রের পান করিবার নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে সেই সুমধুর সোম অর্পণ কর।

১৫। ইন্দ্র যেন এই অভিষুত সোম পান করেন এবং ইহা দ্বারা উল্লাসিত হইয়া বজ্রদ্বারা বৃত্র সংহার করেন। গৃহদাতা, স্তোতৃরক্ষক ও যজমানপালক সেই ইন্দ্র যেন দূরদেশ হইতেও আমাদিগের যজ্ঞাভিমুখে আগমন করেন।

১৬। ইন্দ্রের পানার্হ ও প্রিয় এই সোমাত্মক অমৃত তাঁহা কর্ত্তৃক এরূপে পীত হউক, যাহাতে তিনি উল্লাসিত হইয়া আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন এবং অস্মদীয় শত্রুবর্গ ও পাপকে আমাদিগের নিকট হইতে দূরীভূত করিবেন।

১৭। হে শৌর্য্যশালী মঘবা! তুমি এই সোমপানে হৃষ্ট হইয়া আমাদিগের আত্মীয় ও অনাত্মীয় সমুদয় প্রতিকুলচারী শত্রুকে বিনাশ কর। হে ইন্দ্র! আমাদিগের সম্মুখীন অস্ত্র বিমোচনকারী শত্রু সৈন্যগণকে পরাঙ্মুখ ও উচ্ছিন্ন কর।

১৮। হে মঘবা! আমাদিগের এই সমস্ত সংগ্রামে অতুল ধন আমাদিগের সুপ্রাপ্য কর। জয়লাভ করিতে আমাদিগকে সমর্থ কর। বৃষ্টি, পুত্র ও পৌত্রদ্বারা আমাদিগকে সমৃদ্ধ কর।

১৯। হে ইন্দ্র! ত্বদীয় অভীষ্টবর্ষী, স্বেচ্ছানুসারে রথে নিযুক্ত, অভীষ্টপূরক রথের বহনকারী, বারিবর্ষক, রশ্মিদ্বারা (সংযুক্ত), দ্রুতগামী, অস্মদভিমুখবর্ত্তী, নিত্য তরুণ, বজ্রবাহক, শোভনরূপে যোজিত অশ্বগণ প্রচুর মদকর সোম পানার্থ তোমাকে আনয়ন করুক।

২০। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! ত্বদীয় বারিবর্ষণকারী, তরুণ অশ্বগণ জলসেচনকারী সমুদ্র তরঙ্গ সকলের ন্যায় উল্লাসিত হইয়া ত্বদীয় রথে যোজিত রহিয়াছে। তুমি তরুণ ও কামবর্ষী। ঋত্বিক্‌গণ তোমাকে পাষাণদ্বারা অভিষুত সোমরস অর্পণ করিতেছেন।

২১। হে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গের সেচনকারী, পৃথিবীর বর্ষণকারী, নদী সকলের পূরণকারী এবং একত্র সমবেত (স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত নিচয়ের) অভীষ্টপূরক। হে অভীষ্টপ্রদায়ক ইন্দ্র! তুমি শ্রেষ্ঠ সেচনকারী, তোমার জন্য মধুর ন্যায় পেয় সুমিষ্ট সোমরস বৃদ্ধি পাইতেছে(১)।

২২। দীপ্তিমান্ এই সোম মিত্রভূত ইন্দ্রের সহিত জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বলপূর্ব্বক পণিকে স্তব করিয়াছিল। এই সোম গোরূপ ধনাপহরণকারী দেবকারীর মায়া ও অস্ত্র সকল ব্যর্থ করিয়াছিল।

২৩। এই সোম উষা সকলের পতিস্বরূপ সূর্য্যকে শোভাসম্পন্ন করিয়াছে। এই সোম সূর্য্যমণ্ডলে দীপ্তি সংস্থাপন করিয়াছে। এই সোম দীপ্তি সম্পন্ন ভুবনত্রয়ের মধ্যে স্বর্গে গূঢ়ভাবে অবস্থিত ত্রিবিধ অমৃত লাভ করিয়াছে।

২৪। এই সোম স্বর্গ ও পৃথিবীকে স্বস্ব স্থানে সংস্থাপিত করিয়াছে। এই সোম (সূর্য্যের) সপ্তরশ্মি রথ যোজিত করিয়াছে। এই সোম স্বেচ্ছানুসারে ধেনুগণের মধ্যে পরিণত দুগ্ধের দশযন্ত্র উৎস(২) স্থাপন করিয়াছেন।

---

(১) ২০ ও ২১ ঋকে বৃষ শব্দের অনুপ্রাস।

(২) দশযন্ত্র উৎসের অর্থ কি "Literally a well with ten machines."—*Wilson.* বোধ হয় বহুধারাবিশিষ্ট প্রস্রবণ। (A fountain with many jets)

৪৫ সূক্ত।

ইন্দ্র প্রথম ৩০টী ঋকের দেবতা, বৃহস্পতি অবশিষ্ট ৩টী ঋকের দেবতা।
বৃহস্পতি অপত্য শংযু ঋষি।

১। যিনি উৎকৃষ্ট নীতিদ্বারা তুর্বশ ও যদুকে দূরদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই তরুণ ইন্দ্র যেন আমাদিগের সখা হন।

২। যে ব্যক্তি ইন্দ্রের স্তব করে না, ইন্দ্র তাহাকেও অন্নপ্রদান করেন। তিনি মন্থরগতি অশ্বে (আরোহণপূর্ব্বক) শত্রুগণের মধ্যে নিহিত ধনসকল জয় করেন।

৩। এই ইন্দ্রের নীতি সকল উৎকৃষ্ট ও মহৎ; তদীয় স্তোত্রসকল নানা প্রকার এবং তাঁহার রক্ষার কখনও অপচয় হয় না।

৪। হে বন্ধুগণ তোমরা মন্ত্রদ্বারা আহ্বানযোগ্য সেই ইন্দ্রের অর্চনা ও স্তোত্রোচ্চারণ কর। কারণ তিনিই বস্তুতঃ আমাদিগকে প্রকৃষ্ট বুদ্ধি (প্রদান করেন)।

৫। হে বৃত্রনিহন্তা ইন্দ্র! তুমি একজন বা দুইজন স্তবকারীর রক্ষক এবং তুমিই আমাদিগের মত ব্যক্তিবর্গের রক্ষাকারী।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি (আমাদিগের নিকট হইতে) বিদ্বেষকারিগণকে দূরীভূত কর এবং স্তবকারিগণের সমৃদ্ধি বিধান কর। হে ইন্দ্র! তোমাকে শোভনপুত্রপৌত্রাদি প্রদানকারী বলিয়া মনুষ্যগণ স্তব করিয়া থাকে।

৭। আমি স্তোত্র সহকারে মিত্রভূত, মহান, মন্ত্রদ্বারা আহ্বানযোগ্য, স্তবার্হ ইন্দ্রকে ধেনুর ন্যায় (অভীষ্ট) দোহন করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি।

৮। বীর্য্যবান, ও শত্রুসৈন্যগণের পরাভবকারী ইন্দ্রের হস্তদ্বয়ে (দিব্য ও পার্থিব) এই উভয়বিধ ধন আছে বলিয়া (ঋষিগণ) নিরন্তর কীর্ত্তন করেন।

করিলে আরও ঠিক অর্থ হয়। গরুর বাঁট গুলি হইতে যে বহুধারায় দুগ্ধ বাহির হয় তাহাকেই কি মন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে?।

৯। হে বজ্রধারী, যজ্ঞপতি! তুমি শত্রুগণের দৃঢ় (নগর সকল) নির্ম্মূল কর। হে সর্ব্বোন্নত ইন্দ্র! তুমি শত্রুগণের মায়া সকলও উচ্ছিন্ন কর।

১০। হে সত্যস্বভাব, সোমপায়ী, অন্নরক্ষক ইন্দ্র! আমরা অন্নাভিলাষী হইয়া এইরূপ (গুণসম্পন্ন) তোমাকেই আহ্বান করিতেছি।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি পূর্ব্বকালে আহ্বানযোগ্য ছিলে এবং সম্প্রতি শত্রুগণের মধ্যে নিহিত ধনলাভার্থ আহূত হও, আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণে প্রসন্ন হইলে তোমার অনুগ্রহে যেন আমরা অশ্বগণদ্বারা শত্রুগণের অশ্বসমূহ, উৎকৃষ্ট অন্ন ও গূঢ়ধন জয় করিতে সমর্থ হই।

১৩। হে বীর ও স্তুতিভাজন ইন্দ্র! ফলতঃ তুমি শত্রুগণের মধ্যে নিহিত ধনলাভার্থ সংগ্রামে শত্রু জয় করিতে সমর্থ হইয়াছ।

১৪। হে শত্রুসংহারক ইন্দ্র! তোমার নিরতিশয় বেগসম্পন্ন গতি আছে। তুমি সেই গতিদ্বারা (শত্রুজয়ার্থ) আমাদিগের রথ পরিচালিত কর।

১৫। হে জয়শীল, রথিশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের শত্রুবিজয়ী রথ দ্বারা শত্রুনিহিত ধন জয় কর।

১৬। যিনি সর্ব্বদর্শী ও বর্ষণশীল, যিনি একক মানবগণের অধিপতি রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই ইন্দ্রেরই স্তব কর।

১৭। হে ইন্দ্র! তুমি রক্ষাদ্বারা সুখদায়ক ও মিত্রভূত; আমরা স্তব করিলে তুমি পূর্ব্বকালে বন্ধুত্ব প্রকাশ করিয়াছ; সম্প্রতি আমাদিগকে সুখী কর।

১৮। হে বজ্রধর! তুমি রাক্ষস বধের জন্য নিজ হস্তদ্বয়ে বজ্রধারণ কর এবং স্পর্দ্ধাকারীদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরাজিত কর।

১৯। যিনি ধনদাতা, মিত্রভূত, স্তবকারিগণের উৎসাহদাতা ও মন্ত্রদ্বারা আহ্বানযোগ্য, আমি সেই প্রাচীন ইন্দ্রের আহ্বান করিতেছি।

২০। স্তুতিদ্বারা বন্দনীয়, অপ্রতিহত গতি, সেই একমাত্র ইন্দ্রই সমস্ত পার্থিব ধনের উপর একাধিপত্য করিতেছেন।

২১। হে গোসমূহের অধিপতি! তুমি বজ্রবাণের সহিত (আগমন পূর্ব্বক) অন্ন, অসংখ্য অশ্ব ও ধেনুদ্বারা সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ কর।

২২। (হে স্তোতৃবর্গ)! ঘাস যেরূপে ধেনুর সুখকর হয়, সেই রূপ সোমরস অভিষুত হইলে পর ইন্দ্রের সুখদায়ক স্তোত্রে বহুলোকের বন্দনীয়, শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রের নিকট তোমরা সমবেত হইয়া গান কর।

২৩। গৃহদাতা ইন্দ্র যখন আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করেন তখন তিনি ধেনুগণের সহিত অন্ন প্রদান করিতে বিরত হয়েন না।

২৪। দস্যুগণের নিধনকারী ইন্দ্র, কুবিৎসের অসংখ্য ধেনুযুক্ত গোষ্ঠে গমন করেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে আমাদিগের জন্য সেই (নিগূঢ়) ধেনুবৃন্দকে প্রকাশিত করেন।

২৫। হে বিবিধকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্র! গোজননীগণ যেরূপ বৎসের অভিমুখে পুনঃপুনঃ গমন করে, তদ্রূপ আমাদিগের এই সমস্ত স্তুতি বারংবার তদভিমুখে গমন করিতেছে।

২৬। হে ইন্দ্র! তদীয় বন্ধুত্বের বিনাশ নাই। হে বীর! তুমি গোকাম ব্যক্তিকে গোদান কর এবং অশ্বকাম ব্যক্তিকে অশ্বদান কর।

২৭। হে ইন্দ্র! তুমি মহাধনের জন্য প্রদত্ত সোমরস পান করিয়া নিজদেহ পরিতৃপ্ত কর। তুমি নিজ উপাসককে নিন্দাকারীর বশীভূত করিও না।

২৮। হে স্তুতিদ্বারা বন্দনীয় ইন্দ্র! দুগ্ধবতী গাভীগণ যেরূপ বৎসের নিকট ধাবমান হয়, তদ্রূপ বারংবার সোমরস অভিষুত হইলে আমাদিগের এই স্তুতি সকল দ্রুতবেগে তদভিমুখে গমন করে।

২৯। যজ্ঞস্থলে হব্যরূপ অন্নসহকারে প্রদত্ত অসংখ্য স্তবকারীর স্তোত্র যেন অসংখ্য শত্রুনিধনকারী তোমাকে বলশালী করে।

৩০। হে ইন্দ্র! নিরতিশয় উন্নতিবিধায়ক অস্মদীয় স্তোত্র যেন তোমার সন্নিহিত হয়। তুমি আমাদিগকে মহাধন (লাভার্থ) প্রেরণ কর।

৩১। গঙ্গার(১) উন্নত কূলের ন্যায় পণিগণের মধ্যে উচ্চস্থানে বৃবু(২) অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন।

৩২। আমি ধনার্থী; যিনি আমাকে বায়ুবেগে বদান্যতাপূর্ব্বক সহস্র সংখ্যক (ধেনু) সত্বর প্রদান করিয়াছেন।

৩৩। অতএব আমরা সকলে স্তব করিয়া সহস্র (ধেনু) প্রদানকারী প্রাজ্ঞ ও সহস্রস্তোত্রভাজন সেই বৃবুর নিরন্তর প্রশংসা করিতেছি।

---

৪৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আমরা স্তবকারী, আমরা অন্নলাভার্থ তোমাকে আহ্বান করি। মানবগণ শত্রুজয়ার্থ এবং অশ্বসকুল সংগ্রামে তোমাকেই আহ্বান করেন, কেন না তুমি সাধুগণের রক্ষাকারী।

২। হে বিচিত্র বজ্রপাণি বজ্রী! তুমি (সংগ্রামে) বিজয়ী পুরুষকে যেরূপ প্রচুর অন্ন প্রদান কর, তদ্রূপ তুমি আমাদিগের স্তবে (প্রসন্ন হইয়া) আমাদিগকে যথেষ্ট গো ও রথ বহনপটু অশ্ব প্রদান কর; তুমি শত্রু নিহন্তা ও পরাক্রমশালী।

৩। যিনি প্রবল শত্রুগণের নিধনকারী ও সর্ব্বদর্শী, আমরা সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। হে সহস্রশেফ, অতুল ধনসম্পন্ন, সংপালক ইন্দ্র! তুমি রণস্থলে আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধান কর।

---

(১) মূলে "উরুঃকক্ষঃ ন গাঙ্গ্যঃ" আছে। অর্থাৎ গঙ্গা সম্বন্ধীয় উন্নত কূল। এখানে কি গঙ্গা নদীর উল্লেখ পাওয়া গেল, না এ শব্দটী সাধারণ নদীবাচক, যেমন বাঙ্গলায় আমরা "গাঙ" শব্দ ব্যবহার করি।

(২) "বৃবুর্নাম পণীনাং তক্ষা, সকাশাৎলব্ধ ধনো ভরদ্বাজ ঋষীয়ং দানধনেন স্তুচেনাস্তৌৎ।" সায়ণ। শেষের তিনটী ঋক বৃবুর বদান্যতা সম্বন্ধীয় একটী চিত্র। বৃবুর সে বদান্যতার কথা মনুসংহিতায় (১০। ১০৭) ও নীতি মঞ্জরীতে আছে। সে গল্পটী এই যে বৃবু একজন নিপুণ সূত্রধার ছিল এবং একদা বনে পথভ্রান্ত ক্ষুধার্ত ভরদ্বাজকে অনেক সাহায্য করিয়াছিল। এই বৃবুর শিল্পনৈপুণ্যের কথা হইতে ঋভুগণের শিল্পনৈপুণ্যের কথা কিরূপে উত্থাপিত হইল সে বিষয়ে ১। ২০। ১ ঋকের টীকা দেখ।

৪। হে ইন্দ্র! ঋকে যে প্রকার বর্ণিত আছে, তুমি সেই প্রকার রূপ সম্পন্ন। তুমি তুমুল সংগ্রামে বৃষভের ন্যায় নিরতিশয় ক্রোধ সহকারে আমাদিগের শত্রুগণকে আক্রমণ কর। যাহাতে আমরা সন্ততি, অন্ন ও সূর্য্য সন্দর্শন (অর্থাৎ বহুকাল ভোগ করিতে পারি), তজ্জন্য তুমি রণস্থলে আমাদিগের রক্ষক হও।

৫। হে শোভন হনূযুক্ত অদ্ভুত বজ্রপাণি! তুমি যে অন্নদ্বারা এই স্বর্গ ও পৃথিবীকে পোষণ করিতেছ, আমাদিগের নিকট সেই প্রকৃষ্টতম, নিরতিশয় বলকর ও পুষ্টিকর অন্ন আনয়ন কর।

৬। হে দীপ্তিশালী ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিবে বলিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি; তুমি দেবগণের মধ্যে বলিষ্ঠতম ও শত্রুবিজয়ী। হে গৃহদাতা! তুমি অখিল রাক্ষসগণকে দূরীভূত কর এবং আমাদিগের শত্রুগণকে সুজেয় কর।

৭। হে ইন্দ্র! মানবগণের মধ্যে যে কিছু বল ও ধন আছে এবং পঞ্চ ক্ষিতিতে(১) যে কিছু অন্ন আছে, অখিল মহৎ বলসহকারে তৎসমুদয় আমাদিগকে প্রদান কর।

৮। হে ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র! শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে যাহাতে আমরা সংগ্রামে শত্রু সংহার করিতে পারি, তজ্জন্য তুমি আমাদিগকে তুগ্র ত্র্যাহ্য ও পূরু সম্বন্ধীয় সমগ্র বল প্রদান কর।

৯। হে ইন্দ্র! হব্যরূপ ধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে ও আমাকে এরূপ একটী গৃহ প্রদান কর, যাহা ত্রিপ্রকার ও ত্রিনিবারক(২) সমৃদ্ধ ও আহ্লাদক এবং তাহাদিগের নিকট হইতে দীপ্তিসম্পন্ন (শত্রু প্রেরিত আয়ুধ সকল) দূরীকৃত কর।

---

(১) মূলে "পঞ্চক্ষিতীনাং" আছে।

(২) মূলে "ত্রিধাতু" ও "ত্রিবরূথং" আছে। "ত্রিধাতু" অর্থে সায়ণ "ত্রিভূমিকাং" করিয়াছেন। "As if the houses were constructed of more than one material, or wood, brick and stone" সায়বেদ (১। ২৬৬)। সায়ণ এই বিশেষণের অনেক গুলি অর্থ দিয়াছেন, কোনটীই সঙ্গত নহে। "ত্রিবরূথং" অর্থে সায়ণ শীত, তাপ ও বৃষ্টির নিবারক করিয়াছেন।

১০। হে ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র! যাহারা আমাদিগের ধেনু সকল হরণ করিবার মানসে শত্রুবৎ আমাদিগকে আক্রমণ করে, অথবা যাহারা ধৃষ্টতা-সহকারে আমাদিগের প্রতি উৎপীড়ন করে, তুমি আমাদিগের স্তবে (প্রসন্ন হইয়া) তাহাদিগের নিকট হইতে আমাদিগের দেহ রক্ষা করিবার জন্য আমা-দিগের সন্নিহিত হও।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি সম্প্রতি আমাদিগের সমৃদ্ধি বিধানে অনুকূল হও। যৎকালে পক্ষবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণাগ্র, দীপ্ত (শত্রুপক্ষীয়) বাণ সকল(৩) আকাশ হইতে পতিত হয়, তৎকালে যিনি আমাদিগের নেতা, রণস্থলে তাঁহাকে তুমি রক্ষা করিও।

১২। যৎকালে বীরগণ (শত্রু সমক্ষে) নিজদেহ প্রদর্শন করে ও সুখদায়ক পৈতৃক স্থান সকল (পরিত্যাগ করে), তৎকালে তুমি আমা-দিগের নিজের ও সন্ততিগণের দেহ রক্ষার নিমিত্ত অজ্ঞাতভাবে (কবচ) প্রদান করিও এবং শত্রুগণকে দূরীভূত করিও।

১৩। মহাসংগ্রামের উদ্যোগ হইলে, তুমি বিষম মার্গের উপর দিয়া আমাদিগের অশ্বগণকে, কুটিল প্রদেশগামী দ্রুতগতি আমিষার্থী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় প্রেরিত কর।

১৪। যদিও অশ্বগণ ভীতিবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে রব করে, তথাপি নিম্ন-গামী নদীসমূহের ন্যায় সেই বেগগামী দৃঢ়সংযত অশ্বগণ আমিষার্থী পক্ষিগণের ন্যায় ধেনুলাভের নিমিত্ত (প্রবৃত্ত সংগ্রামে) পুনঃপুনঃ প্রধা-বিত হয়(৪)।

(৩) "Feathered, sharp-pointed, shining shafts."—*Wilson.* ধনুর্বাণের উল্লেখ ঋগ্বেদের অনেক স্থলেই আছে।

(৪) যুদ্ধে অশ্বের যেরূপ ব্যবহার হইত এই ১৩ ও ১৪ সূক্তে তাহার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়।

৪৭ সূক্ত।

এই সূক্তের দেবতা নানাবিধ। প্রথম ৫টী ঋকের দেবতা সোমরস। বিংশ ঋকের প্রথম পাদের দেবতা দেবগণ, দ্বিতীয় পাদের পৃথিবী, তৃতীয় পাদের বৃহস্পতি এবং চতুর্থপাদের ইন্দ্র। দ্বাবিংশ হইতে ৪টী ঋকের দেবতা সৃঞ্জয়পুত্র প্রস্তোক, কারণ ঐ ৪টী ঋকে তাঁহার দানের প্রশংসা করা হইয়াছে। ষড়্‌বিংশ হইতে ৩টি ঋকের অর্থাৎ ত্রিকের দেবতা রথ। পরবর্তি ত্রিকের অর্থাৎ ঊনত্রিংশৎ ত্রিংশৎ ও একত্রিংশৎ ঋকের দেবতা দুন্দুভি। অবশিষ্ট ঋকের দেবতা ইন্দ্র। ভরদ্বাজের অপত্য গর্গ ঋষি।

১। এই অভিষুত সোম সুস্বাদু, মধুর, তীব্র ও সারবান্। ইন্দ্র এই সোমরস পান করিলে কেহই রণস্থলে তাঁহাকে সহ্য করিতে সমর্থ হয় না।

২। এই যজ্ঞে ঈদৃশ সোমরস পীত হইয়া নিরতিশয় হর্ষ বিধান করিয়াছিল। ইন্দ্র ইহা পান করিয়া বৃত্র সংহারকালে হৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা শম্বরের অসংখ্য সৈন্য এবং একোনশত পুরী নাশ করিয়াছিল।

৩। এই সোম পীত হইয়া আমার বাক্যের স্ফূর্ত্তি বিধান করিতেছে। ইহা অভিলষিত বুদ্ধি প্রদান করিতেছে। এই সুবুদ্ধি সোম ছয়টী অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে(১)। ভূতজাত কেহই তাহা হইতে দূরে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না।

৪। ফলতঃ এই সোমরসই পৃথিবীর বিস্তার ও স্বর্গের দৃঢ়তা বিধান করিয়াছে। এই সোমরসই এই তিন উৎকৃষ্ট আধারে রস স্থাপন করিয়াছে(২) এবং বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

৫। নির্ম্মল অন্তরীক্ষস্থিত ঊষার প্রারম্ভে এই সোমরসই বিচিত্র দর্শন সৌর জ্যোতি প্রকাশ করে। বারিবর্ষক, বলশালী এই সোমরসই মরুৎগণের সহিত সুদৃঢ় স্তম্ভদ্বারা স্বর্গলোক ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

৬। হে বীর ইন্দ্র! তুমি ধন লাভার্থ (আরব্ধ) সংগ্রামে শত্রুনিধনকারী। সাহসপূর্ব্বক কলসস্থিত সোমরস পান কর। মাধ্যন্দিক যাগে তুমি

(১) স্বর্গ, পৃথিবী, দিবা, রাত্রি, জল ও ওষধি। সায়ণ।
(২) ওষধি, জল ও ধেনু। সায়ণ।

প্রচুর পরিমাণে সোম পান কর। হে ধনসম্পন্ন! তুমি আমাদিগকে ধন প্রদান কর।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি (মার্গ রক্ষকের ন্যায়) অগ্রগামী হইয়া আমাদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিও এবং আমাদিগের অভিমুখে শ্রেষ্ঠ ধন আনয়ন কর। তুমি সম্যক্‌রূপে আমাদিগকে (দুঃখ হইতে) ও শত্রু হইতে পরিত্রাণ কর এবং উৎকৃষ্ট নায়ক হইয়া আমাদিগকে অভিলষিত ধনে লইয়া যাও।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি জ্ঞানবান্, তুমি আমাদিগকে বিস্তীর্ণ লোকে এবং সুখময়, ভয়শূন্য আলোকে নির্বিঘ্নে লইয়া যাও(৩), তুমি প্রাচীন, আমরা যেন তোমার মনোজ্ঞ ও বৃহৎ বাহুদ্বয়ের উপর রক্ষার নিমিত্ত নির্ভর করি।

৯। হে ধনাঢ্য ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে নিজ পরাক্রমশালী অশ্বদ্বয়ের (পশ্চাৎ) সুবিস্তীর্ণ রথের উপর স্থাপন কর। বিবিধ অন্নের মধ্য হইতে তুমি আমাদিগের জন্য প্রকৃষ্টতম অন্ন আনয়ন কর। হে মঘবা! অন্য কোন ধনশালী ব্যক্তি যেন ধন বিষয়ে আমাদিগকে অতিক্রম না করে।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি আমাকে সুখী কর। মদীয় জীবন বৃদ্ধি করিতে প্রসন্ন হও। লৌহময় খড়্গ ধারার ন্যায়(৪) মদীয় বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ কর। তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি আমি যাহা কিছু উচ্চারণ করিতেছি তৎসমুদয় গ্রহণ কর। দেবগণ যেন আমাকে রক্ষা করেন।

১১। যিনি শত্রু হইতে রক্ষা করেন ও অভীষ্ট পূরণ করেন; যিনি অনায়াসে আহ্বানযোগ্য, শৌর্য্যশালী ও সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ, আমি বহু লোকের বন্দনীয় সেই ইন্দ্রকে প্রত্যেক যাগে আহ্বান করি। ধনবান্ সেই ইন্দ্র যেন আমাদিগকে সমৃদ্ধি বিধান করেন।

১২। শোভন রক্ষাবিধানকারী, ধনশালী ইন্দ্র যেন রক্ষাদ্বারা আমাদিগের সুখবিধান করেন। সর্ব্বজ্ঞ সেই ইন্দ্র যেন আমাদিগের শত্রুদিগকে বধ করিয়া আমাদিগকে নির্ভয় করেন। আমরা যেন (তাঁহার প্রসাদে) নিরতিশয় বীর্য্যসম্পন্ন হই।

(৩) অর্থাৎ স্বর্গ। সায়ণ। "A blessed state of happiness, light and safety."—*Wilson.*

(৪) মূলে "অয়সঃ ন ধারাং" আছে।

১৩। আমরা যেন সেই যাগার্হ ইন্দ্রের অনুগ্রহ, বুদ্ধি ও কল্যাণকর প্রীতির পাত্র হই। সুরক্ষক ও ধনসম্পন্ন সেই ইন্দ্র যেন বিদ্বেষকারিগণকে আমাদিগ হইতে বহুদূরে অন্তর্হিত করেন।

১৪। হে ইন্দ্র! স্তবকারীর স্তোত্র ও উপাসনা ও বিপুল ধন এবং প্রচুর অভিষুত সোমরস নিম্নদেশপ্রবণ জলরাশির ন্যায় তুদভিমুখে প্রধাবিত হয়। হে বজ্রধর! তুমি জল, দুগ্ধ ও সোমরস সম্যক্‌রূপে মিশ্রিত কর।

১৫। কোন ব্যক্তি (প্রকৃতরূপে) ইন্দ্রের স্তব, প্রীতিসাধন ও যাগ করিতে সমর্থ? কারণ ধনশালী ইন্দ্র প্রতিদিন নিজ উগ্রশক্তি বিদিত হয়েন, কারণ মার্গগামী ব্যক্তি যেরূপ নিজ পা[illegible]য়কে ক্রমান্বয়ে অগ্রবর্ত্তী ও পশ্চাদ্বর্ত্তী করে, তদ্রূপ তিনি নিজ প্রজ্ঞাবলে প্রথম স্তোতাকে পরবর্ত্তী ও পরবর্ত্তী স্তোতাকে প্রথমে করেন।

১৬। প্রবল শত্রুর দমন করিয়া এবং নিরন্তর স্তোতৃবর্গের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া এই ইন্দ্র নিজ বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উদ্ধত ব্যক্তিগণের দ্বেষকারী, (স্বর্গীয় ও পার্থিব) উভয়বিধ ধনের অধিপতি এই ইন্দ্র নিজ পরিচারকবর্গকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ আহ্বান করেন।

১৭। এই ইন্দ্র পূর্ব্বতন প্রশস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারীগণের সহিত মিত্রতা পরিত্যাগ করেন এবং তাহাদিগের প্রতি দ্বেষ করিয়া তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত বন্ধুতা করেন। অথবা তদীয় উপসনা বর্জ্জিত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিচর্য্যাকারিগণের সহিত বহুবৎসর যাবৎ একত্র অবস্থিতি করেন।

১৮। সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হয়েন। তিনি মায়াদ্বারা বিবিধরূপ ধারণ করিয়া যজমানগণের নিকট উপস্থিত হয়েন। কারণ তাঁহার রথে সহস্র অশ্ব যোজিত আছে।

১৯। ত্বষ্টা(১) রথে অশ্বদ্বয় যোজিত করিয়া ত্রিভুবনের বহুস্থানে প্রকাশিত হয়েন। অন্য কোন্‌ ব্যক্তি প্রত্যহ উপস্থিত স্তোতৃবর্গের মধ্যে গমনপূর্ব্বক শত্রুগণ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করে?।

(১) অর্থাৎ ইন্দ্র। সায়ণ।

২০। হে দেবগণ! আমরা ভ্রমণ করিতে করিতে গোসঞ্চার রহিত দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সুবীস্তর্ণ ধরিত্রী দস্যুগণের আশ্রয় প্রদান করিতেছে। হে বৃহস্পতি! তুমি ধেনুগণের অনুসন্ধান বিষয়ে আমাদিগকে পরিচালিত কর। হে ইন্দ্র! এইরূপে পথভ্রষ্ট ত্বদীয় উপাসককে তুমি পথ প্রদর্শন কর(৬)।

২১। ইন্দ্র (অন্তরীক্ষস্থিত) গৃহ হইতে (সূর্য্যরূপে) আবির্ভূত হইয়া দিবসের অপরার্দ্ধ প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত প্রত্যহ তুল্যরূপে কৃষ্ণবর্ণ (রাত্রিসকল) দূর করেন। বর্ষণকারী সেই ইন্দ্র উদব্রজ (নামক দেশে) বর্চী ও শম্বর নামক দুই ধনার্থী দাসকে সংহার করিয়াছেন(৭)।

২২। হে ইন্দ্র! প্রস্তোক ত্বদীয় স্তবকারী (আমাকে) সুবর্ণপূর্ণ দশটী কোশ ও দশটী অশ্ব প্রদান করিয়াছেন এবং অতিথিগ্ব শংবরকে জয় করিয়া যে ধন লাভ করিয়াছিলেন, আমরা দিবোদাসের নিকট হইতে সেই ধন গ্রহণ করিয়াছি।

২৩। আমি দিবোদাসের নিকট হইতে দশটী অশ্ব, দশটী সুবর্ণ কোশ পরিচ্ছদ, প্রচুর অন্ন এবং দশটী হিরণ্যপিণ্ড লাভ করিয়াছি।

২৪। অশ্বথ (মদীয় ভ্রাতা) পায়ুকে অশ্বগণের সহিত দশখানি রথ এবং অথর্ব্ব গোত্র ঋষিগণকে একশত গো প্রদান করিয়াছেন।

২৫। সকল লোকের হিতের জন্য যে ভরদ্বাজপুত্র সকল ঈদৃশ অতুল ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন সৃঞ্জয়পুত্র তাঁহাদিগকে পূজা করিয়াছিলেন।

২৬। হে বনস্পতি (নির্ম্মিত রথ)! তোমার অবয়ব সকল দৃঢ় হউক তুমি আমাদিগের বন্ধু ও রক্ষক হও, তুমি প্রকৃষ্টবীরগণ কর্ত্তৃক যুক্ত হও। তুমি গোদ্বারা সম্বদ্ধ(৮) তুমি আমাদিগকে সুদৃঢ় কর তোমার উপর আরূঢ়-রথী যেন অনায়াসে শত্রু জয় করিতে সমর্থ হয়।

---

(৬) কথিত আছে যে গর্গ পথভ্রান্ত হইয়া ইন্দ্র ও বৃহস্পতিকে এইরূপে স্তুতি করিতেছেন। কিন্তু এসকল উপাখ্যান কথা পরে কল্পিত। আর্য্যগণ নিজ গো-সঙ্কুল কর্ষিত প্রদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া অনার্য্য, আদিমবাসীগণের অরণ্য প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহাই ঋকের মূল অর্থ।

(৭) এই উদব্রজদেশ কোথায় তাহার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় না।

(৮) ইহার অর্থ রথ গোদ্বারা আকৃষ্ট এইরূপ হইতে পারে কিন্তু সায়ণ এই ঋকে ও পরের ঋকে গো অর্থে গোচর্ম্ম করিয়াছেন। অর্থাৎ রথ গোচর্ম্ম দ্বারা আবৃত।

২৭। (হে ঋত্বিগণ!) তোমরা হব্যদ্বারা রথের যজ্ঞ কর, (কারণ) এই রথ স্বর্গ ও পৃথিবীর সারাংশদ্বারা সৃষ্ট, বনস্পতির স্থিরাংশদ্বারা ঘটিত, জলের বেগের ন্যায় বেগযুক্ত, গোদ্বারা আবৃত এবং বজ্রভূত।

২৮। হে দিব্যরথ! তুমি আমাদিগের যাগে প্রসন্ন হইয়া হব্য গ্রহণ কর, কারণ তুমি ইন্দ্রের বজ্রস্বরূপ, মরুৎগণের পুরোবর্ত্তী, মিত্রের গর্ভভূত ও বরুণের নাভিস্বরূপ।

২৯। হে দুন্দুভি(৯)! তুমি নিজ শব্দদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ কর, স্থাবর ও জঙ্গম উভয়বিধ প্রাণিজাত ইহা অবগত হউক। তুমি ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া আমাদিগের শত্রুগণকে সুদূরে প্রেরণ কর।

৩০। হে দুন্দুভি! তুমি আমাদিগের শত্রুগণকে রোদন করাও! তুমি আমাদিগকে বল প্রদান কর। তুমি দুর্দ্ধর্ষ শত্রুগণের পীড়া বিধানপূর্ব্বক উচ্চরব কর। হে দুন্দুভি! আমাদিগের অনিষ্ট করিয়া যাহারা আনন্দিত হয় তুমি তাহাদিগকে দূরীভূত কর। তুমি ইন্দ্রের মুষ্টিস্বরূপ অতএব আমাদিগকে দৃঢ়তা প্রদান কর।

৩১। হে ইন্দ্র! আমাদিগের এই সমস্ত ধেনুকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আমাদিগের নিকট প্রত্যানয়ন কর। দুন্দুভি সকল ব্যক্তির নিকট ঘোষণা করিবার নিমিত্ত নিরন্তর উচ্চরব করিতেছে। আমাদিগের নায়কগণ অশ্বারোহণ-পূর্ব্বক সমবেত হইয়াছে। হে ইন্দ্র! আমাদিগের রথারূঢ় সৈন্যগণ যেন যুদ্ধে জয়লাভ করে(১০)।

---

(৯) শেষ তিনটী ঋকে যুদ্ধ রথের স্তুতি হইল, এক্ষণে তিনটী ঋকে যুদ্ধ দুন্দুভির স্তুতি হইতেছে।

(১০) যুদ্ধের আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত; যুদ্ধের প্রাক্‌কালে ইন্দ্রের সাহায্য প্রার্থনা করা হইতেছে।

অষ্টম অধ্যায়।

---

৪৮ সূক্ত।

প্রথম দশটী ঋকের দেবতা অগ্নি। একাদশ হইতে পাঁচটী ঋকের দেবতা মরুৎগণ। ষোড়শ হইতে চারিটী ঋকের দেবতা পূষা। বিংশ ও একবিংশ ঋকের দেবতা পৃশ্নি। দ্বাবিংশ ঋকের দেবতা পৃশ্নি অথবা দ্যাবা পৃথিবী। বৃহস্পতির পুত্র শংযু ঋষি।

১। (হে স্তোতৃবর্গ)! তোমরা প্রতি যজ্ঞে পুনঃপুনঃ স্তোত্রদ্বারা শক্তিমান্ অগ্নির (স্তব কর)। আমরা সেই অমর সর্ব্বদর্শী, বন্ধুর ন্যায় অনুকূল দেব অগ্নির প্রশংসা করিতেছি।

২। আমরা শক্তিপুত্রের (প্রশংসা করিতেছি), কারণ তিনি প্রকৃত পক্ষে আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন; হব্যবহনকারী সেই অগ্নিকে আমরা হব্য প্রদান করি; তিনি যেন সংগ্রামে আমাদিগের রক্ষক ও সমৃদ্ধিবিধায়ক হন; তিনি যেন আমাদিগের পুত্রগণকে রক্ষা করেন।

৩। হে অগ্নি! তুমি অভীষ্টবর্ষী, জরা রহিত ও মহান্, তুমি সমধিক দীপ্তিসহকারে প্রকাশ পাইতেছ! হে প্রদীপ্ত অগ্নি! তুমি অবিচ্ছিন্ন আভার সহিত বিরাজ করিতেছ। তুমি মনোজ্ঞ দীপ্তিসহকারে প্রজ্বলিত হও।

৪। হে অগ্নি! তুমি মহৎ দেবগণের যাগ কর, (অতএব) আমাদিগের যজ্ঞে নিরন্তর দেবগণের যাগ কর। তুমি আমাদিগের রক্ষার্থ নিমিত্ত নিজ বুদ্ধি ও কার্য্যদ্বারা দেবগণকে আমাদিগের অভিমুখে আনয়ন কর। তুমি তাঁহাদিগকে হব্যরূপ অন্ন প্রদান কর এবং স্বয়ং ইহা স্বীকার কর।

৫। তুমি যজ্ঞের গর্ভভূত; তোমাকে বসতীবরী (অর্থাৎ সোমমিশ্রণার্থ জল), অভিষব পাষাণ ও অরণি কাষ্ঠ পোষণ করে। তুমি ঋত্বিগ্‌গণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক মথিত হইয়া পৃথিবীর অত্যুন্নত স্থানে (অর্থাৎ দেবযজন দেশে) প্রাদুর্ভূত হও।

৬। যে অগ্নি দীপ্তিদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে পূর্ণ করেন, যিনি ধূম সহকারে অন্তরীক্ষে উদিত হয়েন, দীপ্তিমান্ অভীষ্টবর্ষী সেই অগ্নি অন্ধকার রাত্রিতে তমোনাশ করিতে দৃষ্ট হন। দীপ্তিমান্ সেই অভীষ্টবর্ষী অন্ধকার রাত্রি সকলের উপর অধিষ্ঠান করেন।

৭। হে দেব, (দেবগণের মধ্যে) কনিষ্ঠ, প্রদীপ্ত অগ্নি! তুমি (মদীয় ভ্রাতা) ভরদ্বাজ কর্তৃক সন্ধুক্ষিত হইয়া আমাদিগকে ধন প্রদানপূর্ব্বক নির্ম্মল ও প্রবল দীপ্তিসহকারে প্রজ্বলিত হও। হে প্রদীপ্ত অগ্নি! তুমি প্রজ্বলিত হও।

৮। হে অগ্নি! তুমি সমস্ত মনুষ্য লোকের গৃহপতি। হে বরুণতম অগ্নি! আমি তোমাকে শত হেমন্ত প্রজ্বালিত করিতেছি(১), তুমি আমাকে শত সংখ্যক রক্ষাদ্বারা পাপ হইতে রক্ষা কর। যাহারা ত্বদীয় স্তোতৃবর্গকে ধন প্রদান করে, তাহাদিগকেও রক্ষা কর।

৯। হে গৃহদাতা, বিচিত্র অগ্নি! তুমি আমাদিগের নিকট রক্ষাসহকারে ধন প্রেরণ কর, কারণ তুমি এই সমস্ত ধনের প্রেরক। তুমি শীঘ্র আমাদিগের সন্ততিগণকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।

১০। হে অগ্নি! তুমি সমবেত ও হিংসারহিত রক্ষাদ্বারা আমাদিগের পুত্র ও পৌত্রকে পালন কর। তুমি আমাদিগের নিকট হইতে দেবগণের কোপ ও মানবগণের বিদ্বেষ বিদূরিত কর।

১১। হে বন্ধুগণ! তোমরা নবীনতর স্তোত্র সহকারে দুগ্ধবতী ধেনুর নিকট আগমন কর এবং তৎপরে তাহাকে এরূপে বিমুক্ত কর, যাহাতে তাহার কোনরূপ হানি না হয়(২)।

১২। যিনি সহিষ্ণু, স্বাধীনতেজা মরুৎগণকে অমরণ হেতু (পয়োরূপ) অন্ন প্রদান করেন, যিনি বেগগামী মরুৎগণের সুখসাধনে তৎপর, যিনি বৃষ্টি জলের সহিত সুখবর্ষণ করিয়া অন্তরীক্ষ পথে পরিভ্রমণ করেন।

(১) মনুষ্যের পরমায়ুর সীমা একশত বৎসর।

(২) মরুদ্দেবত্যত্বাৎ মরুতাং মাতায় পয়ো দোগ্ধুমিতি শেষঃ। অথবা মরুতাং মাতা প্রশ্ন্যাখ্যা মাধ্যমিকা বাগেমুঃ। সায়ণ।

১৩। হে মরুৎগণ! তোমরা ভরদ্বাজের নিমিত্ত বিশ্বের দুগ্ধদাত্রী ধেনুও সকল ব্যক্তির ভোগপর্য্যাপ্ত অন্ন, এই দুইটী সুখ দোহন কর।

১৪। হে মরুৎগণ! তোমরা ইন্দ্রের মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী, বরুণের ন্যায় বুদ্ধিমান্, অর্য্যমার ন্যায় এবং স্তুতিভাজন, বিষ্ণুর ন্যায় দানশীল; আমি ধন প্রদানার্থ তোমাদিগের স্তব করিতেছি।

১৫। যাহাতে মরুৎগণ শত সহস্র প্রকার ধন এক কালে আমাদিগকে প্রদান করেন, তজ্জন্য আমি সম্প্রতি উচ্চরবকারী, অপ্রতিহত প্রভাব ও পুষ্টিদায়ক মরুৎগণের দীপ্তদলের স্তব করিতেছি। সেই মরুৎগণ যেন আমাদিগের নিকট গূঢ় ধন প্রকাশিত করেন ও সমস্ত ধন সুলভ করেন।

১৬। হে পূষা! তুমি সত্বর আমার নিকট আগমন কর; হে দীপ্তিমান্ দেব! তুমি ভীষণ আক্রমণকারী শত্রুগণের পীড়া বিধান কর। আমিও তোমার কর্ণ সমীপে উপস্থিত হইয়া তদীয় গুণ গান করি।

১৭। হে পূষা! তুমি কাকগণের আশ্রয়ভূত বনস্পতিকে উন্মূলিত করিও না।(৩)। মদীয় নিন্দাকারীগণকে সর্ব্বতোভাবে নষ্ট কর। (ব্যাধগণ) যেরূপ পক্ষিগণের (বন্ধনার্থ) জাল বিস্তীর্ণ করে, তদ্রূপ শত্রুগণ যেন কোনরূপে আমাকে বন্ধন করিতে না পারে।

১৮। হে পূষা! দধিপূর্ণ, ছিদ্র রহিত চর্ম্মের ন্যায় (৪) তুদীয় বন্ধুতা যেন সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে।

১৯। হে পূষা! তুমি মর্ত্ত্যগণকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছ। তুমি সম্পত্তি বিষয়ে দেবগণের সমকক্ষ। অতএব তুমি সংগ্রামে আমাদিগের প্রতি অনুকূল দৃষ্টি রাখিও। তুমি পূর্ব্বকালে মানবগণকে যেরূপ রক্ষা করিয়াছিলে, সম্প্রতি আমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা কর।

---

(৩) ঋষিঃ পুত্রপৌত্রসন্ততিমাশ্রয়ভূতান্ [illegible] কাকাশ্রয় বনস্পতিস্তেন রূপয়নু [illegible] তস্যানুযুক্তা নাশাতেন্ত: সায়ণ।

(৪) অর্থাৎ দধি রাখিবার জন্য চর্ম্মপাত্র। সেকালে চর্ম্মপাত্রের অনেক ব্যবহার ছিল, সোম সুরা বা দধি তাহাতে স্থাপিত হইতে ঋগ্বেদের অনেক স্থানে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

২০। হে কল্যাণবিধায়ী, সম্যকরূপে স্তুতিভাজন মরুৎগণ! তোমাদিগের যে প্রশস্ত বাণী কি দেব, কি যজমান উভয়েরই বাঞ্ছিত ধন প্রণয়ন করে, তোমাদিগের সেই সদয় ও সুনৃত বাণী আমাদিগের পথপ্রদর্শক হউক।

২১। যে মরুৎগণের কার্য্যসকল দীপ্তিমান্‌ সূর্য্যের ন্যায় সহসা অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত হয়, সেই মরুৎগণ দীপ্ত, শত্রুবিজয়ী, পূজনীয়, শত্রুনাশক বল ধারণ করেন। সে শত্রুনাশক বল সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

২২। একবার মাত্র স্বর্গ উৎপন্ন হইয়াছে; একবার মাত্র পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে(৫); একবার মাত্র পৃশ্নির দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তৎসদৃশ আর উৎপাদিত হয় নাই।

---

৪৯ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। ভরদ্বাজের অপত্য ঋজিশ্বা ঋষি।

১। আমি নবীনতর স্তোত্রদ্বারা দেবসমূহ ও স্তোতৃবর্গের সুখাভিলাষী মিত্র ও বরুণের স্তব করিতেছি। নিরতিশয় বলশালী মিত্র, বরুণ ও অগ্নি যেন এই যজ্ঞে আগমন করেন এবং আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করেন।

২। যে অগ্নি প্রত্যেক ব্যক্তির যজ্ঞে পূজার্হ; যিনি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দর্প করেন না; যিনি (স্বর্গ ও পৃথিবী রূপ) দুই যুবতী কন্যার স্বামী; যিনি স্তবকারীর পুত্রভূত, শক্তিপুত্র ও যজ্ঞের প্রদীপ্ত কেতুস্বরূপ, আমি সেই অগ্নির যাগ করিবার নিমিত্ত (যজমানকে উত্তেজিত করিতেছি)।

৩। দীপ্তিমান্‌ সূর্য্যের বিভিন্নরূপা দুইটী কন্যা (দিবা ও রাত্রি); তন্মধ্যে একটী নক্ষত্রসমূহ ও অন্যটী সূর্য্যদ্বারা সমুজ্জ্বল। পরস্পর বিরোধী, পৃথগ্‌ভাবে সঞ্চরণশীল, পবিত্রতাবিধায়ক ও আমাদিগের স্তুতিভাজন এই উভয়েই যেন আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হন।

৪। আমাদিগের মহতী স্তুতি যেন মহা ধনসম্পন্ন, অখিল লোকের বরণীয়, রথ পূরণকারী বায়ুর অভিমুখে উপস্থিত হয়। হে সম্যক যাগার্হ

---

(৫) ভিন্ন২ কল্প ও ভিন্ন২ সৃষ্টি সম্বন্ধে পৌরাণিক কথা ঋগ্বেদের সময় কল্পিত হয় নাই।

সমুজ্জ্বল রথে আরূঢ়, নিযুত অশ্বের অধিপতি, দূরদর্শী বায়ু! তুমি মেধাবী স্তবকারীকে ধনদ্বারা সংবর্দ্ধনা কর।

৫। যে রথ চিন্তামাত্রে অশ্বদ্বারা যোজিত হয়, অশ্বিদ্বয়ের সেই সমুজ্জ্বল রথ যেন (দীপ্তিদ্বারা) মদীয় দেহ আচ্ছন্ন করে! হে নেতা নাসত্যদ্বয়! তুমি যেন রথদ্বারা স্তবকারীর সন্ততি ও তাহার নিজের মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তদীয় গৃহে গমন করিও।

৬। হে বর্ষণকারী পর্জ্জন্য ও বায়ু! তোমরা অন্তরীক্ষ হইতে প্রাপ্য জল প্রেরণ কর। হে জ্ঞানসম্পন্ন স্তোত্র শ্রবণকারী, জগৎ সংস্থাপক মরুৎগণ! তোমরা যাহার স্তোত্রদ্বারা (প্রসন্ন হও) তাহার সমস্ত প্রাণিজাত সমৃদ্ধ কর।

৭। পবিত্রতা বিধায়িনী, মনোজ্ঞা, বিচিত্রগমনা, বীরপত্নী সরস্বতী যেন আমাদিগের (যাগাদি) কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি যেন দেবপত্নীগণের সহিত প্রীত হইয়া স্তবকারীকে অচ্ছিদ্র, (শত্রু ও শীত বাতাদির) দুরধর্ষ গৃহ ও সুখ প্রদান করেন।

৮। স্তবকারী যেন বাঞ্ছিত ফলের বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত পথের অধিপতি পূজনীয় পূষার সমীপে স্তোত্র সহকারে উপস্থিত হয়। তিনি যেন আমাদিগকে স্বর্ণশৃঙ্গ ধেনুসকল প্রদান করেন। পূষা যেন আমাদিগের সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করেন।

৯। দেবগণের আহ্বানকারী, দীপ্তিমান অগ্নি যেন ত্বষ্টার যাগ করেন; ত্বষ্টারূপ সকলের আদিবিভাগকর্ত্তা, প্রসিদ্ধ, অন্নদাতা, শোভনপাণি, দানশীল, মহানু, গৃহস্থগণের যজনীয় এবং অনায়াসে আহ্বান যোগ্য।

১০। (হে স্তবকারী)! তুমি দিবাভাগে এই সমস্ত স্তোত্রদ্বারা ভুবন পালক রুদ্রকে বর্দ্ধিত কর, তুমি রাত্রিকালে রুদ্রের (সম্বর্দ্ধনা কর)। আমরা দূরদর্শী রুদ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মহান্, মনোজ্ঞ, জরারহিত সুখসম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমূলক সেই রুদ্রকে আহ্বান করিতেছি।

১১। হে নিত্যতরুণ, জ্ঞানসম্পন্ন ও পূজনীয় মরুৎগণ! তোমরা যজমানের স্তোত্রাভিমুখে আগমন কর। হে নেতৃগণ! তোমরা এইরূপে

সমৃদ্ধ হইয়া এবং সঞ্চরমাণ রশ্মি সকলের(১) ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া, (বৃষ্টিদ্বারা) বিরল পাদপ বনসমূহের তৃপ্তিসাধন কর।

১২। পশুপালক যেরূপ গোযূথকে (শীঘ্র পরিচালিত করে), তদ্রূপ পরাক্রান্ত, বলশালী ও দ্রুতগামী মরুৎগণের নিকট শীঘ্র স্তোত্র প্রেরণ কর। অন্তরীক্ষ যেরূপ নক্ষত্র মণ্ডলদ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই মরুৎগণ মেধাবী স্তোতার সুশ্রাব্য স্তোত্রদ্বারা নিজ দেহাবচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট হউন।

১৩। যে বিষ্ণু উপদ্রুত মনুর নিমিত্ত ত্রিপাদ বিক্রমদ্বারা পার্থিব লোক পরিমাণ করিয়াছিলেন, সেই তোমাকর্তৃক প্রদত্ত গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক আমরা যেন ধন, দেহ ও পুত্রদ্বারা আনন্দ অনুভব করি।

১৪। আমাদিগের মন্ত্রদ্বারা স্তূয়মান অহির্বুধ্ন্য, পর্ব্বত(২) ও সবিতা যেন আমাদিগকে বারিসহকারে অন্ন প্রদান করেন। দানশীল বিশ্বদেবগণ যেন আমাদিগকে ওষধীসহকারে সেই অন্ন প্রদান করেন। সুবুদ্ধি দেব ভগ যেন ধনার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করেন।

১৫। হে বিশ্বদেবগণ! তোমরা আমাদিগকে রথযুক্ত, অসংখ্য অনুচর সমেত বহুপুত্র সমন্বিত যজ্ঞের সাধনভূত ধন ও অক্ষয় গৃহ প্রদান কর, যদ্দ্বারা আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া শত্রুগণ ও অদেব সৈন্যদিগকে পরাজিত করিব এবং দেবভক্ত লোকদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে সমর্থ হইব।

---

৫০ সূক্ত।

নানা দেবতা। ঋজিশ্বা ঋষি।*

১। হে দেবগণ! আমি সুখের নিমিত্ত স্তোত্রসহকারে অদিতি, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, শত্রুনিধনকারী ও সেবনীয় অর্য্যমা, সবিতা, ভগ এবং সমুদয় রক্ষাকারী দেবগণকে আহ্বান করিতেছি।

---

(১) মূলে "নক্ষত্তোহঙ্গিরস্বৎ" আছে। "অঙ্গিরসো গমনশীলা রশ্ময়ঃ। ... যথা রশ্ময় এবাঙ্গিরসঃ।" সায়ণ।

(২) অহির্বুধ্ন্য সম্বন্ধে ২। ৩১। ৬ ঋকের টীকা দেখ। পর্ব্বত সম্বন্ধে ১। ১২২। ৩ ঋকের টীকা দেখ।

২। হে দীপ্তিসম্পন্ন সূর্য্য! তুমি দক্ষ হইতে সম্ভূত শোভন দীপ্তিশালী দেবগণকে আমাদিগের প্রতি অনুকূল করিও। দ্বিজন্মা (অর্থাৎ উভয় স্বর্গ ও পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত) দেবগণ যাগপ্রিয়, সত্যবাদী, ধনসম্পন্ন যাগার্হ ও অগ্নিজিহ্ব।

৩। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! তোমরা সমধিক বল প্রদান কর। হে স্বর্গ ও পৃথিবী! তোমরা আমাদিগের স্বচ্ছন্দতার জন্য বিশালগৃহ প্রদান কর। যাহাতে আমাদিগের অতুল ঐশ্বর্য্য হয় তাহার উপায় বিধান কর। হে সদয় দেবদ্বয়! তোমরা আমাদিগের গৃহ হইতে পাপ বিদূরিত কর।

৪। গৃহপ্রদাতা অজেয় রুদ্রপুত্রগণ সম্প্রতি আহূত হইয়া যেন আমাদিগের নিকট আগমন করেন, কারণ তাঁহারা মহৎ ও ক্ষুদ্র ক্লেশের সময় আমাদিগের সাহায্য করিবেন বলিয়া আমরা দেব মরুৎগণকে আহ্বান করি।

৫। যে মরুৎগণের সহিত দীপ্তিমান্ স্বর্গ ও পৃথিবী সংশ্লিষ্ট; ধন দ্বারা (স্তোতৃবর্গের) সমৃদ্ধি বিধানকারী পূষা যে মরুৎগণের সেবা করেন; হে মরুৎগণ! ঈদৃশ তোমরা যৎকালে আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করিয়া আগমন কর, তখন তোমাদিগের বিভিন্ন পথস্থিত প্রাণিবর্গ কম্পিত হইতে থাকে।

৬। হে স্তবকারী! তুমি অভিনব স্তোত্রদ্বারা স্তুতিভাজন বীর ইন্দ্রের স্তব কর। এইরূপে স্তূয়মান সেই ইন্দ্র যেন আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করেন ও আমাদিগের নিকট প্রভূত অন্ন প্রেরণ করেন।

৭। হে বারিরাশি! তোমরা মানবহিতসাধক, তোমরা আমাদিগের পুত্র ও পৌত্রগণের নিমিত্ত অনিষ্টনাশক রক্ষণশীল অন্ন প্রদান কর। তোমরা উপদ্রব সকল শান্ত ও বিদূরিত কর, কারণ তোমরা মাতৃগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক; তোমরা স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের উৎপাদক।

৮। যিনি উষামুখের ন্যায় যজমানের নিকট অভিলষিত (ধন) প্রকাশ করেন, সেই রক্ষাকারী হিরণ্যপাণি পূজনীয় সবিতা যেন আমাদিগের নিকট আগমন করেন।

৯। হে শক্তিপুত্র (অগ্নি)! তুমি অদ্য আমাদিগের এই যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন কর। আমি যেন সর্ব্বদা ত্বদীয় বদান্যতা অনুভব করি। হে দেব! ত্বদীয় রক্ষাবশতঃ আমি যেন শোভন পুত্রপৌত্রাদি সম্পন্ন হই।

১০। হে প্রাজ্ঞ নাসত্যদ্বয়! তোমরা সত্য পরিচর্য্যা সমন্বিত মদীয় স্তোত্র সমীপে আগমন কর। তোমরা অন্ধকার হইতে অত্রি ঋষিকে যেরূপ মুক্ত করিয়াছিলে, তদ্রূপ আমাদিগকে (মুক্ত কর)। হে নেতৃদ্বয়! তোমরা আমাদিগকে সংগ্রামদুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর।

১১। হে দেবগণ! তোমরা আমাদিগকে দীপ্তিসম্পন্ন, বলবিধায়ক পুত্রাদিসম্পন্ন ও সুপ্রসিদ্ধ ধন প্রদান কর। হে স্বর্গীয় (আদিত্যগণ), পার্থিব (বসুগণ), গোজাত (অর্থাৎ পৃশ্নির পুত্র মরুৎগণ), অপ্‌জাত (রুদ্রগণ)! তোমরা অস্মদীয় মনোরথ পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে সুখী কর।

১২। রুদ্র ও সরস্বতী, বিষ্ণু ও বায়ু, ঋভুক্ষা, বাজ ও দেব বিধাতা যেন তুল্যরূপ প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে সুখী করেন। পর্জ্জন্য ও বায়ু যেন আমাদিগের অন্ন বর্দ্ধিত করেন।

১৩। প্রসিদ্ধ দেব সবিতা ও ভগ এবং বারিরাশির পৌত্রস্থানীয় দানশীল (অগ্নি) যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন। দেবগণ ও দেবপত্নীগণের সহিত তুল্যরূপে প্রসন্ন ত্বষ্টা, দেবগণের সহিত তুল্য প্রীত স্বর্গ এবং সমুদ্রগণের সহিত সমান প্রীতি পৃথিবী যেন (আমাদিগকে রক্ষা করেন)।

১৪। অহির্বুধ্ন্য, অজ-এক পাদ, পৃথিবী ও সমুদ্র আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন। যজ্ঞের সমৃদ্ধি বিধারক, আমাদিগকর্ত্তৃক আহূত ও স্তুত, মন্ত্র প্রতিপাদ্য ও মেধাবী ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান বিশ্বদেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

১৫। ভরদ্বাজ গোত্রজ মদীয় পুত্রগণ এইরূপে পূজা সাধন স্তোত্রদ্বারা দেবগণের স্তব করিতেছে। হে যজ্ঞার্হ (দেবগণ)! তোমরা হব্যদ্বারা হুত, গৃহপ্রদাতা ও অজেয়, তোমরা সকলে দেবপত্নীগণের সহিত নিয়ত পূজিত হও।

৫১ সূক্ত।

নানা দেবতা। ঋজিশ্বা ঋষি।

১। সূর্য্যের প্রসিদ্ধ, প্রকাশক, বিস্তৃত, মিত্র ও বরুণের প্রিয়, অপ্রতিহত, নির্ম্মল ও মনোজ্ঞ দীপ্তি প্রকাশিত হইয়া অন্তরীক্ষের ভূষণবৎ শোভা পাইতেছে।

২। যিনি তিনটী জ্ঞাতব্য (ভুবন) অবগত আছেন; যিনি জ্ঞানশালী এবং দেবগণের জন্মের জন্য বিদিত আছেন, সেই সূর্য্য মানবগণের সৎ ও অসৎ কর্ম্মের পরিদর্শন করিতেছেন এবং প্রভু হইয়া মনুষ্যগণের সমস্ত মনোরথ পূর্ণ করিতেছেন।

৩। আমি যজ্ঞরক্ষক, শোভনজন্মা অদিতি, মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা ও ভগের স্তব করি। যাঁহাদিগের কার্য্য অপ্রতিহত, যাঁহারা অর্থসম্পন্ন ও বিশ্বের পবিত্রতাবিধায়ক, তাঁহাদিগের যশঃ কীর্ত্তন করিতেছি।

৪। হে হিংসকগণের ক্ষেপণকারী, সাধুগণের পালক, অপ্রতিহত প্রভাব, শক্তিমান্, অধীশ্বর, শোভন গৃহপ্রদাতা, নিত্যতরুণ, নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী, স্বর্গের নেতা অদিতিপুত্রগণ! আমি অদিতির শরণ লইতেছি, কারণ তিনি মদীয় পরিচর্য্যা কামনা করেন।

৫। হে জনক স্বর্গ, জননী পৃথিবী, ভ্রাতা অগ্নি ও বসুগণ! তোমরা আমাদিগকে সুখী কর। হে অদিতি পুত্রগণ ও অদিতি! তোমরা সমবেত হইয়া আমাদিগকে সমধিক সুখ প্রদান কর।

৬। হে যাগার্হ দেবগণ! তোমরা আমাদিগকে বৃক অথবা বৃকীর বশীভূত করিও না(১)। যাহারা আমাদিগের অনিষ্ট কামনা করে, আমাদিগকে তাহাদিগের আয়ত্ত করিও না। কারণ তোমরা আমাদিগের দেহ, বল ও বাক্যের চালকস্বরূপ।

৭। হে দেবগণ! আমরা তোমাদেরই। আমরা যেন অন্যকৃত পাপনিবন্ধন ক্লেশ অনুভব না করি। হে বসুগণ! তোমরা যাহা নিষেধ কর,

(১) অর্থাৎ দস্যু ও দস্যুপত্নী, অথবা অরণ্যকুকুর ও কুকুরী। সায়ণ।

আমরা যেন তাহার অনুষ্ঠান না করি। হে বিশ্ব দেবগণ! তোমরা বিশ্বের অধিপতি; অতএব যাহাতে শত্রু নিজ দেহের উপর অনিষ্ট উৎপাদন করে তোমরা তাহার উপায় বিধান কর।

৮। নমস্কারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অতএব আমি নমস্কার করিতেছি। নমস্কারই স্বর্গ ও পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এই জন্য আমি দেবগণকে নমস্কার করিতেছি। দেবগণ নমস্কারেরই বশীভূত; আমি নমস্কারদ্বারা কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

৯। হে যাগার্হ দেবগণ! আমি নমস্কারসহকারে তোমাদিগের সকলের নিকট প্রণত হইতেছি, কারণ তোমরা যজ্ঞের নেতা, বিশুদ্ধ বল সম্পন্ন, দেবযজনগৃহে অবস্থানকারী, অজেয়, বহুদর্শী, অধিনায়ক ও মহান্।

১০। তাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তিসম্পন্ন; তাঁহারাই আমাদিগের সমুদয় পাপ নাশ করুন; দেব বরুণ, মিত্র ও অগ্নি শোভন বলশালী, সত্যকর্ম্মা ও স্তোত্রনিরত ব্যক্তিগণের প্রতি একান্ত পক্ষপাতী।

১১। ইন্দ্র, পৃথিবী, পূষা, ভগ, অদিতি ও পঞ্চজন(২) আমাদিগের বাসভূমি বর্দ্ধিত করুন। তাঁহারা যেন আমাদিগের সুখদাতা, অন্নদাতা, সৎপথ প্রদর্শক, শোভন রক্ষাকারী ও আশ্রয়দাতা হন।

১২। হে দেবগণ! স্তবকারী ভরদ্বাজ গোত্রজ (এই ব্যক্তি) যেন সত্বর একটী স্বর্গীয় বসতি লাভ করে(৩), কারণ সে ব্যক্তি তোমার অনুগ্রহার্থী। হব্যদাতা ঋষি অন্যান্য যজমানের সহিত ধনাভিলাষী হইয়া দেব সমূহের স্তব করিতেছেন।

১৩। হে অগ্নি! তুমি কুটিল পাপাচারী, দুষ্টাভিপ্রায় শত্রুকে দূরীভূত কর। হে সাধুগণের রক্ষক! তুমি আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।

১৪। হে সোম! আমাদিগের এই অভিষব পাষাণ সকল তোমার সহিত মিত্রতা কামনা করিতেছে। তুমি ভোজনপটু পণিকে সংহার কর, কারণ সে প্রকৃতই বৃক।

---

(২) মূলে "পঞ্চজনাঃ" আছে। সায়ণ এস্থানে "দেব মনুষ্যাণাং গন্ধর্ব্বাপসর সাবিত্যাদি" অর্থ করিয়াছেন।

(৩) মূলে "সর্দ্দিং দিব্যং" আছে। অর্থ দীপ্তিমান্ গৃহ ও হইতে পারে।

১৫। হে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ! তোমরা দানশীল ও দীপ্তিশালী। তোমরা পথিমধ্যে আমাদিগের রক্ষক ও সুখদাতা হও।

১৬। আমরা সুগম ও পাপরহিত পথে উপস্থিত হইয়াছি, যে পথে গমন করিলে লোকে শত্রু পরিহার ও ধন লাভ করে।

৫২ সূক্ত।

নানা দেবতা। ঋজিশ্বা ঋষি।

১। আমি ইহা স্বর্গীয় বা পার্থিব দেবগণের উপযুক্ত বোধ করি না। অথবা ইহা যে (মদনুষ্ঠিত) যজ্ঞের কিংবা (অন্যদ্বারা সম্পাদিত) মদীয় যাগের সমতুল্য হইবে এরূপও বিবেচনা করি না। অতএব মহান্ পর্ব্বত সকল তাঁহার পীড়া বিধান করুক; অতিযাজের ঋত্বিক্ ও নিরতিশয় হীনতা প্রাপ্ত হউক(১)।

২। হে মরুৎগণ! যে ব্যক্তি আপনাকে আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ করে এবং অস্মৎকৃত স্তোত্রের নিন্দা করিতে ইচ্ছা করে, শক্তি সকল তদীয় অনিষ্টকারক হউক এবং স্বর্গ সেই স্তোত্র দ্বেষ্টাকে দগ্ধ করুক(২)।

৩। হে সোম! লোকে কি জন্য তোমাকে মন্ত্ররক্ষক বলে? কি জন্যই বা তোমাকে নিন্দা হইতে আমাদিগের উদ্ধার কর্ত্তা বলিয়া থাকে? কেনই বা আমরা শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইলে তুমি (নিরপেক্ষভাবে) দর্শন করিতেছ? তুমি স্তোত্র বিদ্বেষীর প্রতি নিজ পীড়াদায়ক আয়ুধ ক্ষেপণ কর।

---

(১) অতিযাজ নামক কোন ঋষি ঋজিশ্বা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিতে চেষ্টা করায়, ঋজিশ্বা তাহাকে অভিশাপ করিতেছেন। "সায়ণ। ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ও ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতা ছিল তাহা প্রকাশ হইয়াছে।"

(২) এই সূক্তে "ব্রহ্ম" শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে, সায়ণ একবার "স্তোত্র" ও আর একবার "ব্রাহ্মণ" অর্থ করিয়াছেন। ইহার পরের সূক্তেও এই শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে "স্তোত্র" অর্থই প্রকৃত এবং সেই অর্থই আমি গ্রহণ করিয়াছি।

৪। আবির্ভূত উষা সকল আমাকে রক্ষা করুন। স্ফীত নদী সকল আমাকে রক্ষা করুক। নিশ্চল পর্ব্বতগণ আমাকে রক্ষা করুন। দেবযজন সময়ে যজ্ঞে উপস্থিত পিতৃদেবগণ আমাকে রক্ষা করুন।

৫। আমরা যেন সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দচিত্ত হই। আমরা যেন সর্ব্বদা উদয়োন্মুখ সূর্য্যকে দর্শন করি। দেবগণের নিকট অস্মদীয় হব্য বহনকারী, যাজ্ঞ অধিষ্ঠানকারী, মহৈশ্বর্য্য সম্পন্ন অগ্নি যেন আমাদিগকে সেইরূপ করেন।

৬। ইন্দ্র এবং বারিরাশিদ্বারা স্ফীত সরস্বতী (নদী) যেন রক্ষা-সহকারে আমাদিগের সন্নিহিত হয়েন। ওষধীগণের সহিত পর্জ্জন্য যেন আমাদিগের সুখদাতা হয়েন। অগ্নি যেন পিতার ন্যায় অনায়াসে স্তুত্য ও আহ্বানযোগ্য হয়েন।

৭। হে বিশ্বদেবগণ! তোমরা আগমন কর, আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর এবং এই আস্তীর্ণ কুশোপরি উপবেশন কর।

৮। হে দেবগণ! যে ব্যক্তি ঘৃতাক্ত হব্যদ্বারা তোমাদিগের পরিচর্য্যা করে, তোমরা সকলে তাহার নিকট আগমন কর।

৯। যাঁহারা অমৃতের পুত্র, সেই বিশ্বদেবগণ আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন ও আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন।

১০। হে যজ্ঞের সম্বৃদ্ধিধারক, যথা সময়ে স্তোত্র শ্রবণকারী বিশ্বদেবগণ! তোমাদিগের সমুচিত ভক্ষ্য গ্রহণ কর।

১১। মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্র, ত্বষ্টার সহিত মিত্র এবং অর্য্যমা আমাদিগের স্তোত্র ও এই সমস্ত হব্য গ্রহণ করুন।

১২। হে দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি! দেবগণের মধ্যে যাঁহারা যাগার্হ তাহা অবগত হইয়া তুমি তাঁহাদিগের মর্য্যাদানুসারে আমাদিগের এই যাগক্রিয়া সম্পাদন কর।

১৩। হে বিশ্বদেবগণ! তোমরা অন্তরীক্ষে, ভূলোকে বা স্বর্গে অবস্থান কর, আমাদিগের এই আহ্বান শ্রবণ কর। তোমরা অগ্নিরূপ জিহ্বা-দ্বারাই হউক বা অন্যপ্রকারেই হউক যাগ গ্রহণ কর। সকলে আমাদিগের

এই আস্তীর্ণ কুশোপরি উপবেশনপূর্ব্বক (সোমরস পান করিয়া) উল্লাসিত হও।

১৪। যজ্ঞার্হ বিশ্বদেবগণ, স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ে এবং বারিরাশির পৌত্রভূত (অগ্নি) আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন। হে দেবগণ! আমি যেন এরূপ স্তোত্র উচ্চারণ না করি, যাহা তোমাদিগের অগ্রাহ্য। আমরা যেন তোমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া সুখলাভ করিয়া উল্লাসিত হই।

১৫। পৃথিবী, স্বর্গ বা অন্তরীক্ষে প্রাদুর্ভূত, মহান্ ও সংহারকশক্তি সম্পন্ন দেবগণ যেন দিবারাত্রি আমাদিগকে ও অস্মদীয় সন্ততিগণকে অন্ন প্রদান করেন।

১৬। হে অগ্নি ও পর্জ্জন্য! তোমরা মদীয় যাগকার্য্য রক্ষা কর। তোমরা অনায়াসে আহ্বানযোগ্য, অতএব এই যজ্ঞে আমাদিগের স্তোত্র (শ্রবণ কর)। তোমাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি ইলা (অন্ন) উৎপাদন করেন ও অন্য ব্যক্তি গর্ভোৎপাদন করেন। অতএব তোমরা আমাদিগকে সন্ততি-সহকারে অন্ন প্রদান কর।

১৭। হে পূজনীয় বিশ্বদেবগণ! অদ্য আমাদিগের এই যজ্ঞে কুশ আস্তীর্ণ হইলে, অগ্নি প্রজ্জ্বালিত হইলে এবং আমি স্তোত্রোচ্চারণ ও নমস্কার পুরঃসর তোমাদিগের পরিচর্য্যা করিলে পর, তোমরা হব্যদ্বারা তৃপ্তি-লাভ কর।

---

৫৩ সূক্ত।

পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে মার্গপতি পূষা! আমরা কর্ম্মানুষ্ঠান ও অন্নলাভের নিমিত্ত (রণস্থলে) রথের ন্যায় তোমাকে আমাদিগের অভিমুখবর্ত্তী করিয়াছি।

২। হে পূষা! তুমি আমাদিগের নিকট মানব হিতকারী, ধনদান বিষয়ে বিমুক্তহস্ত ও নিশুদ্ধ দানযুক্ত একটী গৃহস্থ প্রেরণ কর।

৩। হে দীপ্তিসম্পন্ন পূষা! তুমি অদানশীল ব্যক্তিকে দানার্থ উত্তেজিত কর এবং কৃপণের হৃদয় কোমল কর।

৪। হে প্রচণ্ড বলশালী পূষা! তুমি অন্নলাভের নিমিত্ত পথ সকল পরিষ্কৃত কর। বিঘ্নকারী (তস্করদিগকে) সংহার কর এবং আমাদিগের অনুষ্ঠান সকল সফল কর।

৫। হে জ্ঞানসম্পন্ন পূষা! তুমি সূক্ষ্ম লোহাগ্র দণ্ড(১) দ্বারা লুব্ধগণের হৃদয় বিদ্ধ কর এবং তাহাদিগকে আমাদিগের বশে আনয়ন কর।

৬। হে পূষা! তুমি প্রতোদদ্বারা লুব্ধ ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ কর। তাহার চিত্তে সদাশয়তা উৎপাদন কর এবং তাহাকে আমার বশে আনয়ন কর।

৭। হে জ্ঞানশালী পূষা! তুমি লুব্ধ ব্যক্তিগণের চিত্ত রেখাঙ্কিত কর, হৃদয়ের (কাঠিন্য) সম্যক্‌রূপে শিথিল কর এবং তাহাদিগকে আমাদিগের বশে আনয়ন কর।

৮। হে দীপ্তিসম্পন্ন পূষা! তুমি অন্নপ্রেরক প্রতোদ ধারণ কর, তদ্দ্বারা সমস্ত লুব্ধ ব্যক্তির হৃদয় রেখাঙ্কিত কর। এবং হৃদয়ের কাঠিন্য সম্যক্‌ প্রকারে শিথিল কর।

৯। হে দীপ্তিশালী পূষা! তুমি যে অস্ত্রদ্বারা ধেনুবৃন্দ ও পশুগণকে পরিচালিত কর, আমরা ত্বদীয় সেই অস্ত্রের নিকট উপকার প্রার্থনা করি।

১০। হে পূষা! তুমি আমাদিগের উপভোগার্থ অস্মদীয় যাগকার্য্যকে গো, অশ্ব, অন্ন ও পরিচারকবর্গের উৎপাদক কর।

---

(১) মূলে "আরয়া" আছে। "সূক্ষ্ম লোহাগ্রো দণ্ডঃ প্রতোদঃ।" সায়ণ। "Goad."—*Wilson.*

৫৪ সূক্ত।

পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে পূষা! তুমি আমাদিগকে এরূপ একটী বিচক্ষণ ব্যক্তির সহিত সঙ্গত কর, যিনি আমাদিগকে প্রকৃতরূপে পথ প্রদর্শন করাইবেন এবং বলিবেন "এইটীই সেই(১)।"

২। আমরা যেন পূষার অনুগ্রহে এরূপ ব্যক্তির সহিত মিলিত হই, যিনি সমস্ত গৃহ আমাদিগকে প্রদর্শন করাইবেন এবং বলিবেন "এই গুলিই সেই।"

৩। পূষার (আয়ুধভূত) চক্র বিনষ্ট হয় না। এই চক্রের কোশ হীন হয় না এবং ইহার ধারা কুণ্ঠিত হয় না।

৪। যে ব্যক্তি হব্যদ্বারা পূষার পরিচর্য্যা করে, পূষা তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অপকার করেন না এবং সেই ব্যক্তিই প্রধানতঃ ধন লাভ করে।

৫। পূষা যেন রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদিগের ধেনুবৃন্দের অনুসরণ করেন; তিনি যেন আমাদিগের অশ্বগণকে রক্ষা করেন, তিনি যেন আমাদিগকে অন্ন প্রদান করেন।

৬। হে পূষা! তুমি রক্ষণার্থ সোমাভিষবকারী যজমানের গোগণের অনুসরণ কর এবং তদীয় স্তোত্রোচ্চারণকারী (আমাদিগের ও) ধেনুগণের অনুসরণ কর।

৭। হে পূষা! আমাদিগের গোধন যেন নষ্ট না হয়। ইহা যেন (ব্যাঘ্রাদি দ্বারা) নিহত না হয়। কূপপাত দ্বারা যেন বিনষ্ট না হয়। অতএব তুমি অহিংসিত সেই ধেনুগণের সহিত (সায়ংকালে) আগমন কর(২)।

---

(১) অর্থাৎ নষ্টের স্থলে যে ব্যক্তি পথ দেখাইয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। কিন্তু সায়ণ অর্থ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি অপহৃত দ্রব্য বাহির করিয়া দিবে। এ অর্থ অসঙ্গত।

(২) গো রক্ষকগণ সূর্য্যকে যে প্রকৃতিতে অবলোকন করিত, সেই প্রকৃতির সূর্য্যই পূষা। সুতরাং তাঁহার হস্তে প্রতোদ, তিনি পথ নির্দ্দেশ করেন, গো রক্ষণ করেন, নষ্ট পশু উদ্ধার করেন, ভ্রমণকারীদিগকে সৎপথে লইয়া যান, ইত্যাদি। ১।৪২।১০ ঋকের টীকা দেখ।

৮। (অস্মদীয় স্তোত্র) শ্রবণকারী, দারিদ্র্যনাশক অবিনষ্টধন, (অখিল জগতের) অধিপতি, পূষার নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছি।

৯। হে পূষা! যৎকালে আমরা ত্বদীয় উপাসনায় নিযুক্ত থাকি, তৎকালে যেন কখনও হিংসিত না হই। সম্প্রতি আমরা তোমার স্তব করিয়া যেন সেইরূপ হই।

১০। পূষা যেন নিজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা আমাদিগের গোধনকে বিপথ গমন হইতে নিবারণ করেন। তিনি যেন আমাদিগের নষ্ট গোধনকে পুনরানয়ন করেন।

৫৫ সূক্ত।

পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে দীপ্তিসম্পন্ন বিমুচোনপাৎ(১) (পূষা)! ত্বদীয় স্তবকারী (আমার) নিকট আগমন কর। আমরা উভয়ে সঙ্গত হই। তুমি অস্মদীয় যজ্ঞের নেতা হও।

২। আমরা রথি শ্রেষ্ঠ, কপর্দ্দী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, আমাদিগের মিত্রভূত (পূষার) নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছি।

৩। হে দীপ্তিশালী পূষা! তুমি ধন প্রবাহস্বরূপ। তুমি ধনরাশিস্বরূপ এবং ছাগই তোমার অশ্বের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। তুমি প্রত্যেক স্তবকারীর মিত্রভূত।

৪। অদ্য আমরা ছাগবাহন, অন্ন সম্পন্ন সেই পূষার স্তব করিতেছি, যাঁহাকে লোকে তাঁহার ভগিনী (অর্থাৎ উষার) জার বলিয়া থাকে(২)।

৫। (রাত্রিরূপ) মাতার পতিদেব পূষার স্তব করিতেছি। তাঁহার ভগিনীর জার (পূষা) আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন। ইন্দ্রের সহোদর পূষা যেন আমাদিগের মিত্র হয়েন।

৬। রথে নিয়োজিত ছাগগণ স্তোতৃবর্গের আশ্রয়ভূত পূষার রথ বহন পূর্ব্বক তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন করুক।

(১) সায়ণ "বিমুচ" প্রজাপতি করিয়াছেন, "নপাৎ" অর্থে পুত্র করিয়াছেন।
(২) সূর্য্যকে অনেক স্থানেই উষার প্রণয়ী বা জার বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

৫৬ সূক্ত।

পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। যিনি পূষাকে করম্ভের (অর্থাৎ ঘৃতমিশ্রিত যবসক্তুর) ভোজী বলিয়া স্তব করেন, তাঁহাকে অন্য দেবের স্তব করিতে হয় না।

২। রথিশ্রেষ্ঠ, সাধুগণের রক্ষক, সুপ্রসিদ্ধ দেব ইন্দ্র মিত্রভূত পূষার সাহায্যে শত্রু সংহার করেন।

৩। চালক, রথিশ্রেষ্ঠ, পূষা দীপ্তিমান, সূর্য্যের হিরণ্ময় রথচক্র নিয়ত পরিচালিত করিতেছেন।

৪। হে বহুলোকের বন্দনীয়, মনোহরমূর্ত্তি, জ্ঞানসম্পন্ন পূষা! অদ্য আমরা যে ধন উদ্দেশ করিয়া তোমার স্তব করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সেই বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর।

৫। গোকাম এই সমস্ত মানবগণকে গোলাভদ্বারা চরিতার্থ কর। হে পূষা! তুমি দূরদেশেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছ।

৬। হে পূষা! আমরা অদ্যকার ও পরদিনের মঙ্গলসম্পাদনার্থ তোমার সেই রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি; সে রক্ষা পাপ হইতে দূরস্থিত ও ধনের সন্নিকৃষ্ট।

---

৫৭ সূক্ত।

ইন্দ্র ও পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও পূষা! অদ্য আমরা আমাদিগের মঙ্গলার্থ তোমাদের সহিত বন্ধুত্বের জন্য ও অন্ন লাভের নিমিত্ত তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

২। তোমাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি (অর্থাৎ ইন্দ্র) পাত্র মধ্যে অভিষুত সোমরস পান করিবার নিমিত্ত গমন করেন এবং অপর ব্যক্তি (অর্থাৎ পূষা) করম্ভ ভোজন করিতে অভিলাষ করেন।

৩। একের বাহন ছাগগণ, অন্যের বাহন স্থূলকায় অশ্ব দ্বয় এবং তিনি (অর্থাৎ ইন্দ্র) সেই অশ্বদ্বয়সহকারে বৃত্র সংহার করেন।

৪। যখন নিরতিশয় বর্ষণকারী ইন্দ্র মহাবৃষ্টি পাতিত করেন, তখন পূষা ইঁহার সহায় হন।

৫। আমরা বৃক্ষের সুদৃঢ় শাখার ন্যায় পূষা ও ইন্দ্রের অনুগ্রহ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি।

৬। সারথি যেরূপ রশ্মি (আকর্ষণ করে) আমাদিগের প্রকৃষ্ট কল্যাণের নিমিত্ত আমরা ও তদ্রূপ পূষা ও ইন্দ্রকে আমাদিগের নিকট আকর্ষণ করিতেছি।

---

৫৮ সূক্ত।

পূষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। হে পূষা! তোমার একরূপ (দিবা) শুক্লবর্ণ ও অন্যরূপ (রাত্রি) কেবল যজনীয়। এইরূপে দিবা ও রাত্রির রূপ বিভিন্ন প্রকার। তুমি সূর্য্যেরন্যায় প্রকাশক, কারণ তুমি অন্নদাতা ও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ধারণ কর, সম্প্রতি ত্বদীয় কল্যাণ কর দান প্রকাশিত হউক।

২। যিনি ছাগবাহন ও পশুপালক, যাঁহার গৃহ অন্নপূর্ণ, যিনি স্তোতৃবর্গের প্রীতিপ্রদ, যিনি অখিল ভুবনের উপর স্থাপিত, সেই দেব পূষা (সূর্য্যারূপে) ভূতজাতকে প্রকাশিত করিয়া নিজহস্তে প্রতোদ উত্তোলন করিয়া নভোমণ্ডলে গমন করিতেছেন।

৩। হে পূষা; তোমার যেসমস্ত হিরণ্ময়ী নৌকা সমুদ্র মধ্যস্থ অন্তরীক্ষ মধ্যে সঞ্চরণ করে, তদ্দ্বারা তুমি সূর্য্যের দৌত্য কার্য্য সম্পাদন কর(১)। তুমি হব্য রূপ অন্নার্থী; স্তোতৃগণ তোমাকে স্বেচ্ছা প্রদত্ত (পশ্বাদি) দ্বারা বশীভূত করে।

---

(১) "কদাচন্দ্রৈবৈঃ সার্দ্ধংসূর্য্যো যুদ্ধং যথার্থং প্রস্থিতেসতি তস্য ভার্য্যা সূর্য্যা নামা [illegible] লক্ষ্মাভোৎসুকা বভূবতাং প্রতিসূর্য্যঃ পূষণং প্রাহৈষীৎ তেনচায় পূষা দূয়তে।" সায়ণ।

। স্বর্গ ও পৃথিবীর শোভন বন্ধুস্বরূপ, অন্নের অধিপতি, ঘশোময় মূর্ত্তি। তিনি বলশালী, স্বেচ্ছাপ্রদত্ত (পথাদি) যোগ্য ও শোভনগমনকারী তাঁহাকে দেবগণ সূর্য্য পত্নীর ইয়াছিলেন।

---

৫৯ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

ন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ, সোমরস হইতে আমি তোমাদিগের সেই বীরত্ব আগ্রহ সহকারে কীর্ত্তন দেবদ্বেষ্টা অসুরগণ তোমাদিগকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, অথচ তোমরা হিয়াছ।

। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদিগের যে জন্মমাহাত্ম্য প্রতিপাদিত তৎসমুদায় যথার্থ ও অতিশয় প্রশংসনীয়। তোমাদিগের উভয়েরই জনক; তোমরা উভয়ে যমজ ভ্রাতা ও তোমাদিগের মাতা সর্ব্বত্র বিদ্য-মান আছেন।

৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! দ্রুতগামী অশ্বদ্বয় যেরূপ ভক্ষণীয় ঘাসের অভিমুখে গমন করে, সোমরস অভিষুত হইলে তোমরাও সেইরূপ সমবেত হইয়া গমন কর। অদ্য আমরা রক্ষাহেতু বজ্রধর ও নানাবিধগুণসম্পন্ন ইন্দ্র ও অগ্নিকে এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি।

৪। হে যজ্ঞের সমৃদ্ধিবিধায়ক দেব ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদিগের স্তোত্র সুপ্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি সোমরস অভিষুত হইলে অপ্রীতিকর স্তোত্রদ্বারা কুৎসিতরূপে তোমাদিগের স্তব করে, তোমরা তাহার প্রদত্ত সোম গ্রহণ কর না।

৫। হে দীপ্তিসম্পন্ন ইন্দ্র ও অগ্নি! কোন মর্ত্ত্য তোমাদিগের এই কার্য্যের বিচারক হইবে, যখন তোমাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি (অর্থাৎ সূর্য্যা-যুক্ত ইন্দ্র) বিবিধরূপে গমনকারী অশ্বগণকে যোজিত করিয়া (অগ্নির সহিত) এক রথে আরোহণপূর্ব্বক গমন করেন।

৬। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! পাদরহিত এই ঊষা প্রা
দেশ উত্তেজিত করিয়া এবং তাহাদিগকে জিহ্বাদ্বারা উচ্চ
পাদযুক্ত নিদ্রিত জীবগণের অভিমুখবর্ত্তিনী হইতেছেন এবং
পদ (ত্রিংশৎমুহূর্ত্ত) অতিক্রম করিতেছেন।

৭। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যোদ্ধৃ পুরুষগণ হস্তদ্বয়দ্বা
করে। তোমরা এই মহাসংগ্রামে গোগণের অনুসন্ধান
পরিত্যাগ করিও না।

৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! হননশীল, আক্রমণকারী
পীড়িত করিতেছে। তুমি মদীয় শত্রুগণকে বিদূরিত
সূর্য্যদর্শন হইতে বঞ্চিত কর, (অর্থাৎ বিনষ্ট কর)।

৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা দিব্য ও পার্থিব সকল ধনের
পতি)। অতএব এই যজ্ঞে আমাদিগকে সমগ্র জীবনপোষক ধ
কর।

১০। হে স্তোত্রদ্বারা আকর্ষণীয় ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা আমা
এই সোমরস পান করিবার নিমিত্ত আগমন কর, কারণ তোমরা
সমুদয় উপাসনা সমন্বিত আহ্বান শ্রবণ কর।

---

৬০ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। যিনি বিপুল ধনের অধিপতি, বলপূর্ব্বক শত্রু নিধনকারী ও
অন্নাভিলাষী ইন্দ্র ও অগ্নির পরিচর্য্যা করেন, তিনি শত্রুসংহার ও [illegible]
করেন।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা অপহৃত ধেনুবৃন্দ, বারিরাশি, [illegible]
ও ঊষা সকলের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র! তুমি [illegible]
ঊষা সকল, বিচিত্র সলিল ও গোগণকে ভুবনের সহিত যোজিত করিয়াছ।
হে অগ্নি নিযুত সংখ্যক অশ্বের অধিপতি! তুমিও এইরূপ কার্য্য সম্পাদন
করিয়াছ।

৩। হে বৃত্র সংহারকারী ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা আমাদিগের হব্যান্ন-দ্বারা (পরিপুষ্ট হইবার নিমিত্ত) শত্রুনাশক বল সহকারে আমাদিগের সম্মুখে আ... কর। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা অনিন্দনীয় ও অত্যুৎ-... আমাদিগের নিকট আবির্ভূত হও।

... যাঁহাদিগের সমস্ত বীরকার্য্য (ঋষিগণ কর্তৃক) কীর্ত্তিত ... ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা ... করেন না।

... প্রচণ্ড বলশালী, শত্রুনিধনকারী ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান ... যাঁহারা যেন ঈদৃশ সংগ্রামে আমাদিগকে (কৃতকার্য্য করিয়া)

... সাধুগণের রক্ষাকারী ইন্দ্র ও অগ্নি ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক কৃত উপদ্রব নিবারণ করিতেছেন। তাঁহারা সমুদয় বিদ্বেষকারিগণকে ... করিয়াছেন।

৭। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! এই সকল স্তোতা তোমাদিগের স্তব করি-তেছেন। হে সুখপ্রদানকারী ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা অভিষুত এই সোম-পান কর।

৮। হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদিগের বহুলোকস্পৃহনীয় ও হব্য-দাতার নিমিত্ত (উৎপন্ন) যে নিযুত অশ্ব আছে, তোমরা সেই সমস্ত অশ্বে (আরোহণপূর্ব্বক) আগমন কর।

৯। হে নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা এই সবনে অভিষুত সোমরস ...পানের নিমিত্ত আগমন কর।

১০। (হে স্তবকারী)! যিনি শিখাদ্বারা সমগ্র বনসমূহকে আচ্ছন্ন ... (জ্বালারূপ) জিহ্বাদ্বারা তাঁহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ করেন, তুমি সেই ... কর।

... যে ব্যক্তি প্রজ্বলিত অগ্নিতে ইন্দ্রের সুখ দায়ক হব্য প্রদান ... সেই ব্যক্তির দীপ্তিসম্পন্ন অন্নের নিমিত্ত কল্যাণকর বারিবর্ষণ

১২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা আমাদিগকে ... (অস্মদীয় হব্য) বলবান্ করিবার নিমিত্ত বেগবান্ অশ্ব সকল প্রেরণ কর।

১৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমি তোমদ্বারা তে... করিবার জন্য তোমাদিগের উভয়কেই আহ্বান করি... যুগপৎ তৃপ্তিবিধান করিবার নিমিত্ত আমি উভয়কেই... তোমরা উভয়েই ধনদাতা ও অন্নদাতা, অতএব আমি... আহ্বান করিতেছি।

১৪। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা গোসমূহ, অশ্বস... সহকারে আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। আমরা ... নিমিত্ত মিত্রভূত, দানাদিগুণসম্পন্ন ও সুখপ্রদাতা ইন্দ্র ও অগ্নিকে ... করিতেছি।

১৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা সোমাভিষবকারী যজমানের আ... শ্রবণ কর। তোমরা হব্য কামনা কর, আগমন কর এবং মধুর সো... পান কর।

---

৬১ সূক্ত।

সরস্বতী দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

১। এই সরস্বতী দেবী হব্যদাতা বধ্র্যশ্বকে বেগসম্পন্ন ও ঋণ ... কারী দিবোদাস (নামক একটী পুত্র) প্রদান করিয়াছেন। তিনি ... কেবল আত্মচিন্তনকারী দানবিমুখ পণি সংহার করিয়াছেন। হে ... দেবি! ত্বদীয় এই সমস্ত দান অতি মহৎ।

২। এই (নদীরূপী সরস্বতী) মৃণাল খননকারীর ন্যায় ... বায়ু তরঙ্গসহকারে পর্ব্বতসানু সকল ভগ্ন করিতেছেন। আমরা ... নিমিত্ত স্তুতি ও যজ্ঞদ্বারা উভয় কূলনাশিনী সরস্বতীর ... করিতেছি।